ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 30 December 2021 ■ আগরতলা ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ ইং ■ ১৪ পৌষ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

টিএসআরে নিয়োগ নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ তুলে চাকরিপ্রত্যাশীরা হাইকোর্টের গেইটে ধরণা দিয়েছেন বুধবার। ছবি নিজস্ব।

টিএসআরে নিয়োগে মেধা তালিকায় অনিয়মের অভিযোগে ক্ষোভের আগুন, মামলার প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/চড়িলাম, ২৯ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরায় নিয়োগ প্রক্রিয়ায় মেধা তালিকা প্রকাশিত হতেই ক্ষোভের আগুনে জ্বলছে রাজ্য। রবিবার ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস (টিএসআর)-এ নিয়োগে ১,৪৩৭ জনের মেধা তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। এর পর থেকেই শুরু হয়েছে বিক্ষোভ। আজ বুধবার চাকরি প্রত্যাশীরা সিপাহিজলা জেলার বিশালগড় মহকুমার মধুপুর এবং গকুলনগর বিজেপি কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ এবং ভাঙচুর চালিয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, একাংশ চাকরি-প্রার্থী আগরতলায় সচিবলয়ের মূল ফটক এবং ত্রিপুরা হাইকোর্টের বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। টিএসআর-এ নিয়োগে মেধা তালিকা প্রকাশে অনিয়মের অভিযোগ এনে আগামীকাল হাইকোর্টে মামলা করা হবে বলে বিক্ষুব্ধ চাকরি প্রত্যাশীরা জানিয়েছেন। মূলত, টিএসআর নিয়োগে মেধা তালিকা নিয়ে অসন্তোষের জেরে গতকাল থেকেই বিজেপি কার্যালয়ে ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনা সংগঠিত হচ্ছে।

আজ সকালে বিশালগড়ের মধুপুর এবং গকুলনগরে বিজেপি কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ এবং ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় বিজেপি নেতাদের দাবি, রাজ্যের উন্নয়ন সহ্য হচ্ছে না, তাই দুষ্কৃতকারীরা পার্টি কার্যালয়ে ভাঙচুর করেছে। তবে মেধা তালিকায় ঠাঁই হয়নি চাকরি প্রত্যাশীরাই ওই হামলা করেছে বলে স্থানীয়দের দাবি। এদিকে, গতকাল অমরপুর, বিলোনিয়া, গন্ডাছড়া, ধর্মনগর, সোনামুড়া সহ বিভিন্ন স্থানে বিক্ষুব্ধ চাকরি প্রত্যাশীরা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় টিএসআরে দুটি নতুন আইআর ব্যাটালিয়ন গঠনের উদ্দেশ্যে ১,৪৩৭ জনকে নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ত্রিপুরা সরকার মেধা তালিকা প্রকাশ করেছে। এই প্রথম টিএসআরে মহিলা কর্মী নিয়োগ করা হচ্ছে। নতুন দুটি আইআর ব্যাটালিয়নের জন্য ১,২১৪ জন রাইফেলম্যান জেনারেল ডিউটি নিয়োগ করা হবে। তাঁদের মধ্যে ৯১১ জন ত্রিপুরার এবং ৩০৩ জন বহিঃরাজ্য থেকে নিয়োগ হবে। মহিলা কর্মী নিয়োগ করা হবে ১৩১ জন। তাঁদের মধ্যে ত্রিপুরার ১০২ জন এবং বহিঃ রাজ্য থেকে থাকবেন ২৯ জন। ট্রেডসম্যান পদে নিয়োগ করা হবে ৯২ জনকে। তাঁদের মধ্যে ত্রিপুরার ৬৯ জন এবং বহিঃরাজ্যের রয়েছেন ২৩ জন।

নিয়োগ প্রক্রিয়ায় মেধা তালিকা নির্ণয়ে অনিয়ম হয়েছে বলে চাকরি প্রত্যাশীরা গুরুতর অভিযোগ এনেছেন। তাঁদের বক্তব্য, লিখিত পরীক্ষায় ২৬ নম্বর পেয়েছেন এমন প্রার্থীর নাম মেধা তালিকায় রয়েছে। শুধু তা-ই নয়, শারীরিক পরীক্ষায় দৌড়ে টিঁকেননি, এমন প্রার্থীকেও মেধা তালিকায় দেখা যাচ্ছে। তাঁদের অভিযোগ, অর্থের বিনিময়ে মেধা তালিকায় অযোগ্যরা স্থান পেয়েছেন। তাই তাঁরা ওই মেধা তালিকা বাতিলের দাবি জানিয়েছেন।

এদিন একাংশ বিক্ষুব্ধ চাকরি প্রত্যাশী সচিবালয়ের মূল ফটকের বাইরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। খবর পেয়ে পুলিশ ছুটে আসতেই তাঁরা দৌড়ে পালিয়ে যান। কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, ওই সব বিক্ষোভকারী মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আগাম অনুমতি না নিয়ে তা সম্ভব নয় জেনে তাঁরা রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন। পুলিশ আসতেই তাঁরা চলে গেছেন। এর পর তাঁরা ত্রিপুরা হাইকোর্টের বাইরে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হাইকোর্ট চত্বরে বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল।

বিক্ষুব্ধ চাকরি প্রত্যাশীরা জানিয়েছেন, মেধা তালিকা তৈরিতে ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে। তাই আগামীকাল ত্রিপুরা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানিসাগরে মিক্সার মেশিনে ঢুকে মর্মান্তিক মৃত্যু ইটভাট্টা শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৯ ডিসেম্বর।। মাটি মিক্সার মেশিন পরিষ্কার করতে গিয়ে মৃত্যু এক ইট ভাট্টা শ্রমিকের। মেশিন পরিষ্কার করতে গিয়ে ব্লেডে লেগে মেশিনে ঢুকে ঘটনা স্থলেই মৃত্যু সীতেশ বীর নামের এক শ্রমিকের।ঘটনা পানিসাগর থানাধীন দুবঙ্গা দূর্গা ব্রিক্স ইন্ড্রাস্ট্রিতে। ঘটনাস্থলে পানিসাগর থানার পুলিশ উপস্থিত হয়ে ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পানিসাগর হাসপাতালে মর্গে নিয়ে যায়। বৃহস্পতিবার ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।সাথে একটি মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত করে দিয়েছে পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, বুধবার বিকেল আনুমানিক দুটো নাগাদ উত্তর জেলার পানিসাগর থানাধীন ইন্দুরাইল এডিসি ভিলেজের দুবঙ্গা এলাকার দুর্গা ব্রিকস ইন্ডাস্ট্রির মাটি মিক্সার মেশিনে ঢুকে এক ইটভাট্টা শ্রমিকের মৃত্যু হয়। জানা গেছে মৃত শ্রমিক উক্ত এলাকার সীতেশ বীর। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গাছের ঢাল কাটতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।। বোধজংনগর এলাকার আর কে নগরে গাছের ডাল কাটতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক যুবকের। মৃত যুবকের নাম ইনুস আলী।ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ইনুস আলী নামে ওই যুবক প্রতিবেশীর বাড়িতে গাছের ডালে উঠে গাছের ডাল কাটার জন্য। গাছের ডাল কাটার সময় সে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গাছের উপর থেকে নিচে পড়ে যায়। স্থানীয়রা ঘটনা প্রত্যক্ষ করে দমকল বাহিনীকে খবর দেন। দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যায়।কিন্তু শেষ রক্ষা করা যায়নি।জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পারিবারিক সূত্রে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংযোগ দিচ্ছে না, ক্ষোভে গন্ডাছড়া বিদ্যুৎ নিগমের অফিসে তালা দিল এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।। বুধবার ধলাই জেলার গন্ডাছড়া বিদ্যুৎ নিগমের অফিসে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন এলাকার জনগণ। গন্ডাছড়া মহকুমার পূর্ব হরিপুর এডিসি ভিলেজের টিলা বাড়ি এলাকাবাসী দীর্ঘদিন ধরেই পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছেন।

এই এলাকার জনগণের পরিস্রুত পানীয় জলের জন্য বসানো হয়েছিল একটি ডিপ টিউবওয়েল। দীর্ঘ ছয় মাস হল এখনো পর্যন্ত বিদ্যুৎতের ব্যবস্থা করা হয় নি। এলাকাবাসীর বহুবার এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের জন্য বিদ্যুতের ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়েছেন। কিন্তু তাতে কেউ কর্ণপাত করেনি।

তাতে ক্ষুব্দ হয়ে বুধবার সকাল ১০টায় বিদ্যুৎ এর জন্য তালা লাগিয়ে দিলেন বিদ্যুৎ নিগমের অফিসে। তাদের অভিযোগ দীর্ঘ ছয় মাস বিদ্যুৎতের ঠিকাদার রতন পাল করছি করব বলে কাটিয়ে দিয়েছেন। আজ ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় এলাকার জনগণের।ফলে তালা ঝুলিয়ে দিলেন টিলা বাড়ির চাকমা এলাকাবাসি। সকাল থেকে ছিল না অফিসে কেউ।

বন্য হাতির তান্ডব রুখতে তেলিয়ামুড়ায় প্রশাসনের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৯ ডিসেম্বর।। তেলিয়ামুড়া মহাকুমার কল্যাণপুর, তেলিয়ামুড়া, মুঙ্গিয়াকামি ব্লকে বেশ কয়েকটি গ্রামে বন্যহাতির তাণ্ডবে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে গ্রামবাসীরা। বন্যহাতির তাণ্ডবে অনেকের হারাতে হয়েছে ঘরবাড়িসহ প্রাণ। এই বন্যহাতির তাণ্ডব থেকে গোটা তেলিয়ামুড়া মহকুমার বিভিন্ন এলাকাকে রক্ষা করতে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এক রুদ্ধদ্বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তেলিয়ামুড়া ব্লকের কনফারেন্স হল গৃহে।

বন্য হাতি তাড়ানোর জন্য নেওয়া হয় কয়েকটি পদক্ষেপ। তেলিয়ামুড়া বনদপ্তরের অধীনস্থ বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে বণ্য দাঁতাল হাতির সমস্যা যেন এক অভিশাপের রূপ নিয়েছে। আর এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পেতে খোয়াই জেলা শাসক স্মিতা মলের পৌরহিত্যে বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টের কর্মীদের নিয়ে তেলিয়ামুড়া আর.ডি ব্লকের কনফারেন্স হলে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বুধবার।

এদিনের এই বৈঠকে জেলাশাসক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক মোহাম্মদ সাজ্জাদ পি, জেলা বন আধিকারিক নিরাজ কুমার চঞ্চল, তেলিয়ামুড়া আর.ডি ব্লকের বিডিও শান্তনু বিকাশ দাস , পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান যমুনা দাস, ভাইস চেয়ারম্যান অপু গোপ সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে আলোচনা হয় কিভাবে এলাকাবাসীদের বন্যহাতির তাণ্ডব থেকে রক্ষা করা যায়। দীর্ঘ প্রায় দুই ঘন্টা যাবৎ চলে এদিনের এই বৈঠক।

এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে খোয়াই জেলা শাসক স্মিতা মৌল জানান,, তেলিয়ামুড়া বনদপ্তরের অধীন বিস্তীর্ণ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিএসএফের অভিযানে উদ্ধার ১ কোটি ৪৭ লক্ষ ৯০ হাজার টাকার ইয়াবা, অবৈধ অনুপ্রবেশে আটক চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।। নেশা বিরোধী অভিযানে নেমে বিএসএফ আবারও বড়সড় সাফল্য পেয়েছে। সাম্প্রতিককালে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ইয়াবা ট্যাবলেট আজ উদ্ধার করেছে বিএসএফ। ইন্দো-বাংলা সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২৯,৫৮০টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে সীমান্তরক্ষী বাহিনী। উদ্ধারকৃত মাদক ট্যাবলেটগুলির বাজারমূল্য ১ কোটি ৪৭ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা হবে। এদিকে, অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে চার বাংলাদেশি এবং একজন ভারতীয় দালালকে বিএসএফ আটক করেছে।

আজ বুধবার গকুলনগর বিএসএফ সেক্টর মুখ্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে আইজি রাকেশরঞ্জন লাল এই খবর দিয়ে বলেন, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গোয়েন্দা রিপোর্টের ভিত্তিতে আনন্দপুর

বিওপি-র জওয়ানরা সিপাহিজলা জেলায় সোনামুড়া মহকুমার আনন্দপুর গ্রামের লুচেরবাড়ি সরকারি বিদ্যালয়ের পেছনে ইন্দো-বাংলা সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার পাশে ২৯,৫৮০টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে। এগুলির বাজারমূল্য ১ কোটি ৪৭ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা হবে। তিনি জানান, সমস্ত ইয়াবা ট্যাবলেট সোনামুড়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, গতকাল মধ্যরাতে বিএসএফ জওয়ানরা ১৫ লক্ষ ৭৮ হাজার ১৩৮ টাকার প্রচুর বেআইনি নেশা সামগ্রী উদ্ধার করেছেন।

আইজি রাকেশরঞ্জন জানান, গোয়েন্দা সূত্রে সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে শ্রীমন্তপুর বিওপি-র জওয়ানরা অবৈধভাবে অনুপ্রবেশে চারজন বাংলাদেশি নাগরিক এবং একজন ভারতীয় দালালকে আটক করেছেন। তিনি বলেন, চার বাংলাদেশি নাগরিককে আব্দুল জলিল (৬৫), হেলেনা বেগম (৫২), বেবি আখতার (৫৫), মহম্মদ জাখারিয়া (৫) এবং ভারতীয় দালাল রফিকুল ইসলামকে বিএসএফ আটক করেছে। তাঁদেরকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা নিয়েছে।

মদ ভেবে তরল বিষ পান করে মনুতে তিনজনের মৃত্যু, শিশুসহ গুরুতর পাঁচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।। মদ ভেবে বিষাক্ত তরল পানীয় খেয়ে মৃত তিন। গুরুতর অসুস্থ আরো ৫ জন। ঘটনা লংতরাইভ্যালী মহকুমার মনু থানার অন্তর্গত হাজরাধন পাড়ায়। মৃতরা হল বুবিরাম রিয়াং(৩৫), পিতা বদনারাই রিয়াং, বাড়ি ডেমছড়া, শচিন্দ্র রিয়াং(৩০), পিতা মৃত বীর চন্দ্র রিয়াং, বাড়ি নন্দীরাম পাড়া, অভিরাম রিয়াং(৪১), পিতা অমুল্য রিয়াং, বাড়ি হাজরাধন পাড়া।

ঘটনার বিবরনে জানা যায়, গত ২৭ ডিসেম্বর মঙ্গলবার আসাম থেকে এক ব্যাক্তি হাজরাধন পাড়ায় বেড়াতে আসে। সাথে নিয়ে আসে তরল নেশাজাতীয় পাণীয়। গভীর রাত পর্যন্ত মাংস সহ চলে জোরদার পার্টি। পরের দিন মদ মনে করে বিষাক্ত পানীয় পান করে গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তড়িঘড়ি তাদের বিরাশি মাইল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কুলাই জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়।

তাদেরকে জেলা হাসপাতালে না নিয়ে আসামের মাকুন্দা হাসপাতালে রওনা দেয়। পানিসাগর পৌছলে একজন এবং চুড়াইবাড়ি পৌছলে বাকি দুজনও মারা যায়। মৃতদেহ ফিরিয়ে আনলে মনু থানার পুলিশ খবর পায়। মৃতদেহ পোষ্টমর্টেমের জন্য মনু হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

আজ আরও পাঁচ জনের অবস্থা গুরুতর হলে প্রথমে বিরাশি মাইল হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। পরে আশঙ্কজনক অবস্থায় কুলাই হাসপাতালে রেফার করা হয়। অসুস্থদের মধ্যে একটি ছোট বাচ্চাও রয়েছে। সেও নাকি এক ছিপি খেয়ে নিয়েছিল। কি কারনে পরিবারের লোক বিষয়টি গোপন রাখতে মরিয়া ছিল জানা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।। ইংরেজি নববর্ষ ২০২২ উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।

শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন- 'প্রতিটি নতুন বছর আমাদের কাছে নতুন নতুন প্রত্যাশা নিয়ে আসে। সকলকে সাথে নিয়ে জনগণের প্রত্যাশা পূরণে রাজ্য সরকার দায়বদ্ধতার সাথে কাজ করছে। আমাদের প্রিয় এই রাজ্যকে উন্নততর রাজ্য হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের বহুমুখী কর্মপ্রয়াসের ধারায় ২০২২ সাল উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠুক। রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের পথে আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাক। নতুন বছর সকলের জন্য আনন্দের বার্তা নিয়ে আসবে এই প্রত্যাশা রইল। আমি সকল রাজ্যবাসীর সুখ,সুস্থতা, সমৃদ্ধি ও সম্প্রীতি কামনা করছি।'

বিজয়নগরে আগুনে পুড়ল বসতবাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিজয়নগর বড়খোলা এলাকায় অগ্নিকান্ডে বসতবাড়ি সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। বাড়ির মালিকের নাম বিপ্লব মজুমদার। জানা যায়, রাতে খাওয়া দাওয়ার পর পরিবারের লোকজন ঘুমিয়ে পড়েন।তারা আগুনের আচ পেয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠে কোন রকমে আত্মরক্ষা করেন।

পরিবারের লোকজনদের চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। খবর পাঠানো হয় দমকল বাহিনীকে। খবর পেয়ে সোনামুড়া থেকে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে ছুটে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ায় কিশোরী বিষপানে ও আগরতলায় গৃহবধূ ফাঁসিতে আত্মঘাতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ তেলিয়ামুড়া, ২৯ ডিসেম্বর।। বুধবার রাজধানী আগরতলা শহরের শিশু বিহার স্কুল সংলগ্ন এলাকায় এক মহিলা ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছেন।মহিলার নাম উমা দাস।তার স্বামীর নাম বিশু দাস।জানা যায় দীর্ঘদিন ধরেই তিনি রোগে ভুগছিলেন।রোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বহু চিকিৎসা করিয়েছেন।তবু তিনি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠেন নি।রোগ ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই ওই মহিলা ফাঁসিতে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন বলে পরিবারের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে। মৃতার ভাই জানিয়েছেন, তার ভগ্নিপতি শিক্ষকতা করেন।

তিনি তেলিয়ামুড়া থাকেন।ঘটনার দিন তিনি বাড়িতে ছিলেন না।তার ভাগ্নে ও বোন বাড়িতে ছিলেন। সকালবেলা উমা দাস ঘুম থেকে উঠছেন না মনে করে তার ভাগ্নে মাকে ডাকতে যায়।কিন্তু কোন সাড়া পাচ্ছিলো না। তখনই রান্নাঘরে গিয়ে দেখতে পায় তার ঝুলন্ত মৃতদেহ। সঙ্গে সঙ্গে সে চিৎকার শুরু করে। চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। খবর পাঠানো হয় পশ্চিম মহিলা থানার পুলিশকে।পুলিশ এসে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। পরিবারের তরফ থেকে জানানো হয় মহিলা মৃত্যুর আগে একটি চিরকুট লিখে রেখে গেছেন।তাতে তিনি পরিবারের কাউকে মৃত্যুর জন্য দায়ী করেন নি।রোগ ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে তিনি নিজে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন।

এদিকে, তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার নয়নপুর এলাকায় অভিমানে এক কিশোরী বিষপানে আত্মহত্যার পথ বেছে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চুরাইবাড়িতে রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু হল অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৯ ডিসেম্বর।। এবার অসম ত্রিপুরা সীমান্তের নেতাজি পাড়া সংলগ্ন এলাকায় রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তির।মৃত ব্যক্তির কাছ থেকে উদ্ধার নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী ও একটি বাজারের ব্যাগ।বুধবার ভোরে মালবাহী ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে মৃত্যু হয়েছে বলে রেল পুলিশ ও সানীয়দের ধারনা।অকুস্থলে ধর্মনগর রেল পুলিশ ছুটে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কদমতলা হাসপাতালের মর্গে নিয়ে যায়।

রেলে পুলিশ ও সানীয় সূত্রে জানা যায়, উত্তর জেলার চুরাইবাড়ি রেল স্টেশন এলাকার ত্রিপুরা অসম সীমান্তের নেতাজি পাড়া এলাকার লোকজন বুধবার ভোর বেলা উক্ত এলাকার তেষট্টি নং ব্রিজ সংলগ্ন রেল লাইনের পাশে মৃত অবস্থায় এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিকে পড়ে থাকতে দেখে পান। তৎক্ষণাৎ খবর দেওয়া হয় ধর্মনগর রেল পুলিশকে।রেল পুলিশ অকুসলে এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কদমতলা সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মর্গে নিয়ে যায়।সাথে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে দেয় রেল পুলিশ। পাশাপাশি রেল পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, অজ্ঞাত পরিচয় মৃত ব্যক্তির মুখে এতটাই আঘাত যে, চেহারা দেখে পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

মৃত ব্যক্তির কাছ থেকে একটি বাজারের ব্যাগ সহ কিছু খাদ্য সামগ্রী উদ্ধার করেছে রেল পুলিশ।আর তাতে পুলিশ ও সানীয়দের প্রাথমিক অনুমান ভোর বেলা বাজার করে যাবার পথে বহিঃ রাজ্য থেকে আসা মালবাহী ট্রেনের চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ যায় ঐ ব্যক্তির।তাছাড়া উক্ত এলাকায় প্রায় রেলে কাটা পড়ে মৃত্যুর ঘটনা সংঘটিত হয়। উক্ত এলাকাটি ত্রিপুরা অসম ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ার বিস্তীর্ণ এলাকায় গাঁজার রমরমা চাষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৯ ডিসেম্বর।। গাঁজা চাষের আস্তানা ঘরে বসে রয়েছে তেলিয়ামুড়া মহকুমা বিভিন্ন গাঁজা চাষিরা। প্রকাশ্যে গাঁজা গাছ লাগিয়ে তাক লাগিয়ে দিল তেলিয়ামুড়া বাসীদের। এবার খাস জমি বাদ দিয়ে এবার জোত জমিতে অবৈধভাবে রমরমা গাঁজার চাষ। যা পুলিশেরও অজানার কথা নয়। ঘটনার তেলিয়ামুড়া থানাধীন উত্তর কৃষ্ণপুর এলাকায়।

তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ এবং রাজ্য গোয়েন্দা পুলিশের কর্মীদের ঘুমে রেখে অবৈধভাবে তেলিয়ামুড়া জুড়ে হচ্ছে গাঁজার চাষ। অথচ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ত্রিপুরা রাজ্যকে নেশা মুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলতে চাইছেন। কিন্তু আরক্ষা দপ্তরের একাংশ কর্মীরা গোয়েন্দা কর্মীদের ব্যার্থতার কারণে চলছে অবৈধ ভাবে গাঁজা চাষের রমরমা বাণিজ্য।

তেলিয়ামুড়া থানাধীন উত্তর কৃষ্ণপুর এলাকার বাসিন্দা আশীষ বিশ্বাস এবং সুনীল সরকার সহ এলাকার কিছু সংখ্যক কৃষক তাদের জমিতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৮ ◻ সংখ্যা ৮৫◻ ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ ইং ◻ ১৪ পৌষ ◻ বৃহস্পতিবার ◻১৪২৮ বঙ্গাব্দ

বিপদ ডাকিয়া আনিতেছে

আপাতদৃষ্টিতে ছোট পরিবার সুখী পরিবার বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে। এই ছোট পরিবার সুখী পরিবার কল্যাণ এ সমাজে নানা অঘটন প্রায় সুরক্ষিত হইতেছে। তথাকথিত ছোট পরিবারের অন্তরালে সমাজ ব্যবস্থা ক্রমশ দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। বড় পরিবার ভাঙ্গিয়া ছোট ছোট পরিবারে পরিণত হইবার ফলশ্রুতিতে সমাজে বিশৃঙ্খলা বাড়িতেছে। এইসব ছোট পরিবারে সামাজিক শৃঙ্খলা পরায়নতা বা অনুশাসন বলিতে কিছুই থাকেনা। ফলশ্রুতিতে সামাজিক বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাইতেছে। ছোট পরিবারে একাকিত্বের সুযোগ নিয়া নানা অঘটন ঘটিতেছে। তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ ব্যবস্থায় বৃদ্ধ পিতা মাতারা স্নেহ সান্নিধ্য হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। যে সন্তানকে জীবন যৌবন উজাড় করিয়া দিয়া মানুষ করিয়া তোলেন পিতা মাতা বৃদ্ধ বয়সে সেই পিতা-মাতা-সন্তান এর কাছ থেকে প্রত্যাশা অনুযায়ী পরিষেবা পাইতেছেন না। ইহার মূলে রহিয়াছে তথাকথিত নিউক্লিয়াস ফ্যামিলি বা ছোট পরিবার। বর্তমান তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে ছোট পরিবারের কর্তা কর্তী নিজের সন্তান ছাড়া বৃদ্ধ পিতা মাতাকে পর্যন্ত পরিবারের বোঝা বলিয়া মনে করিতেছেন। ইহা সামাজিক অধঃপতনের অন্যতম নজির বলিলেও ভুল হইবে না। সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করিতে না পারিলে কি ধরনের বিরম্বনার সম্মুখীন হতে হয় ইতিমধ্যেই তথাকথিত নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি বা ছোট পরিবারগুলি উপলব্ধি করিতে শুরু করিয়াছে। ছোট পরিবারে কোন ধরনের অনুষ্ঠান না থাক এবার ফলশ্রুতিতে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। পুরুষ মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রেই এই ধরনের প্রবণতা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার লাগাম টানা বড়ই কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক বা পরকীয়া প্রেম সমাজ ব্যবস্থাকে এক ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে ঠেলিয়া দিতেছে। ইহার ফলশ্রুতিতে পারিবারিক কলহ দিনের পর দিন বাড়িতেছে। সমাজে সাম্যতা ফিরাইয়া আনিতে হইলে পূর্বেকার মতোই জয়েন ফ্যামিলি কিংবা বড় পরিবার আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক অথবা পারস্পরিক বিশ্বাসের অভাব অনেক জায়গাতেই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে সরু সুতোর উপর টানিয়ানে আনিয়া দাঁড় করাইতেছে। তারই ফলশ্রুতিতে ঘটিতেছে কখনও খুন, কখনও খুন করিয়া নিজে আত্মহত্যার চেষ্টা। সম্পর্কের বাঁধন যত আলগা হইতেছে, ততই বাড়িতেছে পাশবিকতা। ক্যান্সারের মতোই তাহা ছড়াইয়া পড়িতেছে সমাজে। মনোবিজ্ঞানীদের মতে, এর কোনও সঠিক চিকিৎসা নাই, আছে স্রেফ ঠেকাইয়া রাখিবার কিছু ‘টোটকা’। বিপথে চালিত সম্পর্কই তাল কাটিতেছে জীবনের। এই অবস্থা থেকে মুক্তির একমাত্র পথ জীবনের মূলস্রোতে ফিরিয়া আসা। সম্পর্ককে আরও উন্নত করা।

শুধু স্বামী-স্ত্রী বিবাদের জেরে বহু খুনের ঘটনা ঘটিয়াছে। এই তালিকা ক্রমশ দীর্ঘায়িত হইতেছে। সন্দেহের বশে বা অশান্তির চরম পর্যায়ে খুনের প্রবণতা নতুন নয়। কেন বারবার দাম্পত্য কলহ খুনের মতো চরম পরিণতিতে পৌছিতেছে? মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা বলেন, পারস্পরিক বিশ্বাসের অভাবই এর প্রথম কারণ। বর্তমানে মানুষের হাতে এত বেশি বিকল্প বলিয়াই এমন ঘটনা ঘটিতেছে। মানুষ চিরস্থায়ীকে ছাড়িয়া আপাত শ্রেষ্ঠর দিকে হাত বাড়াইতেছে। যাহা বাড়াইয়া দিতেছে মানসিক দূরত্ব। নিউক্লিয়াস ফ্যামিলিতেও এমন সমস্যা মাথাচাড়া দিতেছে। দু’জনের মধ্যে মন খুলিয়া কথা বলা খুব প্রয়োজন। ফিরিয়া আসা উচিত জীবনের মূলস্রোতে। আধুনিকতার জালে জড়াইয়া যাওয়ার কারণেই বাড়িতেছে এই ধরনের ঘটনা। বিশ্বাস কমিতেছে স্বামী-স্ত্রীর। এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির হইতে সমাজ ব্যবস্থাকে রক্ষা করিতে না পারিলে ভবিষ্যৎ পরিণতি আরো ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করতে বাধ্য হইবে। এই বিষয়ে সমাজ সচেতন মানুষজনকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করিতে হইবে।অন্যথায় সমাজ ব্যবস্থা বিপর্যয়ের পথে অগ্রসর হইবে।ইহার দায় সমাজের দায়িত্বশীল লোকজন কোন সময়ই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

গোয়াতেই থেকে যান, অভিষেককে কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.): পুরসভার ভোট মিটতেই ৩ দিনের সফরে গোয়া গিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার কলকাতায় ফেরার কথা। এরই মাঝে বুধবার ইকোপার্কে প্রাতঃভ্রমনে বেরিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোয়া সফরকে কটাক্ষ করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি দিলীপ ঘোষ। বললেন, ””’গোয়াতেই থেকে যান।’ দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, ””’সে বরং গোয়াতেই থেকে যান। অত দামি বিমান কিনেছেন অভিষেকবাবু কাজে লাগাতে হবে তো। তাই গোয়া-কলকাতা করছেন। ত্রিপুরার মানুষ তো উত্তর দিয়েই দিয়েছে। গোয়াতেও উত্তর দেবে মানুষ।’

এরপরেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে দিলীপ ঘোষ বলেন, ””’কলকাতা পুরনির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী যে পাপ করেছেন তা ধুতেই গঙ্গাসাগরে গিয়েছেন। মোহন্ত তো রাজনীতি বোঝেন না, তাই আশীর্বাদ করেছেন মুখ্যমন্ত্রীকে। অমনটা তিনি সবাইকেই করতে পারেন। প্রত্যেক নির্বাচনের পরেই দিদিমণি কোথাও না কোথাও পুজো দিতে যান।’

হেলমেটবিহীনদের ধরতে সন্ধ্যারাতে হাইলাকান্দির সড়কে ডিসি, এসপি

হাইলাকান্দি (অসম), ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : হেলমেট ছাড়া বাইক, স্কুটির চালক এবং আরোহীদের ধরতে হাইলাকান্দির রাজপথে বুধবার সন্ধ্যায় সশরীরে জেলাশাসক (ডিসি) এবং পুলিশ সুপার (এসপি) অভিযান চালালেন।

রাজ্য সরকারের নির্দেশে ইংরেজি বছরের শেষে পথ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে অনাকাঙ্ক্ষিত প্রাণ হারানো থেকে রক্ষা করতে বাইকের চালক এবং আরোহীদের হেলমেট পরিধান বাধ্য করার পরিপ্রেক্ষিতে গত কয়েকদিন থেকে জেলায় চালানো অভিযানের অংশ হিসেবে বুধবার জেলাশাসক রোহন কুমার ঝা এবং পুলিশ সুপার গৌরব উপাধ্যায় হাইলাকান্দি শহরের সড়কে অভিযান চালান। জেলাশাসক রোহন কুমার ঝা এবং এসপি গৌরব উপাধ্যায় এই অভিযানে বাহন চালকদের সচেতন করতে হেলমেটবিহীন কয়েকজনকে বিনামূল্যে হেলমেটও তুলে দেন। উল্লেখ্য, বছরের শেষে বনভোজনে যাওয়া গাড়ি চালানোর সময় পথে উচ্চৈঃস্বরে মাইক বাজানো নিষিদ্ধ রয়েছে জেলায়।

শীঘ্রই হাইলাকান্দি সিভিল হাসপাতালের আইসিইউ উদ্বোধন

হাইলাকান্দি (অসম), ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : শীঘ্রই জাতীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত করা হবে হাইলাকান্দির এসকে রায় অসামরিক হাসপাতালে নির্মীয়মাণ সম্পূর্ণ আইসি ইউনিট। জানিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের প্রধানসচিব অনুরাগ গোয়েল।

আজ বুধবার হাসপাতালে নির্মীয়মাণ আইসিইউ-টি পরিদর্শন করে তিনি এ কথা জানান। রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের প্রধানসচিব অনুরাগ গোয়েল এবং জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন-এর এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর মনোজ চৌধুরী একদিনের সফরে হাইলাকান্দি আসেন বুধবার। তাঁরা হাসপাতাল পরিদর্শনে যান। জেলাশাসক রোহন কুমার ঝা-এর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় জেলার স্বাস্থ্য বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে তাঁরা। পর্যালোচনা বৈঠকে জানানো হয়, জেলায় কোভিড ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ দেওয়ার কাজ শেষ হলেও দ্বিতীয় ডোজ এখন পর্যন্ত ৭২ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে।

হিন্দু-মুসলিম, উঁচু-নীচু, দলিত -ব্রাহ্মণে কোনো ভেদ ছিল না ‘মা সারদার’

সুকমল দালাল

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের মতে, “মাতৃভাব সবচেয়ে শুদ্ধভাব।” সারদা দেবী ছিলেন সেই মাতৃভাবের প্রতিমূর্তি। সন্তানের জন্ম দিলেই যে জননী হওয়া যায় না, সত্তার নানা স্তর অতিক্রম করে “জননী” হয়ে উঠতে হয়। সন্তানের সার্বিক কল্যাণে শ্রীমা ছিলেন সদাতৎপর। ভক্ত সন্তানদের পথশ্রমের শ্রান্তি লাঘবের জন্য চা-পান করাতেন, গ্রাম ঘুরে ঘুরে দুধ সংগ্রহ করতেন। পছন্দ মনে রেখে সামান্য আতুড়ে পৌঁছে দিয়েছিলেন অতি যত্নে রান্না করা বলকারক ঝোল। দূরের ভক্তদের পথের খাবার বেঁধে দিয়েছিলেন, সঙ্গে দিয়েছিলেন খরচ বাঁচিয়ে জমানো চার পয়সা। রক্তের সম্পর্ক নয়, মাতৃভাবের টানেই সবাই আপন ছিল তার কাছে। এমনকী মুসলমান ডাকাত আমজাদ। তাকে এলাকাসুদ্ধ মানুষ যে শুধু ভয়ই করে তা নয়, মুসলমান হিসেবে একটু ঘৃণার চোখে দেখত। আমজাদের এটো নিজের হাতে মুছে দিয়েছিলেন সারদাদেবী। এমনই ছিল তাঁর সন্তান স্নেহ। তিনি কখনওই ভক্তের ডাকে সাড়া না দিয়ে থাকেননি। ভক্তদের সন্তানস্সেহে আপন করে নিতেন। নিজের মধ্যে প্রতিটি মানুষকে দেবতাজ্ঞানে গ্রহণ করতেন। তিনি সাড়া দিয়েছিলেন সবার ডাকে, এমনকী পশুপাখিদেরও সন্তানস্নেহে আপ্লুত করেছিলেন। সারদার কৃপালাভের জন্য মানুষ যখন ব্যাকুল, তাকে দেবী ভাবে পুজো দিতে আকুল, তিনি তখনও আর পাঁচজন সাধারণের মতো নিজেকে ভাবতেন। সব সময় নিজেকে আড়াল করে রাখতেন। যেন অতি সাধারণ এক পল্লিবাংলার নারী। জানা যায় একবার এক সহজ ভক্ত নিজেকে সংযত করে রাখতে না পেরে তাকে সরাসরি প্রশ্ন করেছিলেনত্ত “মা আপনি সাক্ষাৎ মা কালী?’ একেবারে চমকে উঠেছিলেন তিনি। এটা ওটা নানা কথা বলে প্রসঙ্গ বদলাতে চেয়েছিলেন। ও দিকে ভক্ত একেবারে নাছোড়। অনেকের মুখে এ প্রসঙ্গটি তিনি শুনেছিলেন, তাই এবার সরাসরি মাকে বলেই জানতে চেয়েছিলেন তার সত্যাসত্য। তিনি শেষ পর্যন্ত ধরা দিয়েছিলেন। তবে সেখানেও নিজেকে একটু রহস্যে টেকেছিলেন। নিরুত্তর থাকবেন, তা কী হয়? অবশেষে বলেছিলেন, “ওই, লোকে বলে কালী!” এ কথা বলেই দ্রুত প্রসঙ্গান্তরে চলে গিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাসঙ্গিনী হিসেবে সারদা দেবীর বিশেষ পরিচয়ের কথা আমরা সকলেই কমবেশি জানি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, তার সাধনপথে যথাযথ সহযোগিতা করেছিলেন মা সারদা। সংসারের মধ্যে তাকে (রোমকৃষ্ণদেবকে) আবদ্ধ রাখতে তিনি আসেননি, বরং “ঘত মত তত পথ”এর প্রবক্তা ঠাকুরকে সাধনভজনের চূড়ান্তস্তরে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে মা সারদা ছিলেন সদা নিবেদিতপ্রাণ। ভক্তদের উদ্দেশে তিনি বলতেন, “আমি আর কী উপদেশ দেব। ঠাকুরের কথা সব বইয়ে বেরিয়ে গিয়েছে।

তার একটা কথা ধারণা করে যদি চলতে পার, তো সব হয়ে যাবে।” পরম করুণাময়ী মা ছিলেন এমনই। ঠাকুরের প্রতি তার অসীম শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ভালবাসা থাকলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্যই বৃহত্তর স্বার্থে তিনি প্রতিবাদও করেছিলেন। রামকৃষ্ণকে রাতের বেলায় খাবার মা সারদা নিজেই হাতেই দিতেন। একদিন জনৈত স্বভাবচরিত্রে দুষ্ট মহিলা শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র সংস্পর্শে আসার বাসনায় তাঁকে বলেছিএলন, “মা দিন, আজ আমি ঠাকুরকে খাবার থালাটা পৌঁছে দিয়ে আসি।” মা সারদা সবই জানতেন তবু সেই থালাটা তুলে দিয়েছিলেন। এই ঘটনায় ওই মেয়েটার স্বভাব চরিত্রে দোষ আছে। ওর হাতে আমাকে খেতে দিলে? এই কথা শুনে মা সারদা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে নিয়ে আসব, কিন্তু আমায় মা বলে চাইলে আমি থাকতে পারব না। সকল মানুষের দুঃখকষ্ট তিনি অনুভব করতেন। মানুষের কষ্ট তীকে প্রচণ্ড পীড়া দিত। জানা যায় জমিদারের পীড়নের বিরুদ্ধে চাষির মেয়েদের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে প্রেরণা দিয়েছিলেন। খরার গ্রামবাসীদের তীব্র দুঃখ তাঁকে জর্জরিত করেছিল, বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তাঁর প্রাত্যহিক জীবন-ছন্দ। সন্তান অভুক্ত থাকলে ‘মা’ কি খেতে পারেন? শ্রী রামকৃষ্ণের ‘মাতৃভাষা’-এর দীপ্ত প্রকাশ ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। সঙ্ঘ জননী রূপেও শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তাঁর প্রার্থনা ছিল “তোমার নামে যাঁরা বেরুবে তাঁদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব যেন না হয়।” সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার পর স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, “শ্রী শ্রী মা আমাদের শুধু গুরুপত্নী নন ভাই, তিনিই রক্ষাকত্রী, পালনকারিনী, সঙঘজননী।”

ত্যাগীদের শৃঙ্খলায়-সংযমে-নির্দিষ্ট লক্ষ্য উত্তরণে নিয়মিত দুষ্ট দিয়ে তিনি উৎসাহিত করেছিলেন। সতর্ক ও শাসন করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশে বারাণসী’ ও “কিস্বলে” সেবার উদ্দেশ্যে হাসপাতাল হওয়ার সেবাকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। মায়াবতী আশ্রমে সাধনা নিয়ে দ্বন্দের নিরসন করে, “অদ্বৈত ভাবের সাধনা”কে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। “সঙঘজননী” রূপে বেলুড় মঠকে রক্ষা, করেছিলেন। তিনিই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন”কে নিষিদ্ধ ঘোষণা না করা হয়। সারদাদেবী জানিয়েছিলেন, ‘মা’ বলে যারা আসে তাদের সকলকেই তিনি আশ্রয় দেন। কে স্বদেশি, কে বিদেশি, তা তঁরজানা নেই।তঁর অপার মাতৃস্নেহে নানা জন নানা ভাবে ধন্য হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে বিপথগামী সেই ভয়ঙ্কর ডাকাতের কথা। অন্ধকার বিপদসঙ্কুল পথে মা একা হেঁটে যাচ্ছেন, এমন সময় হঠাৎ সেই ডাকাত তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিল, কে তুমি? প্রচণ্ড সাহসিনী মা সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন, আমি তোমার মেয়ে সারদা। তারপরের কাহিনী আমাদের সবার জানা। এইরকম শুধউ একজন বা দু’জন ডাকাত বা বিপথগামী মানুষ নয়, বহুশত মানুষকে তিনি ‘জীবনের মূল স্রোকে’ ফিরিয়ে এনেছিলেন। এ কারণেই তিনি ‘বিশ্বজননী’। মায়ের কৃপা ছিল অশেষ। পরিস্থিতির বিপাকে প্রতিকূল পরিবেশকে নিজরে অনুকূলে নিয়ে আসা, তার সঙ্গে মানিয়ে চলার কথা বলেছেন সারদা দেবী। স্বামী প্রশাসনন্দ যখন সান ফ্রান্সিসকো কেন্দ্রে যাচ্ছিলেন তখন আমেরিকার সমাজ পরিবেশ পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তামগ্ন তাঁর প্রতি মাতৃ আশীর্বাদ বর্ষিতক হয়েছিল এইভাবে যেখানে যেমন, সেখানে তেমন, যখন যেমন তখন তেমন যে যেমন তাকে তেমন। মায়ের বাণী থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া দরপকার যেন সব পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে আমরা চলতে পারি। সকল বিষয় থেকেই পরিত্রাণের উপায় মা সারদা বলে গেছেন। এই বিষয়ে সারদা দেবীর নির্বাসনার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, জগতের কেউ পর নয়। এই সকলের সঙেগ নিজেকে মিলিয়ে দেখা, আপন করে নেওয়াই প্রকৃত শিক্ষা। অদ্বৈতবাদের এই ধারণার মধ্য দিয়েই শিখিয়েছিলেন জাতপাত ও অর্থের ভদবৈষম্যের উর্ধ্বে ওঠা সম্ভব। অপরের দোষ নয়, দোষ দেখবে নিজের নিজ স্বভারের মূল্যায়ন ও পরিমার্জানাই আত্মগত সংকট থেকে আমাদের নিস্তার দিতে পারে। মা সারদা তাঁর ঐশীবোধ, অপার জ্ঞান ও অতলাপ্ত ভালবাসা ছড়িয়ে দিয়ে যে পথে সন্তানদের এগিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, আজও তা অনুসরণ ছাড়া আমাদের মুক্তি নেই।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

শতবর্ষে জলিমোহন কল

নিত্যানন্দ ঘোষ

করোনাকালে শতবর্ষ থেকে মাত্র তিন মাস নিয়ে গিয়েছিল। ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলনের কুশীলবদেলর মধ্যে তিনিও ছিলেন কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ জলিমোহন হল কলকাতায় এসেছিলেন উচ্চ শিক্ষালাভে। ইন্টারমিডিয়েট, বিএ দুটোই পড়েছিলেন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে, প্রথম শ্রেণিও লাভ, করেছিলেন। স্নাতকোত্তর (এমএ) ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছিলেন। পরিবারের সবাই যখন ধরে নিয়েছেন যে এরপর তিনি আইপিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পরাধীন ভারতে উচ্চপদে আসীন হয়ে চাকরিজীবন শুরু করবেন, সকলকে অবাক করে দিয়ে তিনি কমিউনিস্ট আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়লেন। ভলিদা ১৯৪১ সাল নাগাদ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিআই) সদস্যপদ লাভ করে সর্বক্ষণের কর্মী হয়ে ওঠেন। কলেজে পড়াকালীন তিনি বিতর্কসভায় যোগ দিয়ে যুক্তিজালে প্রতিপক্ষকে ঘায়েলও করেছেন। ধীর, স্থির, শান্ত, সহজ, সরল, বুদ্ধিদীপ্ত আচরণে আপেলের দেশের মানুষ জলিদার গাত্রবর্ণও ছিল টকটকে ফর্সা। কথাবার্তায় উত্তেজনার লেশমাত্রও থাকত না অথচ বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুক মিশ্রিত কথাবার্তায় সদা হাস্যময় মুখে সহজেই শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। বর্ণময় জীবনে সাম্যবাদ থেকে অধ্যাত্ববাদেও ঝুঁকেছিলেন কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সাম্যবাদে আস্থাশীল ছিলেন। ফ্যাসিবাদের বিপদ তাকে তার রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আশঙ্কিত করেছে। যৌবনে এই বিপদের মোকাবিলাও করেছেন।

জলিদার জন্মের শতবর্ষ পূরণ হল ২০২১-এর ২২ সেপ্টেম্বর। করোনার প্রথম ঢেউয়ে মধ্য কলকাতার এক হাসপাতালে ২৯ জুন ২০২০-তে তীর প্রয়াণ ঘটে। করোনা তীর প্রাণ কেড়ে নেয়নি। অন্য অসুস্থতায় তার প্রয়াণ হয় শতবর্ষে পড়তে ঠিক তিনমাস বাকি থাকতে। এই সময় তার মরদেহ দান করা হলো কলকাতা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। শত্বর্ষের দোরগোড়ায় পৌঁছুনো বিরল এই কমিউনিস্ট নেতার জীবনে ওঠাপড়া দেখলে যে কোনও চলচ্চিত্রকারের মনে হতেই পারে যে তার জীবন নিয়ে চমৎকার বায়োপিক করা যায়। বায়োপিক তো দূরের কথা, তাকে নিয়ে চর্চাও খুব বেশি হয়নি। অথচ তিনি চর্চা করার মতোই ব্যকতিত্ব। একমাত্র পাবলিক রিলেশনস (সোসাইটি অব ইন্ডিয়া কলকাতা চ্যাপ্টার তাকে স্মরণ করেছে। তিনি ছিলেন মেধাবী ছাত্র থেকে কমিউনিস্ট নেতা কাম কবি কাম কর্পোরেট সংস্থার জনসংযোগ আধিকারিক-কাম অর্থনীতি সংক্রান্ত পত্রিকার সম্পাদক কাম কলমজীবী কাম অধ্যত্ববাদে বিশ্বাসী। সর্বক্ষণ ঠোটে হাসি লাগা মানুষটি বলতেন-ত্ত আমরা কমিউনিস্টরা অনেক ভুল করেছি কিন্তু ভুল স্বীকার করার হিম্মত দেখাতে পারিনি। পার্টি নিষিদ্ধ থাকাকালীন তার জেলজীবন কেটেছে। জেলেই তার দেখা হয় পদাতিক কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে, যিনি তাকে বাংলা শিখিয়েছিলেন। হিন্দি, ইংরেজিতে তুখোড় হলেও বাংলা ভাষাটা সেভাবে জানতেন না। শিখেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে, পরে তাকে দেখে বোঝার উপায় ছিল না তিনি বাঙালি নন বলে। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৯৭৩ সালে আত্মজীবনীমূলক হাংরাস উপন্যাস লেখেন। বইটির দীর্ঘদিন মুদ্রণ বা সংস্কারণ ছিল না। দে’জ প্রকাশনা সংস্থার প্রথম সংস্করণ বেরোয় ১৯৯৪ সালে। জেলের ওয়ার্ডের কথা দিয়েই উপন্যাসের শুরু। জলিদা ছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বন্ধু। উপন্যাসে জলিদাকে চিত্রায়ন করেছেন বংশী নামে। বংশীকে নিয়ে উপন্যাসিক কী বলেছেন, একটু উল্লেখ করা যাক-ত্ত “ভরোশিলভ জানতে চাইলেন আট নম্বরের সব কমরেড ফিরেছে কিনা এবং অন্য ওয়ার্ডের কেউ আছে কিনা। এ পর্যন্ত হিসেবনিকেশ করার কতাটা কারও মনেই হয়নি। তা ছাড়া অন্ধকারের মধ্যে সবাইকে ঠিক দেখা যাচ্ছিল না। দেখা গেল, বাইরের কেউ এই ওয়ার্ডে আসেনি। কিন্তু দু’জন যে ফেরেনি, সেটা এতক্ষণে খবর নিতে গিয়ে ধরা পড়ল। ফেরেনি বংশী ও কাঞ্চন। বংশী আমার ভীষণ বন্ধু। আমরা একই সময় ছাত্র আন্দোলনে ছিলাম। লেখাপড়ায়, খেলাধুলায়, বিতর্কে, বক্তৃতায় বংশী ছিল চৌকস। ইচ্ছে করলেই নিজের ভবিষ্যৎকে ও গুছিয়ে নিতে পারত। তার বদলে এমএ পড়া ছেড়ে দিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন করতে চলে গেল। ধরা পড়ে জেলে এসেছে প্রায় দু’বছর। এখন অনর্গল বাংলাবলে। ওর কথা শুনে কে বলবে ও পাঞ্জাবির ছেলে।

তরাইয়ের চা-বাগানে শ্রমিক আন্দোলন করত কাঞ্চন। ভলিতে নেটে খেলে। লাফিয়ে শরীরটাকে সাপের মতো বেঁকিয়ে নেট ঘেঁষে ও যখন বল চাপে, সে বল তোলার কারও সাধ্য হয়না। আমরা সবাই ভয়ে কাঠ হয়ে আছি। এতক্ষণে মনে পড়ল, বাইরে গুলি চলেছিল। কারও কোনও বিপদ-আপদ হল না তো? মিনিট পাচেকের মধ্যে খবর এসে গেল। আমরা, এবহং সবচেয়ে বেশি আমিত্ত হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। বংশী আর কাঞ্চন দু’জনেই আছে চার নম্বরে। দু’জনেই ভাল আছে। বংশী ছিল একেবারে গেটের সামনে। বংশীর একটা পা প্লাস্টার করাত্তত এতক্ষণে মনে পড়ল। তার মানে, এতক্ষণ আমি শুধু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। এদিকে জেলসুদ্ধ সবাই জানে আমি বংশীর পরম বন্ধু। পরম বন্ধুই বটে। আসল খবর এল আরও আধঘন্টা পরে।

গুলিতে কয়েকজন মারা গেছে। কয়েকজন জখমও হয়েছে। ক’জন কী বৃত্তান্ত এখনও জানা যায়নি।” (হাংরাস’, পৃ. ১৪-১৫)। প্রাণের বন্ধুকে এভাবেই চিত্রায়িত করেছিলেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় তীর রাস’ উপন্যাসে। কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হয়ে ওঠার পর তিনি সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবব্রত বসুকে নিয়ে কলকাতা ইয়ুথ কালচারাল ইনস্টিটিউট গড়ে তোলেন, যে সংগঠনটি আইপিটিএ তৈরি হওএয়ার সূচনাকি। এই সময় হিন্দিতে তিনি বেশ কয়েকটি গানও লিখেছিলেন। গণনাট্য সংঘে গ্রাওয়াও হত। ছাত্র আন্দোলনে যখন সক্রিয় ছিলেন, বিতর্ক, বক্তৃতা এসব করতেন। সাংস্কৃতিক সংগঠন করার পর ট্রেড ইউনিয়ন যুক্ত হন। ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাস্ট ইউনিয়নের সম্পাদক ছিলেন জলিদা। পার্টির প্রভিলিয়াল কমিটি থেকে ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত পোর্ট ইউনিয়নের দেখভাল করতেন। আসলে জলিদা ছিলেন পোর্ট ট্রাস্ট এমপ্নয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের, সম্পাদক। সেই সময় জ্জ্জদিন ব্যাপী পোর্ট স্ট্রাইক হয় যার নেতৃত্ব প্রদান করে জলিদা। তখন শ্রমিকদের মাইনে ছিল টাকা। মাইনে বৃদ্ধি ও পেস্ট্রাকচার (বেতন কাঠামো) তৈরির দাবিতে জজ্জদিনের স্টইকে ৩০ হাজার শ্রমিক অংশ নিয়েছিলেন। ওই ধর্মঘটে শ্রমিকরা দাবি আদায়ে সমর্থ হয়। দেশ স্বাধীনতার প্রাক্কালে কলকাতায় হিন্দু মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষে বিভেদ সৃষ্টি করে। কলকাতায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা দোঙ্গা নাসংখ্যাগুরু দ্বারা সংখ্যালঘু নিধন) শুরু হয়ে যায় ১৯৪৬ সালের অভিশপ্ত দিনগুলিতে। জলিদা সেই সময় কলকাতার রাজপথে শ্রমিকদের নিয়ে মিছিল করছিলেন। যখনই শুনলেন সমগ্র কলকাতা সাম্প্রদায়িক হিংসার মহল্লায় মহল্লায় সংখ্যালঘুদের জীবন রক্ষায় নিয়োজিত হলেন। পোর্ট শ্রমিক মহল্লায় হিন্দু- মুসলিম এঁক্য বজায় রাখতে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে তুলতে ও এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে হিন্দু-মুসলিম শ্রমিকদের সঙ্গে নিয়ে এলাকা পাহারা দিয়েছেন। তার সান্নিধ্যে মাঝেমধ্যে কাটিয়ে এই সমস্ত উজল উদ্ধার করার সুযোগ হয়েছিল। তাছাড়া তিনি তার স্মৃতিলেখ (মেমোয়েরস) ইন সার্চ অফ এ বেটার ওয়ার্স-এ এসব লিপিবদ্ধ করেছেন। তীর স্মৃতিশক্তি ছিল অটুট। শুধু মাত্র খেই ধরিয়ে দেওয়ার অরেপক্ষা, স্মৃতির বাপি খুলে মণিমুক্তো ছড়িয়ে দিতেন অক্লেশে।

সাধারণ পার্টি কর্মী-সমর্থকদের যেমন তিনি অত্যন্ত কাছের মানুষ ছিলেন, একই সঙ্গে মুজাফফর আহমেদ, জ্যোতি বসু, হীরেন মুখার্জি, ইনরজিৎ গুপ্ত, সোমনাথ লাহিড়ী, ভূপেশ গুপ্ত সহ কমিউনিস্ট আন্দোলনের সর্বোচ্চ নেতৃত্বেরও কাছের মানুষ ছিলেন। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্রেরও কাছের মানুষ ছিলেন। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির ১৯৫৩ থেকে ১৯৬৩ সালের ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত তিনি কলকাতা জেলার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। অমৃতসরে অনুষ্ঠিত পঞ্চম পার্টি কংগ্রেসে। সে অর্থে প্রয়াণের আগে তিনিই ছিলেন অবিভক্ত সিপিআইয়ের শেষ নির্বাচিত জীবিত জাতীয় পরিষদের সদস্য, এ তথ্য জানিয়েছেন প্রবীণ সাংবাদিক ও একদা সিপিআই সদস্য বষীয়ান শঙ্করদা রোয়)। পার্টি জীবনে কারাবাস যেমন করেছেন, একই সঙ্গে দীর্ঘদিন গোপন জীবনও (আন্তারগ্রাউন্ড লাইফ) কাটিয়েছেন। সহধর্মিণী হিসেবে সহযোদ্ধা কিংবদন্তী মণিকুন্তলা সেনকে পেয়েছেন। গোপন জীবনে বছদিনই সহর্মিণীর থেকে দূরে থেকেছেন। গোপন পার্টি জীবনে এ এক অনুত বিড়ম্বনা। স্বজন, সুজন, প্রাণের মানুষদের থেকে, পিতামাতা থেকে কমিউনিস্টদের দূরে থাকতে হয়, সাধারণ মানুষের হয়ে কাজ করতে গিয়ে।

পার্টি নেতা হয়ে অন্য বিড়ম্বনাও মেনে নিতে হয়। তারই মুখে শোনা ১৯৫৩-র ট্রাম ধর্মঘটে ট্রাম শ্রমিকরা চাপিয়ে দেওয়া ধর্মঘট কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি। ট্রাম ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছিল এক পয়সা ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি প্রতিবাদ জানাতে। শ্রমিকরা এই ভাড়া বৃদ্ধির পক্ষে ছিলেন। পক্ষে থাকার কারণ তাদের মাইনে দীর্ঘদিন বৃদ্ধি হয়নি। তাদের ধারণা ছিল ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি পেলে তাদের মাইনে যেমন বৃদ্ধি পাবে একই সঙ্গে তাদের চাকরিরও নিরাপত্তা বজায় থাকবে। এই বিষয়টা সাধারণ শ্রমিকরা বুঝলেও পার্টি নেতৃত্ব বুঝতে ব্যর্থ হয়। ধর্মঘটের দিন খালি ট্রাম রাস্তায় বের হলে যাত্রী ওঠেনি কারণ ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে সেদিন ট্রাম পোড়ানো হয়েছিল। এইসব ঘটনা তিনি একাধিকবার শুনিয়েছেন।

কেন্দ্র করেও। এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিরেছিলেন, সোভিয়েত রাশিয়া অর্থাৎ সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ায় স্তালিনের মৃত্যুর পর ক্রুশ্চেভ সোভিয়েত পার্টির সম্পাদক হন। ক্রুশ্চেভের সিক্রেট স্পিচ আমেরিকার কাগজে বেরিয়ে যায়। তিনি স্তালিন সম্পর্কে বহু কিছু বলেছিলেন সেই গোপন কথাতে (সিক্রেট স্পিচ)। সেই সমস্ত কাগজপত্র ভারতবর্ষেও আসে। এতে নানারকম কথা বলা হয়েছিল। সেই সমস্ত নথি পার্টির হাতেও পৌঁছয়। সোভিয়েত পার্টির তরফে কংগ্রেস দলকে জাতীয় বুর্জোয়োদের দল বলা হয়। বলা হয় কমিউনিস্টরা এই দলের সঙ্গে সমঝোতা করতে পারে। যারা এই মতবাদের সমর্থক তাদের বলা হল জাতীয় ফ্রন্টের সমর্থক। অন্যরা খারা কংগ্রেস বিরোধী বা যাঁরা কংগ্রেসকে শত্রু ভাবেন তাদের বলা হল গেণতান্ত্রিক ফন্টের সমর্থক, এই প্রশ্নে পার্টি দ্বিধাবিভক্ত। অন্য এক প্রশেও পার্টির মধ্যে বিভাজন স্পষ্ট হল। সময়টা ১৯৬২-র চিন- ভারত যুদ্ধের। একদল বললেন, চিন আগে ভারত আক্রমণ করেছে। অন্যদল বললেন ভারত আক্রমণ করেছেআগে। এই চিন-ভারত যুদ্ধে একদল হলেন চিনপন্থী, অন্যদল চিন বিরোধী। দুই মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে পার্টিও দ্বিধাবিভক্ত হল। খাঁরা চিনপন্থী ছিলেন, ভারত সরকার তাদের চিহত গ্রেফতার করতে শুরু করল। কলকাতায় ঢোকে এবং কিছু পরে তারা বেরিয়ে যায় তাদের গ্রেফতার না করে। এরপর পুলিশ কলকাতার নানা স্থান থেকে এক এক করে চিনের সমর্থনকারী চিহ্নিত করে। পার্টির নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার শুরু করল। পুলিশ ইচ্ছে করে মিথ্যা কথা ছড়িয়ে দিল যে সেদিন রাতে পুলিশকে জলিদা-মণিদি চিনপন্থীদের নাম জানিয়ে দিয়েছেন। এক এক জায়গা থেকে একেকজনকে গ্রেফতার করার পর বলা হতে থাকল-ত্ত জলি ওর নামও দিয়ে দিয়েছে। অবিশ্বাসের এক বাতাবরণ তৈরি হল। এই বিড়ম্বনাতে পার্টি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন জলিদা। যে সমস্ত কর্মী-নেতা জলিদা-মণিদিকে চোখের মণি ভাবত তারা তাদের এড়িয়ে চলল। সাক্ষাতে কথা বলাও বন্ধ করে দিল। এসব কথা মণিদি লিখেছেন তার স্মৃতিলেখা বাংলাতে লেখা “সেদিনের কথা”তে। জলিদাও জলিদাকে বলেছেন একাধিকবার। শেষ পর্যন্ত তিনি ১৯৬৩-র ২১ জানুয়ারি পার্টি ছেড়ে দেন এবং দিল্লিতে চলে যান, মণিদি তখনও পার্টিতে ছিলেন। জলিদার পরের জীবন শুরু হয় ব্রিটিশ কোম্পানি ইন্ডিয়ান অক্সিজেন লিমিটেড-এর জনসংযোগের প্রধান হিসেবে। তাকে তার একদা পার্টির সহযোদ্ধা প্রশান্ত সান্যাল চাকরি পেতে সাহায্য করেছেন। তিনিও (সেখানে) চাকরি করতেন। এখানেও বিড়ম্বনার শেষ ছিল না। প্রাক্তন কমিউনিস্ট নেতাকে তারা অবিশ্বাস করত। কিন্তু রাজ্যসভার সদস্য ও কমিউনিস্ট নেতা ভূপেশ গুপ্তের হস্তক্ষেপে তিনি স্থায়ী হন সেখানে। চাকরি পাওয়ার আগে প্রচণ্ড আর্থিক কষ্টে তাদের জীবন নির্বাহ করতে হয়েছে। জনসংযোগে যুক্ত হয়ে এই বৃত্তিকে তিনি অন্য পৌঁছে দেন। ১৯৭৬ সালে পাবলিক রিলেশনস ইন ইন্ডিয়া’ বই লিখেছেন। প্রকাশক নয়া প্রকাশ”। টাটা স্টিল-এর জনসংযোগের প্রধান রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, যিনি বহু আড্ডায় মেতেছেন কাজের খাতিরে। জনসংযোগের অধ্যাপক, গ্রন্থকার, সম্পাদক ও প্রাবন্ধিক অলোককুমার স্মৃতিচারণে লিখেছেন- - জলিদার সঙ্গে তীর প্রথম পরিচয় ১৯৮২ সালে। পরে ১৯৯০ সালে হঠাৎই রাধাপ্রসাদ গুপ্তের বাড়িতে জলিদার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। অনজা সিমেন্ট কীভাবে বাঙালির সবচেয়ে বৃহৎশারদোৎসব দুর্গপুজো (সদ্য ইউনিস্কোর স্বীকৃতিতে হেরিটেজে স্থান পাওয়া) প্রমোট ও সমর্থন করতে পারে তা নিয়ে দু’জেনে আলোচনায় মগ্ন অধ্যাপক কুমার জানাচ্ছেন অম্বুজার সাহায্যে কীভাবে ওই উৎসবকে লন্ডন ও ব্রাজিলে সংঘটিত জাতীয় উৎসবের সমপর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায় অর্থাৎ আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করা যায়, তা নিয়ে জনসংযোগের দুই প্রবাদপুরুষ আলোচনায় ব্যস্ত। অর্থাৎ যে কাজই করতেন, তাতে ডেডিকেশন নিষ্ঠা থাকত একশ শতাংশ। ও আত্মত্যাগ ছিল অসাধারণ। জলিদা বিজনেস স্ট্যান্ড এ নিয়মিত এ থার্ড আই বিউ শিরোনামে ফিচার লিখতেন সঞ্জয় গুপ্ত নামে বা ছদ্মনামে। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজ-এর প্রারতন চেয়ারম্যান সীতারম শর্মা দু’রঙের একটি ইংরেজি ট্যাবলয়েড সাপ্তাহিক প্রকাশ করচেতন, তাতে জলিদা আল বারোনি পেন নামে ক্যারভাইন ই হায়াত শিরোনামে কলাম লিখতেন। নিখিল চক্রবর্তী প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান প্রেস এজেন্সিতেও জলিদা নিয়মিত লিখতেন। এটি ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। জলিদা নিয়ে ১৯৮০ সাল থেকে অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা ক্যাপিটাল সম্পাদনা করতেন যেখানে অদিতি রায় ঘটক শংকর রায় কাজ করেছেন। ইন্ডিয়ান অক্সিজেন থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি ক্যাপিটাল এ যোগ দেন। সীতারাম সর্দার অনুরোদে তিনি ওয়েস্ট বেঙ্গল ফেড অব ইট এন অ্যাসোসিয়েন (ওয়েবফুন) এর সহসভাপতি পদ অলঙ্কৃত করেছেন। ওয়েবফুনার হয়ে সীতারাম শর্মা, সৌগত রায়, তৎকালীন বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার অনিল মুখার্জির সঙ্গে বেলারুশু সফরে গিয়েছেন। সীতারাম শর্মা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী রামনিবাস মির্ধা, পশ্চিমবঙ্গের স্পিকার হাসিম আবদুল হালিম ও বিরোধী নেতা অতীশ এলেন, যে চিন ভারত আগ্রাসন করেছে বলে পার্টি ছেড়েছিলেন। জলিদা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন, আমার এতটুকুও দ্বিধা নেই বলতে যে, চিন সেসময় ভারত আক্রমণ করেছিল যা নিন্দনীয়” জলিদার জন্মদিনে (২২ সেপ্টেম্বর) ও কড়েয়া রোডের আবাসনে যেতাম। স্টেটসম্যান পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক সুনন্দ দত্ত রায়, বরুন দাসগুপ্ত, অধ্যাপক শোভনলাল দগুপ্ত, অরুণ ঘোষ, স্টেটসম্যান পত্রিকার জার্নালিজম স্কুলের দায়িত্বপ্রাপ্ত অদিতি রায় ঘটক, মণিদির দিদির পুত্র রানাদা ও তার স্ত্রী, মূল্যায়ন পত্রিকার তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, শংকর রায়, মালবিকা চট্টোপাধ্যায়, তমোনাশ ভট্টাচার্য (ডাক্তার)ও এই প্রতিবেদক সহ বহু গুণী মানুষ তাকে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা জানাতে সমাবেশিত হতাম। শেষ জীবনে অধ্যাত্ববাদে ঝুঁকেছিলেন জলিদা। **(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)**

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বরফের চাদরে মুড়েছে গোটা দার্জিলিং, খুশি পর্যটকেরা

দার্জিলিং, ২৯ ডিসেম্বর (হি. স.) : সাদা বরফের চাদরে মুড়ে গিয়েছে গোটা দার্জিলিং। ঘুম ও টাইগার হিল এলাকায় সাদা বরফের মেলা। ঝিরিঝিরি তুষারপাতে কনকনে ঠান্ডা উপভোগ করছেন পর্যটকরা।

সান্দাকফু ও চটকপুরে তুষারপাত হওয়ায় বরফের সাদা চাদরে মুড়েছে শৈলশহর। মূলত পশ্চিমিঝঞ্ঝার জন্যই এই তুষারপাত হয়েছে শৈল্যশহরে। দক্ষিণবঙ্গে যখন ঘূর্ণাবর্ত ও পূবালি হাওয়ার দাপটে মেঘাচ্ছন্ন ও বৃষ্টির ভ্রূকুটি ঠিক তখনই উত্তরবঙ্গ কাঁপছে ঠাণ্ডায়। হু হু করে কমছে পারদ। দার্জিলিং-এ বুধবার তাপমাত্রা ৩.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। হাড় হিম করা ঠাণ্ডায় কাঁপছে গোটা শৈল্য শহর।

বুধবার সকাল থেকেই বিশ্বের অন্যতম সূর্যোদয়ের স্থান টাইগার হিলে শুরু হয়েছে তুষারপাত। সূর্যোদয় দেখতে প্রচুর পর্যটক ভিড় জমিয়েছিলেন ঠিক তখনই সাদা বরফে মোড়া এলাকা দেখে মুগ্ধ পর্যটকেরা। পশ্চিমঝঞ্ঝার জন্য ওই এলাকায় লাগাতার তুষারপাত চলছে। তাই সাদা বরফে ঢেকে গিয়েছে সর্বত্র। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

করোনায় আক্রান্ত অভিনেতা হিউ জ্যাকম্যান

নিউইয়র্ক, ২৯ ডিসেম্বর (হি. স.) : করোনায় আক্রান্ত হলেন হলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা হিউ জ্যাকম্যান। সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে এক ভিডিও বার্তায় নিজেই খবরটি জানিয়েছেন অভিনেতা।

ইনস্টাগ্রামে অভিনেতা জানিয়েছেন, 'আপনাদের জানাতে চাই যে আমি কোভিড পজেটিভ। আমার ঠাণ্ডা লেগেছে, গলায় অস্বস্তি রয়েছে। তবে আমি ভালো আছি। সব কিছুই করতে পারছি। আশা করছি আমি দ্রুত সুস্থ হয়ে স্টেজে ফিরব।' অভিনেতা করোনায় আক্রান্ত হওয়ায় তাঁর সব শো বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। যারা অগ্রিম টিকেট কিনে রেখেছিলেন তাদের টাকা ফেরত দিয়ে দেওয়া হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

দিল্লিতে ওমিক্রন-আক্রান্ত কোনও রোগীর অক্সিজেন প্রয়োজন হয়নি : সত্যেন্দ্র জৈন

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.): দিল্লিতে ওমিক্রন-আক্রান্ত কোনও রোগীর এখনও পর্যন্ত অক্সিজেন সাপোর্টের প্রয়োজন হয়নি, জানালেন দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন। একইসঙ্গে দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, অধিকাংশ ওমিক্রন আক্রান্তের হদিশ মিলেছে বিমানবন্দরেই, আন্তর্জাতিক বিমান আসার কারণেই ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে।

ভারতে বুধবার সকাল পর্যন্ত ওমিক্রনে মোট আক্রান্ত হয়েছেন ৭৮১ জন, আক্রান্তের নিরিখে শীর্ষে দিল্লি। দিল্লিতে সংক্রমিত ২৩৮ জন। বুধবার দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত ওমিক্রন সংক্রমিত কোনও রোগীর অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়নি দিল্লিতে। আন্তর্জাতিক বিমান আসার কারণেই বেড়েছে আক্রান্তের সংখ্যা।

৫.৭ তীব্রতার ভূমিকম্প গ্রিসের ক্রিটে, মিশরীয় শহরে কম্পন অনুভূত

এথেন্স, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.): জোরালো তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল গ্রিসের ক্রিট দ্বীপপুঞ্জে, রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৫.৭। বুধবার তীব্র ভূকম্পন টের পাওয়া গিয়েছে মিশরীয় শহরেও। ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি অথবা হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। বহু মানুষ জোরালো ভূকম্পন টের পেয়েছেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকেই লেখেন, 'আমি অনুভব করেছি', 'ওহ মাই গড!' প্রভৃতি।

প্রথমে জানানো হয়েছিল, ভূমিকম্পের তীব্রতা ৬.১, পরে জানানো হয় ৬.১ নয় ভূমিকম্পের তীব্রতা ৫.৭। ভূপৃষ্ঠের ৮০ কিলোমিটার গভীরে ছিল ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র। প্রশাসন জানিয়েছে, ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত বেশি থাকা সত্ত্বেও ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

কাছাড়ের গুমড়া পাথর কোয়ারি থেকে বেআইনিভাবে প্রতিদিন সারারাত ব্যাপী শতাধিক ট্রাকে চলছে পাথর পাচার

গুমড়া (অসম), ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : কাছাড় জেলার অন্তর্গত কালাইন ফরেস্ট এলাকাধীন গুমড়া কোয়ারির টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি। এর আগেই প্রতিরাতে পাথর বোঝাই শতাধিক গাড়ি পাচারে তৎপর হয়ে উঠেছে মাফিয়াচক্র। বন বিভাগের আধিকারিকদের ম্যানেজ করেই নাকি প্রতিরাতে শতাধিক পাথরবাহী বিভিন্ন মডেলের ট্রাক বেরিয়ে যাচ্ছে গুমড়া পার্ট টু কোয়ারি থেকে।

অভিযোগ, বর্তমান বিজেপি সরকারের আমলে স্থানীয় হিন্দু ব্যবসায়ীদের বঞ্চিত করে সন্দেহজনক ব্যক্তিদের অনুকূলে গুমড়া পাথর কোয়ারির টেন্ডার সেটেল করা হচ্ছে। এতে ক্ষোভের পারদ চড়ছে। তাই সমাজে ন্যাক্কারজনক ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকলে নাকি বিজেপি সরকারের তরফ থেকে বিশেষ উপহার পাওয়া যায় বলে খেদ ব্যক্ত করেছেন স্থানীয় সমাজ সচেতন ব্যক্তিরা।

উল্লেখ্য, গুমড়া পার্ট টু পাথর কোয়ারি ২০১৪ সালে তরুণ গগৈ নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারের আমলে টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছিল। কিন্তু নানা কারণে তখন টেন্ডার সেটেল করা হয়নি। কানু ভট্টাচার্যের নির্মম হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত বহুচর্চিত ব্যক্তিদের নাকি পাথর কোয়ারির টেন্ডার প্রদানের মাধ্যমে তোষণ নীতি পালন করছে বর্তমান বিজেপি সরকার, এ নিয়ে ক্ষোভ ধুমায়িত হচ্ছে এলাকায়। আশ্চর্যজনক বিষয় হচ্ছে, ১৯৯২ সালে কালাইনের বিশিষ্ট হিন্দুত্ববাদী নেতা তথা অবিভক্ত কাটিগড়া মণ্ডল বিজেপি সভাপতি জগন্ময় ভট্টাচার্যের (কানু) লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিরা নাকি বন বিভাগের পাথর ও বালু ব্যবসায় বর্তমানে অধিক সুবিধা ভোগ করতে সক্ষম হচ্ছেন।

বন বিভাগের করিমগঞ্জ ডিভিশনের অধীনস্থ কালাইন ফরেস্ট রেঞ্জের গুমড়া পার্ট-টু পাথর কোয়ারি থেকে প্রতিরাতে বেআইনিভাবে ৪০৭টি ট্রাক, ডিআই ক্যারিয়ার, ম্যাজিক মিনিট্রাক, বলেরো পিকআপ মিনিট্রাক, ট্র্যাক্টর প্রভৃতি গাড়ি দিয়ে দেদার পাথর পাচার অভিযান চলছে। টেন্ডার প্রক্রিয়া রফিক উদ্দিনের অনুকূলে রয়েছে। একশো থেকে দেড়শো গাড়ি পাথর পাচারে তৎপর হয়ে উঠেছেন স্বঘোষিত মহালদার রফিক আহমেদের লোকজন। গুমড়া পার্ট-টু পাথর কোয়ারির টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার আগেই প্রতিরাতে পাথর বোঝাই শতাধিক গাড়ি পাচারে তৎপর মাফিয়াচক্র। বন আধিকারিকের রহস্যজনক ভূমিকায় ক্ষোভ বাড়ছে সচেতন মহলে। এদিকে বিভাগীয় সূত্রে জানা গেছে, কালাইনের পাথর ব্যবসায়ী রফিক উদ্দিন ওই কোয়ারির টেন্ডার পেয়েছেন। কিন্তু বিভাগীয় তরফে এ পর্যন্ত কোয়ারির সীমানা নির্ধারণ করে কোয়ারি মহালের পজেশন মহালদারকে হস্তান্তর করা হয়নি। কিন্তু মহাল নিজের অনুকূলে আসছে জানতে পেরেই কিস্তির সংশ্লিষ্ট অর্থ ৫/৬ দিন আগে জমা করেছেনমাত্র বলে সূত্রের খবর। টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার আগেই গত ১৫ দিন থেকে সমস্ত রাতব্যাপী দেড় শতাধিক গাড়ি পাথর বোঝাই করে বের করছেন রফিক উদ্দিনের সাঙ্গোপাঙ্গরা।

জানা গেছে প্রতিটি গাড়ি থেকে রফিক উদ্দিনের মানুষরা টাকাও সংগ্রহ করছেন। রাতের অন্ধকার নামতেই জেসিবি দিয়ে কোয়ারিতে খোদাই করে পাথর সংগ্রহ করে রাতভর গাড়ি বোঝাই করে পাথর পাচার অভিযান তুঙ্গে উঠেছে গুমড়া পার্ট-টু কোয়ারিতে। অথচ সরকারি নিয়মানুসারে পাথর কোয়ারিতে ট্রাক প্রবেশের আগে গাড়ির রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, চালকের ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রভৃতি আনুষঙ্গিক নথি ইন্টারনেটে আপলোড করে অনলাইন চালান বের করতে হয়। কিন্তু গুমড়া পাথর কোয়ারির ক্ষেত্রে এ সব নিয়মের বালাই নেই। এখানে জেসিবি এসকেকেভেটর দিয়ে নদীতে জবরদস্তি খোদাই করে প্রাকৃতিক ধর্ষণ (রেফ অব ন্যাচার) কার্য অব্যাহত রেখে অবৈধভাবে পাথর উত্তোলন প্রক্রিয়া চলছে।

যার ফলে নদীর স্বাভাবিক গতিপথ বিপথগামী হচ্ছে। সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে, কালাইন ফরেস্ট রেঞ্জের আওতাধীন গুমড়া, বলেশ্বর, লক্ষ্মীছড়া, কালাইন, নুনছুড়ি, হারাং প্রতিটি পাথর কোয়ারি বড়াইল পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। প্রশ্ন উঠেছে, বড়াইল অভয়ারণ্যের ইকো সেনসেটিভ জোনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত প্রতিটি নদীতে মাত্রাতিরিক্তভাবে পাথর উত্তোলনের অনুমতি দেওয়া হয় কীভাবে? স্পর্শকাতর এই বিষয়টি ভাবিয়ে তুলেছে প্রকৃতিপ্রেমী তথা সচেতন জনগণকে। এভাবে সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে মহালদার বেআইনিভাবে কোয়ারির পজেশন পাওয়ার আগেই বেপরোয়াভাবে প্রতিরাতে পাথর পাচারে লিপ্ত হয়ে উঠেছেন। নদীতে জেসিবি দিয়ে জবরদস্তি খোদাই করে পাথর সংগ্রহের ফলে নদীর গতিপথ হারাতে চলছে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্টের পাশাপাশি নদীর উভয় তীরে ভয়ঙ্কর ভাঙনের সৃষ্টি হওয়ার প্রবল আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

সরকারি নিয়মে বলা হয়েছে, সন্ধ্যার পর কোয়ারিতে কোনও রকমের গাড়ি বা ট্রাক প্রবেশ করতে পারবে ন। কিন্তু গুমড়া নদীর পার্ট-টু কোয়ারিতে সন্ধ্যার সাথে সাথে সারিবদ্ধভাবে ছোট বড় অসংখ্য ট্রাক নদীতে প্রবেশ করে সারারাত পাথর সংগ্রহ করে থাকে। এত সবের পরও বন বিভাগের আধিকারিকরা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছেন। সবকিছু দেখেও রহস্যজনক কারণে না দেখার অভিনয় করছেন স্থানীয় বন আধিকারিকরা।

বন বিভাগের সূত্রে জানা গেছে, এক দুদিনের মধ্যে গুমড়া পার্ট টু কোয়ারির সীমানা মাপজোঁক করে মহালদারের কাছে সমজে দেওয়া হবে। ততক্ষণে গত পনেরো দিনের দেদার পাথর পাচার অভিযানের মাধ্যমে কয়েক লক্ষ টাকার রাজস্ব হারাতে হয়েছে বন বিভাগকে বলে উদ্বেগ ব্যক্ত করেছেন এলাকার সচেতন নাগরিক তথা একাংশ ব্যবসায়ীরা। টেন্ডার বঞ্চিত একাংশ পাথর ব্যবসায়ীর অভিযোগ, এখন পর্যন্ত বন বিভাগ থেকে মহালের সীমানা মাপজোঁক করে টেন্ডারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কোয়ারি হস্তান্তর করা হয়নি। কিন্তু সূচনালগ্নে তীব্র গতিতে পাথর পাচারে তৎপর হয়ে উঠেছে মহালদারের সিন্ডিক্যাটচক্র।

কোভিড পজিটিভ অর্জুন কাপুর আক্রান্ত দুই বোন অনশূলা-রিয়াও

মুম্বই, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স) : ফের একবার কোভিডের থাবা বলিউডে। কিছুদিন আগেই করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন করিনা কাপুর খান, অমৃতা আরোরারা। এবার জানা গিয়েছে, কোভিড আক্রান্ত অর্জুন কাপুর, অনশূলা কাপুর, রিয়া কাপুর এবং করণ বুলানি। আপাতত যা জানা গিয়েছে তাঁরা প্রত্যেকেই কোয়ারানটিনে রয়েছেন। করোনা বিধি মেনে চলছেন। তবে দু'দিন আগেই করিশ্মা কাপুরের হাউস পার্টিতে মালাইকা আরোরার সঙ্গে গিয়েছিলেন অর্জুন। আপাতত চলছে তাঁদের কনট্যাক্ট ট্রেসিং। তবে এখনও পর্যন্ত অর্জুনের থেকে কোনও কনফারমেশন পাওয়া যায়নি। তবে ইনস্টাগ্রামে নিজের

কোভিড পজিটিভ হওয়ার খবর পোস্ট করেছেন রিয়া কাপুর।

এই প্রথম নয়। এর আগেও একবার করোনা আক্রান্ত হয়েছেন অর্জুন কাপুর। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কোভিড পজিটিভ হয়েছিলেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিনেতা নিজেই করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর জানিয়েছিলেন। সঙ্গে এও জানিয়েছেন, তাঁর শরীরে করোনার কোনও উপসর্গ নেই এবং ভালো আছেন। চিকিৎসকের পরামর্শে হোম কোয়ারিনটিনে ছিলেন। ইনস্টাগ্রামে অর্জুন কাপুর একটি পোস্ট করেন। তিনি লিখেছেন, ''টেস্টে আমার করোনা ধরা পড়েছে। আমি উপসর্গহীন এবং মোটামুটি ভালো আছি। চিকিৎসক এবং কর্তৃপক্ষের পরামর্শ অনুসারে বাড়িতে নিজেকে আইসোলেট করেছি এবং হোম কোয়ারিনটিনে থাকব। করোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবর আপনাদের জানানো আমার কর্তব্য।'' এর থেকেই স্পষ্ট, একবার কোভিড আক্রান্ত হয়ে, কোভিড ভ্যাকসিনের দুটি ডোজ নিয়েও এই মারণ ভাইরাসের হাত থেকে কোনও নিস্তার নেই।

অতিরিক্ত ভিড়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে করিমগঞ্জের পঞ্চাশোর্ধ এক মহিলার চলন্ত ট্রেনে মৃত্যু, দায়ী রেল কর্তৃপক্ষ, অভিযোগ

করিমগঞ্জ (অসম), ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : রেলযাত্রীদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যতই স্বাচ্ছন্দ্য প্রদানের বড়াই করুক না-কেন, বাস্তব চিত্র কিন্তু ভিন্ন। চলতি মাসের ২২ তারিখ অতিরিক্ত ভিড়ের দরুন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পঞ্চাশোর্ধ এক মহিলার চলন্ত ট্রেনের ভিতরে মৃত্যুর ঘটনায় রেল কর্তৃপক্ষের গাফিলতি এবং চরম অব্যবস্থার করুণ দৃশ্য চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

মৃত মহিলার পুত্র সৌরভ দেব বিষয়টি নিয়ে ঘটনার দিনই লামডিং স্টেশনে রেল কর্তৃপক্ষকে দায়ী করে মায়ের মৃত্যু সম্পর্কে অভিযোগ করে তদন্তের দাবি জানিয়েছিলেন। কিন্তু ঘটনার সপ্তাহদিন পরও রেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনও ধরনের সহযোগিতা না পেয়ে মাতৃহারা সৌরভ সংবাদ মাধ্যমের সামনে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সৌরভ বলেন, কোলের শিশুকন্যার চিকিৎসার জন্য স্ত্রী ও মাকে নিয়ে গুয়াহাটির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছিলেন। বদরপুর থেকে ট্রেনে চাপেন তাঁরা। কনফার্ম রিজার্ভেশন টিকিট থাকা সত্ত্বেও ট্রেনে বসার জায়গা ছিল না। কামরার ভিতরে প্রচণ্ড ভিড় থাকায় চরম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় তাঁদের।

টিটিই-র কাছে অন্যান্য যাত্রী সহ তিনিও বারবার অভিযোগ জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। কামরার ভিতরে মাত্রাতিরিক্ত ভিড়ের দরুন শুরু থেকেই মায়ের শ্বাসকষ্ট হতে থাকে বলে জানান মাতৃহারা সৌরভ। রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেও কোনও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ করেন তিনি। মায়ের শ্বাসকষ্ট একসময় চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে। নির্বাক দর্শক হয়ে মায়ের কষ্ট প্রত্যক্ষ করা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না বলে সংবাদ মাধ্যমের সামনে হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকেন হতভাগা সৌরভ। মায়ের মৃত্যুর করুণ কাহিনীর বর্ণনা করতে গিয়ে বাগরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। মা হারানোর বেদনা বুকে পাথর চাপা দিয়ে সৌরভ বলেন, লামডিং স্টেশনে পৌঁছার আগেই মা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। এ নিয়ে অন্যান্য যাত্রী সহযোগে লামডিং স্টেশন কর্তৃপক্ষের কাছে মায়ের মৃত্যুর তদন্তের দাবি জানিয়ে অভিযোগ জানিয়েছিলাম। কিন্তু ঘটনার এক সপ্তাহ পেরিয়ে যাওয়ার পরও রেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনও ধরনের সহমর্মিতা পাননি বলে তীব্র ক্ষোভ উগড়ে দেন সৌরভ।

রিজার্ভেশন টিকিট থাকা সত্ত্বেও সেদিন কামরায় শতশত যাত্রীর ভিড় হওয়ায় ট্রেনের ভিতরে চলাফেরা করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। বিষয়টি নিয়ে বারকয়েক অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও রেল কর্তৃপক্ষ কোনও ধরনের বিহীত ব্যবস্থা নেননি। শেষপর্যন্ত রাত আনুমানিক দুটা নাগাদ বিনা চিকিৎসায় মাকে বেঘোরে প্রাণ হারাতে হয়। বলেন, গাড়িতে মাত্রাতিরিক্ত ভিড়ের ফলে শ্বাস নিতে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছিল অন্য যাত্রীদেরও। ভিড়ের জন্য মাকে শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য ছটফট করতে দেখেছি। মায়ের এই করুণ অবস্থা দেখে অন্যান্য সহযাত্রীরাও প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। ভোরের দিকে ট্রেন লামডিং রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছার পর, এই ঘটনা নিয়ে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেন সহযাত্রীরাও। কিন্তু রেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ন্যূনতম সহযোগিতা পাননি বলেও জানান মাতৃহারা পুত্র সৌরভ। রেল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে হয়-তো, মাকে এভাবে বেঘোরে প্রাণ হারাতে হতো না বলে আক্ষেপ করেন তিনি। তাই এই বিষয়টির তদন্তের দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন মাতৃহারা পুত্র সৌরভ। তিনি বলেন, মাকে ফিরে পাব না এটা ঠিক, কিন্তু এ ধরনের ঘটনা যাতে আর কোনও ছেলের সাথে না ঘটে, তার জন্য রেল কর্তৃপক্ষের কাছে তদন্তের দাবি জানাচ্ছি। মায়ের মৃত্যুর জন্য কে দায়ী? সেটা পরিষ্কার হওয়া দরকার। কেবলমাত্র রেল কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত গাফিলতির জন্যই মাকে অকালে প্রাণ হারাতে হয়েছে বলে দাবি সৌরভের।

হিমায়িত ঠাণ্ডা, তুষারপাত হচ্ছে, পরিস্থিতির খোঁজ নিয়ে অরুণাচলের তাওয়াঙে পর্যটকদের যেতে পরামর্শ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেনের

ইটানগর, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : হিমায়িত ঠাণ্ডা পড়েছে। তুষারপাতও হচ্ছে। তাই পরিস্থিতির খোঁজ নিয়ে অরুণাচলের তাওয়াঙে পর্যটকদের যেতে পরামর্শ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় আইন ও ন্যায়মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা পশ্চিম অরুণাচল প্রদেশের সাংসদ বলেছেন, বৈশাখী, সেলাপাস, নুরানঙে প্রবল তুষারপাত হচ্ছে। ওই সব অঞ্চলে তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে এসেছে। তাই পর্যটকদের সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে ওই সব অঞ্চলে যেতে এবং যাঁরা অবস্থান করছেন, তাঁদের সেখান থেকে সরে যেতে অনুরোধ করেছেন।

প্রসঙ্গত, কিরেন রিজিজু দুদিন আগে একটি ভিডিও শেয়ার করেছিলেন। ওই ভিডিওয় তাঁকে ভারী তুষারপাতের মধ্যে আটকে পড়া গাড়িকে সাহায্য করতে দেখা গেছে। ওই টুইট দেখে কয়েকজন নেটিজেন মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে শুরু করেন, অরুণাচল প্রদেশে ভ্রমণ করা নিরাপদ কিনা, দর্শনার্থী বা পর্যটকদের জন্য আরোপিত কোনও বিধিনিষেধ রয়েছে কিনা। এঁদের মধ্যে জনৈক আশিস সিংভি ভারতীয় মন্ত্রীকে ট্যাগ করে লিখেছেন, 'ডিয়ার স্যার, যা-ই হোক না-কেন, আমি অরুণাচলের যাওয়ার জন্য অনেক আগে টিকিট বুক করে রেখেছি। কোনও বিধিনিষেধ আরোপ করবেন না স্যার। মরেগা তো মরেগা, লেকিন ট্রিপ বাতিল নাই হোগা।' প্রায় এ রকম ভাষ্য আরও কয়েকজন ট্যুরিস্টের ট্যুইটার হ্যান্ডলে দেখা গেছে।

আজ বুধবার উদ্বিগ্ন ও ভ্রমণ-পিপাসু পর্যটকদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রী রিজিজু তুষারাবৃত এলাকায় তাঁর কয়েকটি রোমাঞ্চকর স্টিল ফটো এবং ভিডিও ফের আপলোড করে তাঁর ট্যুইটার হ্যান্ডলে লিখেছেন, 'আপনারা মরবেন না, সতর্ক থাকতে বলেছি। আপনাদের সকলকে অরুণাচলে উষ্ণ স্বাগত জানাই।'

আরেক নেটিজেনকে অভয়বাণী দিয়ে মন্ত্রী লিখেছেন, 'চিন্তা করো না ভাই, তুমি মরবে না। মজা করুন, তবে সাবধানে। আপনারা অরুণাচল প্রদেশের মনোরম দৃশ্য ও আবহাওয়া প্রাণভরে উপভোগ করুন। আমি শুধু সবার নিরাপত্তার জন্য পরামর্শ দিচ্ছি।' আবার তিনি লিখেছেন, ভাই সব, আমি সবাইকে প্রাকৃতিক সুন্দরে ভরপুর অরুণাচল প্রদেশ দেখার জন্য উষ্ণ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। শুধু সতর্ক হোন, কারণ সমতল এলাকার অনেক মানুষ তুষার, জমাট ঠাণ্ডা, কম অক্সিজেন এবং বরফাবৃত রাস্তার পিচ্ছিল অবস্থা সম্পর্কে সচেতন নন। কিন্তু সঠিকভাবে সতর্কতা অবলম্বন করলে ভিজিটটা মজারই হবে!!' সর্বশেষ ট্যুইটে মন্ত্রী রিজিজু লিখেছেন, 'ভারতীয় সেনাবাহিনী সবসময় কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলায় নিয়োজিত। তাঁরা যে কোনও আপৎকালীন পরিস্থিতিতে ভুক্তভোগী দুর্গত মানুষকে সাহায্য করছেন।' প্রসঙ্গত, রাজ্যের হিমায়িত ঠাণ্ডা পরিস্থিতি সম্পর্কে শুধুমাত্র সমতল অঞ্চলের পর্যটকদের সচেতন হওয়া উচিত বলে ট্যুইট করে সতর্ক করেছিলেন মন্ত্রী। পাহাড়-পর্বত দেখার জন্য একটি দুর্দান্ত জায়গা, বিশেষ করে যখন সেখানে তুষারপাত হয়। এই মুহূর্তে, অরুণাচল প্রদেশের কিছু কিছু জায়গায় তুষারপাত হচ্ছে। এমতাবস্থায় বিপুল সংখ্যক পর্যটক রাজ্যে এসে ভিড় করেছেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, চিন সীমান্তবর্তী অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াং পর্যটন ক্ষেত্রে এই মরশুমে প্রথম তুষারপাত হয়েছিল গত ২২ ডিসেম্বর। এদিন তাওয়াং এলাকায় তাপমাত্রা ছিল .২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে প্রবল তুষারপাত পর্যটকদের বেজায় আনন্দ দিয়েছে। প্রতি বছর গোটা তাওয়াং বরফে সাদা হয়ে যায়। পর্যটকরা এই সব দৃশ্য দেখতে রাস্তায় এবং উপত্যকায় ভিড় জমান। এবারও এর ব্যতিক্রম হয়নি, প্রবল তুষারপাতের ফলে বহু যানবাহন রাস্তায় আটকে পড়েছে বলে জানা গেছে।

কর্মবিরতির সিদ্ধান্তে অনড় আবাসিক চিকিৎসকেরা, শামিল কস্তুরবা, হিন্দু রাও হাসপাতালের ডাক্তাররা

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স) : দিল্লি পুলিসের একাংশের আচরণের কারণে চিকিৎসকদের কাছে দুঃখপ্রকাশ করেন খোদ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী। ডাক্তারদের কর্মবিরতি প্রত্যাহার ও পুনরায় কাজে যোগ দেওয়ার আর্জি জানান। কিন্তু কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সেই আর্জিতে সাড়া না দিয়ে কর্মবিরতির সিদ্ধান্তে অনড় থাকল চিকিৎসকদের সংগঠন ফরডা। বুধবার সকাল ৮টা থেকে গোটা দেশে কর্মবিরতির ডাক দিয়েছে তারা। দিল্লির হিন্দু রাও ও কস্তুরবা হাসপাতালের আবাসিক ডাক্তাররা এই আন্দোলনে শামিল হয়েছেন।

বুধবারও কর্মবিরতি থাকায় স্বাস্থ্য পরিষেবায় এর প্রভাব পড়বে। দুর্ভোগ বাড়বে রোগীদের। আবাসিক ডাক্তারদের সংগঠনের তরফে হিন্দু রাও হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারকে চিঠি দিয়ে এই কর্মবিরতির কথা জানানো হয়েছে। চিঠিতে বলা হয়েছে, আবাসিক চিকিৎসকেরা ছাড়াও ইনটার্নরা বুধবার কর্মবিরতি পালন করবেন। ফলে জরুরি বিভাগেও এ দিন তাঁরা পরিষেবা দেবেন না। কস্তুরবা হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসকদের তরফেও একই ধরনের একটি চিঠি দিয়ে কর্মবিরতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। কর্মবিরতিতে শামিল দিল্লির সফদরজং হাসপাতালও।

উদয়পুরে স্কুলের রান্না ঘরে উদ্ধার মিড-ডে-মিলের অরগাইজারের মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৯ ডিসেম্বর।। উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত জগন্নাথ দিঘির উত্তর পূর্ব পাড়ে অবস্থিত ভগ্নি নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের (পূর্বতন উদয়পুর বালিকা বিদ্যালয় বা গার্লস স্কুল) মিড ডে মিলের রান্না ঘরে (কিচেন রুমে) মিড ডে মিলের অরগানাইজারের মৃত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা উদয়পুর শহর ও শহরতলি এলাকায়। মৃত অরগানাইজারের নাম অসীম চক্রবর্তী। বয়স ৫৭ বৎসর। বাড়ি ভগ্নি নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায়, পুর পরিষদের ৩নং ওয়ার্ডে। আজ সকাল সাড়ে এগারোটায় স্ত্রী সহ বাড়ি থেকে বেরিয়ে কর্মস্থল ভগ্নি নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের মিড ডে মিল রুমে আসেন। দুপুর সাড়ে বারোটার সময় আগরতলা থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া একমাত্র ছেলে বাড়ি আসলে মোবাইল ফোনে বাবা ও ছেলের কথা হয়। দুপুর সাড়ে বারোটায় ভগ্নি নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের ক্যান্টিন থেকে চা খেয়েছেন। প্রতিদিন বিকাল সাড়ে তিনটার দিকে দুপুরে খাওয়ার জন্য বাড়ি আসেন। আজ ঐ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও যখন দুপুরের খাবারের জন্য বাড়ি আসেন নি ,তখন স্ত্রী ও পুত্র মিলে মোবাইলে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। মোবাইল সুইষ্টঅফ দেখাচ্ছিলো। সন্ধ্যা নেমে আসায় স্ত্রী ও পুত্র মিলে খোঁজতে খোঁজতে ভগ্নি নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ে আসেন এবং স্থানীয়দের সাহায্যে মিড ডে মিল রুমে প্রবেশ করে প্রয়াত অসীম চক্রবর্তীর মৃত দেহ মিড ডে মিলের ঘরের খাওয়ার স্ল্যাবের উপর পরে থাকতে দেখেন। স্ত্রী ও পুত্রের আত্ম চিৎকারে এলাকাবাসী ছোটে আসেন এবং স্থানীয় ডাক্তারকে খবর দিলে, ডাক্তার অসীম চক্রবর্তীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।ডাক্তারের অভিমত হৃদ রোগে আক্রান্ত হয়ে অসীম চক্রবর্তীর মৃত্যু হয়েছে। মৃতের ছেলে আগরতলা মহেশপুর ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ থাকায় প্রায়শই প্রেসার হাই থাকতো। হাই প্রেসার থেকে স্ট্রোক করে মৃত্যু হতে পারে বলে স্থানীয়দের অভিমত। খুব ভালো মনের মানুষ ছিলেন অসীম চক্রবর্তী।ওনার মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।ওনার মৃত্যুর খবর পেয়ে এলাকার কাউন্সিলর রেজাউল হক ঘটনা স্থলে উপস্থিত হয়ে শেষ কৃত্য পর্যন্ত ছিলেন। অসীম চক্রবর্তীর মৃত দেহ স্থানীয় বিবেক সংঘে আনা হয় এবং নীরবতা পালন করে সদস্যরা পুষ্প মাল্য অর্পণ করেন। অপরদিকে সকালের দিকে মারা জান খিলপাড়া প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ এর দীর্ঘ দিনের কর্মী সুভাষ দে। সুভাষ দের মৃত্যুতে খিলপাড়া এলাকার জনগণের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।সকালে সুভাষ দে মৃত দেহ খিলপাড়া প্যাক্সে নিয়ে আসলে সেখানে ওনার বিদেহী আত্মার চির শান্তি কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে খিলপাড়া প্যাক্সের কর্মীরা শোক ব্যক্ত করেন। একই দিনে দুই ভালো,সজ্জন ব্যক্তির মৃত্যু ঘিরে খিলপাড়া ও উদয়পুরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

प्रधान निदेशालय, रक्षा सम्पदा,
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय,
दक्षिण कमान, कोंढवा मार्ग,
पुणे छावनी 411040

Government of India, Ministry of Defence,
Principal Directorate, Defence Estates, Southern Command,
Kondhwa Road, Pune : 411040

020-26233100 E mail Id- pdde.sc-dgde@nic.in

SHORT NOTICE

Subject : Recruitment for the posts of Junior Translation Officer, Sub Divisional Officer Grade II and Hindi Typist in offices of Defence Estates Organisation, Govt . of India, Ministry of Defence. F.No. 551/Adm/RECRUITMENT/JHT,SD0II&HT/2021: Govt of India, Min of Defence, Directorate General of Defence Estates Organisation is going to conduct the examination of the following posts :- **The details of vacancies are :**

Name of the Post and Pay Scale	Total No. Of Vacancies	Vertical Vacancies					Horizontal vacancies					Age as on 15.01.2022
		Composition of Vacancy					ESM (Ex-Servicemen)	Physically Handicapped				
			C		ST			A	B	C	D&E	
Junior Translation Officer Rs. 9300-34800 + Grade Pay Rs. 4200/-(*) (Level-6 of Pay Matrixas per 7th CPC)	07	05	00	00	00	02	00	00	00	00	01	18-30 Years
Sub Divisional Officer, Grade-II Rs. 5200-20200 + Grade Pay Rs. 2400/-(*) (Level-4 of Pay Matrix as per 7th CPC)	89	36	23	10	04	16	09	02	00	00	01	18-27 Years
Hindi Typist Rs. 5200-20200 + Grade Pay Rs. 1900/- (*) (Level-2 of Pay Matrixas per 7th CPC)	01	00	00	00	00	01	00	00	00	00	01	18-27 Years

(*) Scale of pay and allowances shown in the table are as per 6th CPC and have been revised to 7th CPC pay scales. In this context, it is informed that detailed advertisement alongwith eligibility criteria, instructions to apply etc., for the above said posts alongwith Forms are available on the following websites i.e, **https://www.dgde.gov.in, https://pune.cantt.gov.in, https://nidem.dgde.gov.in, https://delhi.cantt.gov.in and https://barrackpore.cantt.gov.in.** Any subsequent corrigendum to this advertisement will be hosted on these websites only.

Accordingly, interested candidates may apply. The last date for receipt of the application form is 15-01-2022 upto 17:00 Hrs. For candidates residing in Assam, Meghalaya, Manipur, Arunachal Pradesh, Mizoram, Nagaland, Tripura, Sikkim, Jammu & Kashmir, Lahaul & Spiti, Districts and Pangi, (Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh), Andaman Nicobar and Lakshadweep islands are given Two weeks extra time to submit the application.

for Principal Director,
Defence Estates,
SCPune-411040

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান, সফলভাবেই হল জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ

দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান। অবশেষে সফল ভাবে উতেপণ হয়েছে জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের। একদিন আগেই এই টেলিস্কোপ লঞ্চের কথা ছিল। কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার কারণে একদিন পিছিয়ে দেওয়া হয় উতেপণ। তাই বড়দিনেই যাত্রা শুরু করেছে জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ। সফলভাবেই উতেপণ হয়েছে এই স্পেস টেলিস্কোপের।

নাসার তরফে জানানো হয়েছে মহাকাশে নিরাপদেই রয়েছে জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ। গ্রাউন্ড কন্টোলারের সঙ্গে সঠিকভাবে যোগাযোগও করেছে। পৃথিবী থেকে ১.৫ মিলিয়ন কিলোমিটার দূরে গন্তব্যে পৌঁছতে হবে এই জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপকে।

এ যাবতযত স্পেস টেলিস্কোপ তৈরি করা হয়েছে, তার মধ্যে এই জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপই বৃহত্তম অর্থাতসবচেয়ে বড় এবং শক্তিশালী। এটি তৈরি করতে খরচ হয়েছে প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলার, ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৭৫,৩৩০ কোটি টাকা। মহাকাশের যেসমস্ত রহস্য এখনও উন্মোচিত হয়নি, সেইসব গভীর এবং দূরবর্তী অঞ্চল সম্পর্কে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের আগ্রহ বরাবরই বেশি। মহাকাশ নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন, এমন আম-আদমির মনেও কিন্তু রয়েছে অনেক প্রশ্ন। আর এইসব কৌতূহল নিবারণের জন্যই মহাকাশে পাঠানো হয়েছে জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ।

২৫ ডিসেম্বর ভারতীয় সময় বিকেল ৫টা ৫০মিনিটে এই টেলিস্কোপের উতেপণ হয়েছে। একটি ৫ রকেটের সাহায্যে মহাকাশে পাঠানো হয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং বৃহত্তম স্পেস টেলিস্কোপ। প্রায় একমাস সফরের পর মহাকাশে গন্তব্যে পৌঁছবে আগামী প্রজন্মের এই স্পেস অবজারভেটরি বা মহাকাশ পর্যবেক্ষক। ফ্রেঞ্চ গুয়ানার স্পেসপোর্ট থেকে এই টেলিস্কোপের লঞ্চ সম্পন্ন হয়েছে। আসলে পৃথিবীর প্রথম অবস্থায় তারা, ছায়াপথ কেমন ছিল — মূলত তারই সুলুকসন্ধানে যাচ্ছে জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ। টাইমমেশিনে পৃথিবীর ১৩.৫ বিলিয়ন বা ১৩,৫০০ কোটি বছর আগে ফিরে যাবে এই টেলিস্কোপ। এক নজরে দেখে নিন জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের লঞ্চের অর্থাতউতেপণের মুহূর্ত

এর আগে ২২ ডিসেম্বর প্রথমে এই টেলিস্কোপ লঞ্চের দিনক্ষণ নির্ধারণ করা হয়েছিল। তারপর তা পিছিয়ে ২৪ ডিসেম্বর করা হয়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত ২৫ ডিসেম্বর লঞ্চ হয়েছে জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ। ১৯৬১ সাল ও তার পরবর্তী বেশ কিছু বছর পর্যন্ত নাসার প্রশাসক ছিলেন জেমস ই ওয়েব । তার নামেই বিশ্বের সবথেকে শক্তিশালী টেলিস্কোপের নামকরণ করা হয়েছে জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ। নাসা, ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি এবং কানাডিয়ান স্পেস এজেন্সি - এই তিন সংস্থার উদ্যোগ্য তৈরি হয়েছে জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ। হাবল স্পেস টেলিস্কোপের পরিপূরক এবং উত্তরসূরী হিসেবে বিবেচিত হবে এই জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ বা ওয়েব । হাববল স্পেস টেলিস্কোপ বিগত ৩০ বছর ধর মহাকাশের পর্যবেক্ষণে জোরদার ছাপ রেখেছে। অনুমান এতদিন বিজ্ঞানীদের পছন্দের শীর্ষে থাকা এই টেলিস্কোপকেও কার্যকারিতায় পাল্লা দেবে জেমস ওয়েস স্পেস টেলিস্কোপ। কারণ শুধু আকার-আয়তনে নয়, এই জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ অন্য আর একটি ব্যাপারেও হাব্বল টেলিস্কোপের তুলনায় আলাদা। জেমস ওয়াব স্পেস টেলিস্কোপে ইনফ্রারেডও ধরা পড়বে। এই বৈশিষ্ট্য হাব্বল স্পেস টেলিস্কোপে নেই।

বছর শেষে ফিরে দেখা যাক ২০২১- এর বিভিন্ন মঙ্গল অভিযান

মঙ্গলগ্রহ নিয়ে বরাবরই উতাহী জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। পৃথিবীর বাইরে অন্য কোনও গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে কিনা তার খোঁজ অনেকদিন ধরেই চালাচ্ছেন বৈজ্ঞানিকরা। আর এই তালিকায় শীর্ষে রয়েছে মার্স বা মঙ্গলগ্রহে। ভবিষ্যতে লালগ্রহে মানব অভিযান অর্থাতনভশ্চরদের পাঠিয়ে পর্যবেক্ষণের পরিকল্পনাও রয়েছে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে।

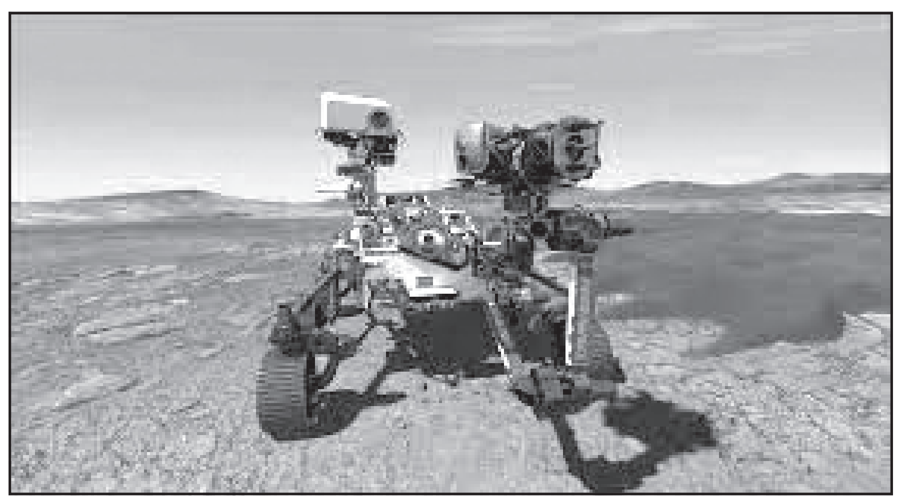

কিন্তু মনুষ্য অভিযান শুরুর আগে চলতি বছর অর্থাত২০২১ সাল জুড়ে মঙ্গলগ্রহে বেশ কয়েকটি অভিযান চালিয়েছে বিভিন্ন দেশের স্পেস এজেন্সিরা। বছর শেষে তাই এক নজরে দেখে নেওয়া যাক বছরভর লালগ্রহে চলতে থাকা বিভিন্ন অভিযান।

মার্স রোভার পারসিভের্যান্সে- মঙ্গলগ্রহে প্রাণের এবং জলের অস্তিত্বের খোঁজে এই রোভার পারসিভের্যান্স পাঠিয়েছে মার্কিন স্পেস এজেন্সি নাসা। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নাসা এবং জেট প্রপালশন ল্যাবরেটরির যৌথ উদ্যোগে এই রোভার পাঠানো হয়েছে লালগ্রহে। প্রাণের এবং জলের অস্তিত্ব খোঁজার পাশাপাশি মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডল ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করাও এই রোভার পারসিভের্যান্সের কাজ। মঙ্গলগ্রহের সবচেয়ে বিখ্যাত এলাকা এ প্রাণের অস্তিত্বের সন্ধান করছে এই রোভার। এর পাশাপাশি মঙ্গলগ্রহ থেকে পাথুরে নমুনাও সংগ্রহ করেছে পারসিভের্যান্স। সেইসব নমুনা (মার্সিয়ান রক অ্যান্ড সয়েল) পৃথিবীতে ফিরিয়ে এনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে।

মার্স হেলিকপ্টার এই প্রথম কোনও হেলিকপ্টার পৃথিবীর বাইরে অন্য গ্রহেও উড়েছে। রোভার পারসিভের্যান্সের ভিতরেই ছিল মার্স হেলিকপ্টার া। এপ্রিল মাসে প্রথমবার উড়ান হয়েছিল এই কপ্টারের। মার্সিয়ান এয়ার অর্থাতমঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডলে ইতিমধ্যেই ১৮টি উড়ান হয়ে গিয়েছে এই হেলিকপ্টারের। লালগ্রহের চমকে দেওয়ার মতো বিভিন্ন ছবি তুলে পৃথিবীতেই পাঠিয়েছে এই কপ্টার। মঙ্গলগ্রহের অত্যন্ত উষ্ণ দিনের বেলা এবং অতি শীতল রাতের আবহাওয়ায় এই হেলিকপ্টারের টিকে থাকা মোটেই সহজ ছিল না। কিন্তু নিজের অভিযানে সফল হয়েছে নাসার পাঠানো মার্স হেলিকপ্টার ।

হোপ মার্স প্রোব- সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর তরফেও চলতি বছর অভিযান চালানো হয়েছে লালগ্রহে। আসলে মঙ্গলগ্রহের আবহাওয়া কেমন, এখানে কেমনভাবে জলবায়ু পরিবর্তিত হয়, অর্থাতলালগ্রহের বায়ুমণ্ডল নিয়ে চর্চার জন্যই ইউএই- র তরফে মহাকাশযান পাঠানো হয়েছিল মঙ্গলে। এই শহকের মধ্যেই মঙ্গলগ্রহে মানব-অভিযানের পরিকল্পনা রয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর। আর তারই দিকে এক-পা এগোনো হয়েছে।

ঝুরং মার্স রোভার- চাইনিজ ন্যাশনাল স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সফল ভাবে তাদের রোভার ঝুরং পাঠিয়েছে মঙ্গলগ্রহে। এ বছর মে মাসে লালগ্রহে এই ঝুরং রোভার পাঠিয়েছে চিন। আর এর ফলেই আমেরিকা এবং রাশিয়ার পর এবার মঙ্গলের মাটিতে পা রাখা তৃতীয় দেশের খেতাব পেয়ে গিয়েছে চিন। সফলভাবে ৯০ দিনের মিশন সম্পূর্ণও করেছে রোভার ঝুরং। চিনের অগ্নিদেবতার নামে নামকরণ করা হয়েছে এই রোভারের। প্রাণের অস্তিত্ব খোঁজা এবং জলের সন্ধানের পাশাপাশি রোভার ঝুরং মঙ্গলগ্রহের মাটি, পৃষ্ঠদেশের অন্যান্য উপাদান নিয়েও গবেষণা করেছে। সেই সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেছে মঙ্গলগ্রহে আবহাওয়া এবং বায়ুমণ্ডলও।

এক লক্ষ বছরে সূর্য যে শক্তি উগরে দেয় তেমনই প্রলয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ব্রহ্মাণ্ডে

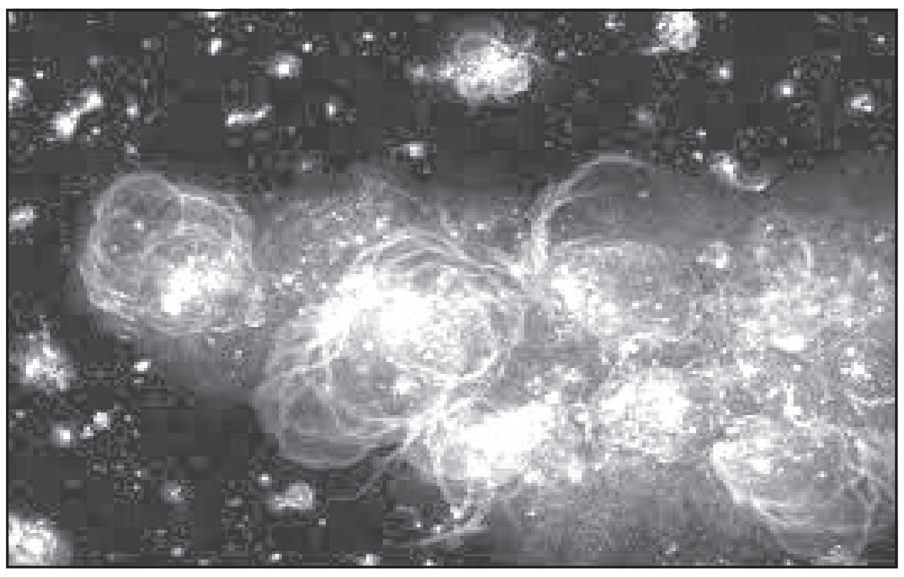

প্রলয়ঙ্কর বিস্ফোরণ চাক্ষুষ করল আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন।

সূর্য এক লক্ষ বছরে যে পরিমাণ শক্তি উদ্গীরণ করতে পারে, এক সেকেন্ডের ১০ ভাগের এক ভাগ সময়ে সেই শক্তিই বেরিয়ে এল বিস্ফোরণে।

ব্রহ্মাণ্ডে আমাদের ঠিকানা আকাশগঙ্গা ছায়াপথে হয়নি এই বিস্ফোরণ। হয়েছে আরও অনেক দূরের একটি ছায়াপথে।

সেই প্রলয়ঙ্কর বিস্ফোরণে কেন অত অল্প সময়ে ওই বিপুল পরিমাণ শক্তির নির্গমন হল, তার কারণও কিছুটা জানতে পেরেছেন বিজ্ঞানীরা। গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান গবেষণা পত্রিকা ''নেচার'' -এ।

গবেষকরা জানিয়েছেন, এই প্রলয়ঙ্কর বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটেছে একটি মৃত তারা থেকে। যার ওজন হতে পারে সূর্যের ভরের ২০ বা ২৫ গুণ। মৃত্যুদশায় জ্বালানি ফুরিয়ে গেলে এই ভরের তারারা চুপসে যেতে শুরু করে তার অন্দরে থাকা ভারী মৌলের অভিকর্ষজ বলের টানে। তখন হয় জন্ম নেয় ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণগহ্বর, নয়তো খুব ঘন নিউট্রন নক্ষত্র।

যে মৃত তারাটি থেকে এই প্রলয়ঙ্কর বিস্ফোরণের ঘটনা চাক্ষুষ করেছে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে থাকা ''অ্যাটমস্ফিয়ার-স্পেস ইন্টারঅ্যাকশন মনিটর (অ্যাসিম)'' যন্ত্র, সেটি আদতে বিশেষ ধরনের একটি নিউট্রন নক্ষত্র। যাদের বলা হয় ''ম্যাগনেটর''। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন ''জি আরবি''।

ব্রহ্মাণ্ডে সবচেয়ে শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র থাকে ম্যাগনেটরেই। তাই এই প্রলয়ঙ্কর বিস্ফোরণের পিছনে সেই চৌম্বক ক্ষেত্রের কোনও ভূমিকা রয়েছে কি না, থাকলেও কতটা, তা বুঝতে চেয়েছিলেন গবেষকরা।

তাঁরা দেখেছেন, এই ম্যাগনেটরের মধ্যে কোনও কারণে চৌম্বক রেখাগুলি ভেঙেচুরে গিয়েছে। বা সেখানেও খুব তীব্র কোনও কম্পন হয়েছ। পৃথিবীতে যাকে আমরা ''ভূকম্পন'' বলে জানি। তারাদের ক্ষেত্রে এই কম্পনকে বলা হয় ''স্টারকোয়েক''। এই সবের কারণেই ওই প্রলয়ঙ্কর বিস্ফোরণ হয়েছে বলে ধারণা গবেষকদের।

পেটের অসুখ থেকে যৌবন, সকালে খান এই পাতা

নিজস্ব প্রতিনিধি: যৌবন ধরে থাকতে জুড়ি মেলা ভার এই পাতার। তাই প্রতিদিন সকালে উঠে খান থানকুনি পাতা। থানকুনি পাতার এমন অনেক ভেষজ গুণ রয়েছে,যা নিয়মিত খেলে পেটের অসুখে আর কোনদিনও ভুগতে হবে না আপনাকে। নিয়মিত এই থানকুনি পাতা খেলে শরীর-স্বাস্থ্য সতেজ থাকার পাশাপাশি আপনার যৌবনও ধরে রাখতে পারবেন আপনি।

১. মানসিক রোগীদের ক্ষেত্রে এই পাতাক খুবই উপকারী। এতে থাকা স্যারোটনিন হরমোনের ক্ষরণ বারিয়ে দেয়, যার ফলে কমে যার স্ট্রেস হরমোনের প্রভাব।

২. বাসক পাতার মতো এই পাতার রস খেলেও কাশি কমে যায়। এছাড়াও জ্বরের সময় মধুর সঙ্গে ১ চামচ থানকুনি পাতার রস খেলে ফল পাওয়া যাবে।

৩. দাঁতের রোগ বা কাটা জায়গার ক্ষত সারাতে এই পাতা উপকারী। সিদ্ধ করে ছেঁকে নেওয়া জল কুলকুচি করলে উপকার মিলবে।

৪. থানকুনি পাতা স্নায়ুতন্ত্রকে সক্রিয় রাখতে সাহায্য করে। চুলপড়া আটকাতে থানকুনি পাতা ভীষণ উপকারি। চুল পড়ে যাওয়ার সমস্যায় থানকুনি পাতা বেটে চুলে লাগালে নতুন চুল গজাতেও সাহায্য করবে এই পাতা।

৫. থানকুনির পাতার রস মৃত কোষ পুনর্গঠন করে ত্বক মসৃণ করতে সাহায্য করে।

৬. বয়স বেড়ে গেলে তা ধরে রাখতে সাহায্য করে থানকুনি পাতার রস। প্রতিদিন এক গ্লাস দুধে থানকুনি পাতার রস মিশিয়ে খেলে চেহারায় লাবণ্য ফিরে আসবে।

৭. থানকুনি পাতা মস্তিষ্কের কোষ গঠনে সাহায্য করে। প্রতিদিন সকালবেলা থানকুনি পাতা খেলে আপনার স্মৃতি শক্তির বিকাশ ঘটবে।

অ্যান্টিবডিকে বোকা বানিয়ে কোষ থেকে কী ভাবে কোষে ছড়াচ্ছে করোনাভাইরাস

নিজেকে বাঁচাতে আর দ্রুত সংক্রমণ ঘটাতে মানবদেহে ঢুকে চোরাপথে ছড়িয়ে পড়ছে করোনাভাইরাস। কোষ থেকে কোষে। যা মানবদেহের অ্যান্টিবডিগুলি টেরও পাচ্ছে না। মানবদেহের ভিতরে থাকা ''প্রহরী'' (অ্যান্টিবডি)-দের চোখে এই ভাবে ধুলো দিতে পারছে বলেই দ্রুত সংক্রমণ ঘটানোর ক্ষেত্রে চ্যাম্পিয়ন হয়ে উঠছে সার্স-কোভ-২ ভাইরাস।

কোভিড সম্পর্কিত সমস্ত আপডেট পড়ুন এখানে

ওমিক্রন, ডেল্টা-সহ ভাইরাসের সবক''টি রূপেরই আছে এই অনায়াস দক্ষতা।

সাম্প্রতিক একটি গবেষণা এই খবর দিয়েছে। গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান গবেষণা পত্রিকা ''প্রসিডিংস অব দ্য ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস'' -এ।

বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা। এর ফলে, আরও কার্যকরী নতুন ওষুধ বা টিকা আবিষ্কারের পথ খুলে যেতে পারে অনতিবিলম্বে।

গবেষকরা পরীক্ষা চালিয়েছেন গবেষণাগারে। কালচার্ড মানব দেহকোষের উপর। তাঁরা দেখেছেন, মানবশরীরে ঢোকার পরপরই করোনাভাইরাস তার বহিরাবরণের ভিতরে থাকা পদার্থ (আরএনএ-র মতো ''ভাইরাল পার্টিক্লস'') বার করছে না। মানবশরীরের অ্যান্টিবডিগুলিকে ধোঁকা দিতে। যাতে তারা বুঝতে না পারে বাইরে থেকে কোনও হানাদার ঢুকে পড়েছে মানবশরীরে। কারণ, অ্যান্টিবডিগুলি হানাদারি টের পেলে ভাইরাসের মুশকিল। তার শরীর থেকে বেরিয়ে আসা ভাইরাল পার্টিক্লগুলিকে তখন নিষ্ক্রিয় করে দেবে অ্যান্টিবডি। তাই করোনাভাইরাস মানবশরীরে ঢোকার পর চট করে ভাইরাল পার্টিক্লগুলি তার দেহের ভিতর থেকে বার না করে দিয়ে আশ্রয়দাতার কোষগুলির গায়ে গিয়ে লেগে থাকে। তাদের এই ভাবে সেঁটে থাকতে সাহায্য করে মানব দেহকোষের বাইরের আবরণীতে থাকা এসিই-২ প্রোটিন। আর মানবকোষগুলির গায়ে নোঙর ফেলতে ভাইরাসকে সাহায্য করে তাদের আবরণীর বাইরে থাকা শুঁড়ের মতো স্পাইক প্রোটিন।

মূল গবেষক ওহায়ো স্টেট ইউনিভার্সিটির ভাইরোলজি বিভাগের অধ্যাপক শান-লু লিউ বলেছেন, ''''এই ভাবে অভিনব উপায়ে চোরাপথে মানবদেহে একটি কোষ থেকে অন্য কোষে ছড়িয়ে পড়ছে করোনাভাইরাসের সবক''টি রূপই। মানবদেহের অ্যান্টিবডিগুলি যা টেরই পাচ্ছে না। যখন পাচ্ছে তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। কোষের প্রাচীর ভেঙে তার ভিতরে ঢুকে পড়েছে ভাইরাস। আর তার দেহের ভিতরে থাকা ভাইরাল পার্টিক্লগুলিকে বার করে দিয়েছে। ফলে মানব দেহকোষের ভিতরে তখন জোরকদমে শুরু হয়ে গিয়েছে ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি (''রেপ্লিকেশন'')।

এই ভাবে কোষ থেকে কোষে অনেকটা তরঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়ছে করোনাভাইরাস। যা মানবদেহের অ্যান্টিবডিগুলি টেরই পাচ্ছে না।

যখন তা টের পাচ্ছে মানবদেহের প্রহরী অ্যান্টিবডিগুলি ততক্ষণে আশ্রয়দাতার ''ধন'' চুরি করে নিয়েছে ভাইরাস!

ডেল্টার মতো ফুসফুস ফুঁড়তে পারছে না ওমিক্রন : গবেষণা

ডেল্টা বা করোনাভাইরাসের অন্য রূপগুলির মতো ফুসফুসের কোষগুলির ভিতরে চট করে ঢুকে পড়তে পারছে না ওমিক্রন। মানবদেহে একটি কোষ থেকে অন্য কোষে যাওয়ার ক্ষেত্রেও করোনাভাইরাসের অন্য রূপগুলির মতো দড় নয় ওমিক্রন। ওমিক্রনে সংক্রমিত হলে কোভিড কেন ভাইরাসের অন্য রূপগুলির সংক্রমণের চেয়ে কম ভয়াবহ হয়ে উঠছে, কেন মৃত্যুর সংখ্যা তুলনায় কম হচ্ছে, এটাই হতে পারে তার সম্ভাব্য কারণ।

কোভিড সম্পর্কিত সমস্ত আপডেট পড়ুন এখানে সাম্প্রতিক একটি গবেষণা এই খবর দিয়েছে। গবেষণাটি করেছেন ''কেমব্রিজ ইনস্টিটিউট ফর থেরাপিউটিক ইমিউনোলজি অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজেস''-এর বিজ্ঞানীরা। পিয়ার রিভিউ পর্যায় পেরিয়ে গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হতে চলেছে একটি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান গবেষণা পত্রিকায়।

কেন দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইংল্যান্ডে ওমিক্রনে আক্রান্তদের ক্ষেত্রে কোভিড ডেল্টা সংক্রমণের মতো ততটা ভয়াবহ হয়ে উঠছে না তা বোঝার ক্ষেত্রে এই গবেষণা পথ দেখাতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞদের একাংশ।

যদিও এই গবেষণার ফলাফলই জানিয়েছে, সবক''টি পর্বের টিকা নেওয়ার পর মানবদেহে তৈরি হওয়া অ্যান্টিবডিগুলিকে কিন্তু দক্ষতার সঙ্গেই ধোঁকা দিতে পারছে ওমিক্রন। কিন্তু ফুসফুসে চট করে ঢুকে পড়তে পারছে না। তাই কোভিড ততটা ভয়াবহ হয়ে উঠছে না। ডেল্টা বা করোনাভাইরাসের অন্যান্য রূপের সংক্রমণের তুলনায় তাই মৃত্যুর সংখ্যা কম হচ্ছে।

পরীক্ষাটি চালানো হয়েছে অবশ্য শুধুই গবেষণাগারে। কোনও কোভিড রোগীর উপর সেই পরীক্ষা এখনও করে দেখেননি গবেষকরা।

অন্যতম গবেষক কেমব্রিজ ইনস্টিটিউট ফর থেরাপিউটিক ইমিউনোলজি অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজেস-এর ক্লিনিক্যাল মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের অধ্যাপক রবীন্দ্র গুপ্ত একটি বিবৃতিতে জানিয়েছেন, সবক''টি পর্বের টিকা নেওয়ার পরেও মানবদেহে তৈরি হওয়া অ্যান্টিবডিগুলির প্রতিরোধ ক্ষমতা ছয় থেকে ন''মাসের মধ্যে কমে যাচ্ছে ওমিক্রনকে রোখার ব্যাপারে। তবে ফাইজারের বুস্টার টিকা ওমিক্রনের সংক্রমণ রোখার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সফল হচ্ছে।

রবীন্দ্রের কথায়, ''''গবেষণায় আমরা দেখেছি ওমিক্রনের তরবারির দু''টি দিক রয়েছে। একটি ভোঁতা। অন্য দিকটি খুব ধারালো। ভোঁতা দিকটির জন্য ওমিক্রন ফুসফুসের কোষগুলির ভিতরে ঢুকে পড়ে কোভিডকে ভয়াবহ করে তুলতে পারছে না। আর ধারালো দিকটির জন্য টিকা নেওয়ার পর তৈরি হওয়া অ্যান্টিবডিগুলিকেও ধোঁকা দিতে পারছে ওমিক্রন। ফলে, সংক্রমণ রোখা মুশকিল হচ্ছে।''''

গবেষকরা কৃত্রিম ভাবে তৈরি করা ওমিক্রন রূপটি নিয়ে কাজ করেছেন গবেষণাগারে। কে এগিয়ে কে পিছিয়ে তা বুঝতে তাঁরা ডেল্টার স্পাইক প্রোটিন নিয়ে কৃত্রিম ভাবে ডেল্টা রূপটি তৈরি করে তার উপরেও পরীক্ষানিরীক্ষা চালান গবেষণাগারে।

গবেষকরা এ-ও দেখেছেন কোষে ঢুকে তার প্রাচীর ফাটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রেও ডেল্টার দক্ষতার ধারেকাছে ঘেঁষতে পারছে না ওমিক্রন। তার ফলেও ওমিক্রনের সংক্রমণে ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারছে না কোভিড ডেল্টার মতো।

বাংলাদেশের আরও ৩ জনের শরীরে মিলল ওমিক্রন

ঢাকা, ২৯ ডিসেম্বর (হি. স.) : বাংলাদেশেও দাপট শুরু ওমিক্রনের। সম্প্রতি বাংলাদেশের বনানীতে আরও ৩ জনের শরীরে মিলেছে করোনার এই নতুন স্ট্রেন। এই নিয়ে বাংলাদেশে মোট ৭ জন ওমিক্রন আক্রান্তের সন্ধান মিলল।

সূত্রের খবর, নতুন আক্রান্ত এই ৩ জনের মধ্যে দুজন মহিলা। তবে সম্প্রতি তাঁদের কোনও বিদেশ ভ্রমণের ইতিহাস রয়েছে কিনা সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। জানা যাচ্ছে, সম্প্রতি যে ৩ জনের শরীরে ওমিক্রনের সন্ধান মিলেছে তাঁরা প্রত্যেকেই বনানীর বাসিন্দা। নতুন করে ওমিক্রন আক্রান্ত ওই দুই মহিলার একজনের বয়স ৩০ এবং অপরজনের বয়স ৪৭। আক্রান্ত অপর একজন ব্যক্তি অশীতিপর। তাঁর বয়স ৮৪ বছর বলে জানা যাচ্ছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

মধ্যপ্রদেশে করোনার গতি বেড়েছে, ২৪ ঘণ্টায় ৪৮ জন আক্রান্ত

ভূপাল, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স) : মধ্যপ্রদেশে ফের বাড়ছে করোনার গতি। গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৮ জন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। উদ্বেগের বিষয়, নতুন আক্রান্তদের মধ্যে ৩৭ জন দুটি করে ভ্যাকসিন নিয়েছেন।

ইন্দোরে ৩২ টি নতুনভাবে আক্রান্তের খবর পাওয়া গেছে, আর ভোপালে ছয়জন রোগী পাওয়া গেছে। দুবাই থেকে ফিরে আসা একজন ব্যক্তিও এখানে সংক্রামিত, যার নমুনা জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ের জন্য পাঠানো হয়েছে। উজ্জায়ন, ঝাবুয়া এবং জবলপুরে ২ জন এবং নরসিংহপুর, গোয়ালিয়র, খারগোন এবং রতলামে ১ জন রোগী পাওয়া গেছে।

এখন পর্যন্ত করোনার নতুন রূপ ওমিক্রন রাজ্যে নয়জন রোগী পাওয়া গেছে। এর মধ্যে সাত রোগী সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৩০৭ তে পৌঁছেছে। ২৮ দিনে রাজ্যে ৬৩১ সংক্রমিত পাওয়া গেছে। এর মধ্যে রয়েছে ইন্দোরে সর্বাধিক ২৭৯টি এবং ভোপালে ২১১টি। ভোপালে বর্তমানে ৭২ টি আক্রান্তের খবর পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে ৫৮ জন হোম আইসোলেশনে এবং ১৪ জন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। রাজ্যে এখনও পর্যন্ত ৭ লাখ ৯৩ হাজার ৮০৯ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ৭ লাখ ৮২ হাজার ৯৬৯ জন। করোনায় প্রাণ হারিয়েছেন ১০ হাজার ৫৩৩ জন। মঙ্গলবারও ২৬ জন রোগী সুস্থ হয়েছেন। পরীক্ষার জন্য প্রায় ৬৩ হাজার নমুনা নেওয়া হয়েছে। পুনরুদ্ধারের হার ৯৮ শতাংশের বেশি।

ভার্চুয়ালি নির্বাচনী জনসভার জন্য প্রস্তুত বিজেপি : শেখাওয়াত

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.): আগামী বছরই উত্তর প্রদেশ, পঞ্জাব, গোয়া-সহ কয়েকটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। রাজনৈতিক দলগুলি যখন নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, সেই সময় ভারতে হানা দিয়েছে করোনাভাইরাসের নতুন প্রজাতি ওমিক্রন। দেশে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা। ফলে রাজনৈতিক জনসভা করা নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত রাজনৈতিক দলগুলি। এমতাবস্থায় বিজেপি নেতা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত জানালেন, ভার্চুয়ালি নির্বাচনী জনসভার জন্য প্রস্তুত বিজেপি। উদাহরণস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের সময় বিজেপির ভার্চুয়ালি জনসভার কথা বলেছেন তিনি।

ওমিক্রন পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক সভা করা নিয়ে এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বিজেপি নেতা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত বলেছেন, এ বিষয়ে (নির্বাচন জনসভা) সিদ্ধান্ত নেবে নির্বাচন কমিশন, আমরা সমস্ত নির্দেশিকা মেনে চলব। বিজেপি ভার্চুয়াল জনসভার জন্য প্রস্তুত রয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের সময়ও আমরা ভার্চুয়ালি জনসভা করেছিলাম। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

রাজস্থানে ওমিক্রনে সংক্রমিত আরও ২৩, আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৬৯

জয়পুর, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.): রাজস্থানে আরও ২৩ জনের শরীরে মিলল ওমিক্রনের হদিশ। নতুন করে ২৩ জন ওমিক্রনে আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে মোট ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৬৯। বুধবার রাজস্থান সরকার জানিয়েছে, বুধবার রাজ্যে আরও ২৩ জন ওমিক্রনে আক্রান্ত হওয়ার পর মোট সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়ে হল ৬৯। রাজস্থানে ইতিমধ্যেই ওমিক্রন আক্রান্ত ৩০ জন সুস্থ হয়েছেন।

রাজস্থানে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা সর্বাধিক জয়পুরে, সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ৩৯, সিকারে ৪ জন, আজমের-এ ১৭ জন, উদয়পুরে ৪ জন, ভিলওয়ারাতে দু'জন, যোধপুরে এবং আলোয়ারে একজন করে ওমিক্রনে আক্রান্ত। ওমিক্রনে আক্রান্তের মধ্যে অধিকাংশই বিদেশ থেকে দেশে ফিরেছেন।

আহমেদাবাদে ট্রাক ও গাড়ির সংঘর্ষে মৃত দুই স্কুল ছাত্র-সহ ৩, আহত ১০ জন

আহমেদাবাদ, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.): গুজরাটের আহমেদাবাদ জেলায় ট্রাক ও গাড়ির সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৩ জন। প্রাণে বাঁচলেন দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১০ জন। নিহতদের মধ্যে দু'জন নাবালক, তাঁরা স্কুলে যাচ্ছিল ও একজন মহিলাও রয়েছেন। বুধবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে আহমেদাবাদ জেলার বাগোদারা থানা এলাকায়।

পুলিশ জানিয়েছে, দক্ষিণ গুজরাটের ভাপি থেকে সৌরাষ্ট্রের রাজকোট অভিমুখে যাচ্ছিল গাড়িটি। বাগোদারা শহরের কাছে রাজ্য সড়কের ধারে দাঁড়িয়ে ছিল ট্রাক, গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকের পিছনে ধাক্কা মারে। মৃত্যু হয় দুই নাবালক-সহ ৩ জনের। আহত অবস্থায় ১০ জন আহমেদাবাদের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

মণিপুর : ইমফলে আইইডি বিস্ফোরণ, হতাহতের খবর নেই

ইমফল, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : মণিপুরের পূর্ব ইমফলে আইইডি বিস্ফোরণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আজ বুধবার ভোররাত প্রায় ৩:৩০ মিনিট নাগাদ তেলিপাটিতে একটি মুদি গুদামের সামনে এই বিস্ফোরণ হয়েছে বলে জানা গেছে। পরমপাত থানার পুলিশ অফিসার জানান, বিস্ফোরণের পর পর ঘটনাস্থলে গিয়েছে ইমফল ইস্ট রিজিওনের পুলিশ টিম। এছাড়া গিয়েছে ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির একটি দলও। তাঁরা বিস্ফোরণস্থলে পৌঁছে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন। তবে এলাকায় সশস্ত্র পুলিশ এবং নিরাপত্তা বাহিনী দুষ্কৃতীদের ধরতে চিরুনি অভিযান শুরু করেছে। এদিকে, গুদামের মালিক রামনাথ সাহু বলেছেন, কারও সঙ্গে তাঁর কোনও সমস্যা বা শত্রুতা নেই। তিনি তাঁর গুদামে সংগঠিত বিস্ফোরণের কারণ সম্পর্কেও অবগত নন। তাঁর গুদামের সামনে কেন আইইডি বিস্ফোরণ সংগঠিত করা হয়েছে তা তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না।

উত্তরপ্রদেশের পরবর্তী মুখ্যসচিব হচ্ছেন দুর্গা শঙ্কর মিশ্র

লখনউ, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স) : কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের সচিব দুর্গা শঙ্কর মিশ্র উত্তরপ্রদেশের পরবর্তী মুখ্য সচিব হচ্ছেন। বুধবার কেন্দ্র উত্তরপ্রদেশ ক্যাডারে পাঠানোর অনুমোদন দিয়েছে। মন্ত্রিসভার নিয়োগ বিষয়ক কমিটি এদিন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই বিষয়ে জারি করা নির্দেশ অনুসারে, ১৯৮৪ ব্যাচের আইএএস অফিসার দুর্গা শঙ্কর মিশ্রকে উত্তরপ্রদেশ ক্যাডারে পাঠানোর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। সেখানে তিনি প্রস্তাবিত মুখ্য সচিবের পদ গ্রহণ করবেন।

২৪ মাসের বকেয়া পরিশোধ এবং ছাঁটাই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে করিমগঞ্জ পুরসভার সাফাই কর্মীদের অবস্থান ধর্মঘট

করিমগঞ্জ (অসম), ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : ২৪ মাসের বকেয়া পরিশোধ না করেই করিমগঞ্জ পুরসভা সাফাই কর্মীদের ছাঁটাই করার চক্রান্ত করছে। বকেয়া পরিশোধের দাবিতে পুরসভার অধীনস্থ সাফাই কর্মীরা বুধবার অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচি পালন করেছেন।

পুরসভা কার্যালয়ের সামনে সাফাই কর্মীদের অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচিতে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে সিপিআই নেতা চন্দন চক্রবর্তী বলেন, সরকার সাফাই কর্মীদের হাতে নয় ভাতে মারার চেষ্টা করছে। চব্বিশ মাসের বকেয়া পড়ে রয়েছে পূরসভার কাছে। তা দেওয়ার কোনও বালাই নেই। অথচ ছাঁটাই নিয়ে তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে পুরসভা। দীর্ঘদিন থেকে বেতন বন্ধ রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সাফাই কর্মীদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠেছে। কীভাবে নিত্য দিনযাপন করবেন বুঝে উঠতে পারছেন নাতাঁরা। দীর্ঘদিনের সমস্যা নিরসনে শেষপর্যন্ত বাধ্য হয়ে রাজপথে নামলেন সাফাই কর্মীরা।

সাফাই কর্মীদের অবসান ধর্মঘটকে সমর্থন জানিয়ে এদিন শামিল হয়েছে শহরের বেশ কয়েকটি সংগঠন। দীর্ঘদিনের বকেয়া মিটিয়ে দিতে সরকার অথবা পুরসভার কোনও ইচ্ছা নেই। অথচ সাফাই কর্মীদের ছাঁটাই করা নিয়ে তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে। অনৈতিক এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সাফাই কর্মীরা তীব্র প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেন।

সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি সদ্য প্রয়াত কমরেড উপেন তালুকদারের বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন সাফাই কর্মী সহ অবসান ধর্মঘটে শামিল সকলে। কমরেড উপেন তালুকদারের মৃত্যুতে রাজ্যের শ্রমিক সংগঠনগুলোর অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে বলে দুঃখ প্রকাশ করেন সিপিআই নেতা চন্দন চক্রবর্তী। অবসান ধর্মঘট শেষে চন্দন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে সাফাই কর্মীরা শ্রম বিভাগের কার্যালয়ের সামনেও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। মানবতার খাতিরে সাফাই কর্মীদের বকেয়া অবিলম্বে মিটিয়ে দিতে সরকারের কাছে দাবি জানান সিপিআই নেতা চন্দন চক্রবর্তী।

অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচির পর সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সিপিআই নেতা চন্দন চক্রবর্তী বলেন, পুরসভার অধীনে শহরে ৬২ জন সাফাই কর্মী রয়েছেন। তাঁদের চব্বিশ মাসের বকেয়া পড়ে রয়েছে। অথচ বকেয়া মিটিয়ে দেওয়া তো দূরের কথা, উপরন্তু ৩০ জন সাফাই কর্মীকে ছাঁটাই করার চক্রান্ত করছে সরকার। চন্দনবাবু বলেন, তৎকালীন জেলাশাসক সাফাই কর্মীদের জন্য মাসিক ন্যূনতম মজুরি ৯,০৭০ টাকা ধার্য করেছিলেন। তা প্রতি মাসের সাত তারিখের মধ্যে মিটিয়ে দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। এর পরও তাঁদেরকে মাসিক মাত্র ৪,৯৯০ টাকা করে দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু বিগত দু-বছর থেকে সাফাই কর্মীদের বেতন প্রদান বন্ধ। এতে সাফাই কর্মীরা অসহনীয় যন্ত্রণা সহ্য করতে বাধ্য হচ্ছেন। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যেও সকাল চারটা থেকে তাঁরা সাফাই কাজ শুরু করে শহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তুলেন। কিন্তু পুরসভা ও রাজ্য সরকার তাঁদের সঙ্গে বিমাতৃসুলভ আচরণ করছে বলে সিপিআই নেতা চন্দন চক্রবর্তী অভিযোগ উত্থাপন করেন। সাফাই কর্মীদের বকেয়া পরিশোধ করার পাশাপাশি ছাঁটাই প্রক্রিয়া বাতিল করার দাবি জানান তিনি। অন্যথায় বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে বাধ্য হবেন বলে চরম হুঁশিয়ারি দিয়েছেন চন্দন।

শিলচর বেরেঙ্গায় বাল্য বিবাহ রুখে দিল শিশু সুরক্ষা সমিতি

শিলচর (অসম), ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : কাছাড় জেলা শিশু সুরক্ষা সমিতি এবং পুলিশি তৎপরতায় শিলচরের বেরেঙ্গায় এক নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। কাছাড় জেলার ডিসিপিও তথা চাইল্ড ম্যারেজ প্রবেশন অফিসার নবনীতা হাজরিকার নির্দেশে শিশু সুরক্ষা সমিতি, শিলচর সদর থানা এবং চাইল্ড লাইন সংস্থার পদাধিকারীরা যৌথ অভিযান চালিয়ে শিলচরের শহরতলি বেরেঙ্গা কারারপাড় তৃতীয় খণ্ডের ষোলো বছরের এক বালিকার বাড়িতে গিয়ে আগামীকাল ৩০ ডিসেম্বর সাব্যস্তকৃত বিয়ের অনুষ্ঠান বাতিল করেছেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রয়াত আবদুল জলিল মজুমদারের নাবালিকা মেয়েটির দাদু তথা অভিভাবক আবদুল মতিন মজুমদার (মুতলিব) রামনগরের ফখরুল ইসলাম মজুমদার নামের এক যুবকের সঙ্গে ৩০ ডিসেম্বর বিয়ের অনুষ্ঠান আয়োজনের পাকাপোক্ত দিন সাব্যস্ত করেন। বাল্য বিবাহের গোটা পরিকল্পনার বিষয়ে চাইল্ড লাইনের ১০৯৮ টোল-ফ্রি নম্বরে খবর দিয়ে নাবালিকা মেয়েটির বিবাহ অনুষ্ঠান প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত যে কোনও মতে স্থগিত করার অনুরোধ জানিয়ে গত ২০ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৫.০০টায় বেরেঙ্গা থেকে ফোন আসে। ওই ফোনকলের বিস্তারিত তথ্য জানিয়ে বাল্যবিবাহ বন্ধের আর্জিতে বিহিত ব্যবস্থা নিতে জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক নবনীতা হাজরিকার কাছে চিঠি পাঠান চাইল্ড লাইন-এর শিলচর সেন্টারের কো-অর্ডিনেটর জাহান আহমেদ মজুমদার। বাল্য বিবাহের আগাম খবর পেয়ে নড়েচড়ে বসে শিশু সুরক্ষা সমিতি।

আজ বুধবার সমিতির আধিকারিক নবনীতা হাজরিকার নির্দেশে লিগ্যাল কাম প্রবেশনারি অফিসার পারবিন আখতার মজুমদার, ওআরডব্লিউ বিদ্যুৎ নাথ, চাইল্ড লাইন টিম মেম্বার শংকর দাস সহ শিলচর সদর থানার পুলিশ কর্মীরা বেরেঙ্গার বাড়িতে হাজির হয়ে ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠেয় বাল্য বিবাহের সত্যতা যাচাই করে নাবালিকা মেয়েটির বিয়ে প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখার অনুরোধ জানান।

অপ্রাপ্তবয়স্ক নাবালিকা মেয়েদের বিয়ে হলে নানারকমের শারীরিক ও মানসিক সমস্যার কথা তুলে ধরে বাল্য বিবাহ সর্বোপরি আইনত দণ্ডনীয় বলে জানান শিশু সুরক্ষা সমিতির আধিকারিকরা। আইনি মারপ্যাঁচ ও শারীরিক পূর্ণতার আগে বিয়ে দেওয়া যে সঠিক নয়, তা বুঝতে পেরে বালিকার অভিভাবক দাদু ও পরিবারের লোকজন প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত বিয়ের অনুষ্ঠান স্থগিত রাখার শর্তে লিখিত মুচলেকা দিয়ে শাস্তির খাড়া থেকে রক্ষা পেলেন।

উল্লেখ্য, ইদানীংকালে কাছাড় জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে চুপিসারে বাল্য বিবাহের ঘটনার প্রবণতা বেড়ে চলেছে। যদিও কাছাড় জেলা শিশু সুরক্ষা সমিতি, চাইল্ড লাইন এবং জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে অসংখ্য বাল্য বিবাহ স্থগিত করা সম্ভব হয়েছে। এক্ষেত্রে ডিস্ট্রিক্ট চাইল্ড প্রটেকশন ইউনিট (ডিসিপিইউ) অর্থাৎ জেলা শিশু সুরক্ষা সমিতি ও চাইল্ড লাইন সংস্থার সক্রিয় ভূমিকা প্রশংসার দাবি রাখে বলে সন্তোষ ব্যক্ত করেছে সচেতন মহল।

দুদিনের পুলিশি অভিযানে কাছাড়ে সাতটি কয়লাবাহী ট্রাক আটক, গ্রেফতার পাঁচ

কাটিগড়া (অসম), ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশে অবৈধ কয়লা পাচারচক্রের বিরুদ্ধে কাছাড়ের পুলিশ সুপার রমণদীপ কৌর কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। বেআইনি কয়লা ব্যবসায় জড়িত থাকার অভিযোগে গত দু-মাসে পরিবহণ বিভাগের দুই কর্মচারী, এক পুলিশকর্মী সহ মোট ১৩ জন দালালকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। যদিও গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিরা জামিনে জেল হাজত থেকে বেরিয়েছেন। তবুও কয়লা মাফিয়াদের লম্ফঝম্প মোটেই কমছে না।

কয়লাবাহী ট্রাকগুলো দিগরখালের ত্রিস্তরীয় কমপ্যাক্ট গেট অতিক্রম করে পাঁচগ্রাম থানা কিংবা শিলচর তারাপুর পুলিশ ফাঁড়িতে আটক হওয়ার ঘটনা ঘটছে। গত দুদিনে কাটিগড়া পাঁচগ্রাম ও শিলচর পুলিশের সক্রিয় পদক্ষেপে মোট সাতটি কয়লাবাহী ট্রাক আটক করা হয়েছে। দিগরখাল শিবনগরে ত্রিস্তরীয় কমপ্যাক্ট চেকগেটের পুলিশ, পরিবহণ ও জিএসটি আধিকারিকদের চোখে ধুলো দিয়ে প্রায় প্রতিদিন রাতেই ওভারলোডেড কয়লাবাহী ট্রাক প্রবেশ করতে সক্ষম হচ্ছে।

অবশ্য ইদানীংকালে কমপ্যাক্ট গেটে কর্মরত পুলিশ, জিএসটি ও পরিবহণ বিভাগের কর্মীদের ঠকানোর নতুন কৌশল তৈরি করেছে কয়লা মাফিয়ারা। এবার অত্যন্ত সুচারুরূপে বড় আকারের পাট-দড়ির বস্তা এবং সিমেন্টের বস্তা ভর্তি করে ট্রাকে তুলে মেঘালয় থেকে কয়লা আনছে মাফিয়ারা। আর এক্ষেত্রে আলু, সোয়াবিন, সিমেন্টের ভুয়ো চালান ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। সোমবার রাতে অসমে প্রবেশের পথে আটক করা হয়েছে তিনটি কয়লা বোঝাই লরি। তবে সব কয়টি একত্রে বাজেয়াপ্ত করা হয়নি। জানা গেছে, এএস ০১ কেসি ৭২৮৬ নম্বরের একটি কয়লা বোঝাই লরি দিগরখাল বাজার থেকে আটক করা হয়। সঙ্গে গ্রেফতার করা হয় চালক আলগাপুর চিপরসাঙ্গনের বাসিন্দা বিলাল আহমদ চৌধুরীর ছেলে জসিম উদ্দিন চৌধুরীকে। আটক কয়লা বোঝাই লরিটি বর্তমানে গুমড়া পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। এছাড়া দিগরখাল এমভি গেটে ওইদিন রাতে পিবি ১১ সিপি ০০৩১ নম্বরের কয়লা বোঝাই লরি আটক করেন কর্তব্যরত কর্মীরা। একইসঙ্গে গ্রেফতার করা হয় চালক ও সহচালককে।

ট্রাকের মধ্যে বস্তার ভিতরে ছিল কয়লা। গ্রেফতার চালক ও সহচালকের নাম হরপ্রিত সিং, গুরজীবন সিং। তাদের বাড়ি পাঞ্জাবের ভতিন্ডা জেলায়। আটক লরিটি বর্তমানে গুমড়া পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। অপরদিকে এএস ০১ এফসি ৩৪৮৬ নম্বরের কয়লা বোঝাই এক লরি সোমবার রাতে আটক করে কাটিগড়া পুলিশ। গ্রেফতার করা হয় সহচালক মুজিবুর রহমানকে। তার বাড়ি গুমড়ার করচূড়ায়। তবে চালক মেহবুব পালিয়ে গেছে। এছাড়া মঙ্গলবার কাকভোরে শিলচর রামনগর ন্যাশনাল হাইওয়ে থেকে এনএল ০১ কে ৫৬৩৭ নম্বরের কয়লাবাহী একটি লরি আটক করেন তারাপুর শহর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ নবীন কুমার। ট্রাকটিতে ওভারলোডেড কয়লা ছিল। জানা গেছে ৩০ টনের বেশি ওজনের কয়লা ছিল ওই ট্রাকে। পুলিশ ট্রাকটির চালক কালাইনের বাসিন্দা সাইরুল ইসলামকে আটক করেছে।

গত দুদিন বিভিন্ন থানার অভিযানে মোট সাতি কয়লা বোঝাই লরি ও পাঁচজন চালক ও সহচালককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এনসিপি সাংসদ সুপ্রিয়া সুলে করোনা-আক্রান্ত, সংক্রমিত তাঁর স্বামীও

মুম্বই, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.): করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেন এনসিপি সাংসদ সুপ্রিয়া সুলে, সংক্রমিত হয়েছেন তাঁর স্বামী সদানন্দও। বুধবার সুপ্রিয়া সুলে নিজেই টুইট করে জানিয়েছেন, তাঁর ও তাঁর স্বামীর কোভিড-রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। একইসঙ্গে জানিয়েছেন, তাঁদের শরীরে কোনও উপসর্গ নেই। সম্প্রতি তাঁদের সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদেরও করোনা-পরীক্ষা করার আবেদন জানিয়েছেন সুপ্রিয়া সুলে।

সুপ্রিয়া সুলে এদিন টুইট করে জানিয়েছেন, 'সদানন্দ ও আমি কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়েছি। আমাদের কোনও উপসর্গ নেই। আমাদের সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরাও পরীক্ষা করিয়ে নেবেন। ভালো থাকবেন।' প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিন হল দেশে নতুন করে বাড়ছে করোনার প্রকোপ, সবথেকে বেশি চিন্তা বাড়াচ্ছে ওমিক্রন। বিগত ২৪ ঘন্টাতেই ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৯ হাজার ১৯৫ জন।

লেটপাও হাওকিপ যোগ দিলেন বিজেপিতে, বললেন মোদীজির নেতৃত্বেই প্রগতি হবে উত্তর-পূর্বের

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-তে যোগ দিলেন মণিপুরের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া মন্ত্রী এবং এনপিপি নেতা লেটপাও হাওকিপ। বুধবার দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন মণিপুরের মন্ত্রী লেটপাও হাওকিপ। বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর লেটপাও হাওকিপ জানিয়েছেন, 'আমার মতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বেই উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও মণিপুরের সত্যিকারের প্রগতি সম্ভব।' মণিপুরের বিজেপির জোট সঙ্গী হল এনপিপি, লেটপাও হাওকিপ হলেন মণিপুরের যুব কল্যাণ বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী। এদিন বিজেপিতে হাওকিপের যোগদানের সময় ভূপেন্দ্র যাদব ছাড়াও বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্রও উপস্থিতি ছিলেন। হাওকিপকে বিজেপিতে স্বাগত জানিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব বলেছেন, 'কেন্দ্র ও রাজ্যে বিজেপি সরকারের সুশাসনও মোদীজির নেতৃত্বে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।'

জিতেন্দ্র নারায়ণ ত্যাগী ওরফে ওয়াসিম রিজভি পরিবর্তন করলেন বাবার নামও

হরিদ্বার, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স) : মুসলিম ধর্ম ত্যাগ করে শিয়া ওয়াকফ বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ওয়াসিম রিজভি ওরফে জিতেন্দ্র নারায়ণ ত্যাগী ধর্মান্তরিত হয়ে নিজের নাম পরিবর্তন করেছেন। এবার তিনি বাবার নামও পরিবর্তন করলেন। জিতেন্দ্র নারায়ণ ত্যাগী ওরফে ওয়াসিম রিজভি বাবার নাম বদলে রেখেছেন রাজেশ্বর দয়াল ত্যাগী। মঙ্গলবার পুলিশকে দেওয়া প্রমাণপত্রে জিতেন্দ্র নারায়ণ ত্যাগী ওরফে ওয়াসিম রিজভি বাবার নাম রাজেশ্বর দয়াল ত্যাগী লিখেছেন।

জিতেন্দ্র নারায়ণ ত্যাগী ওরফে ওয়াসিম রিজভি মঙ্গলবার ভূপাতওয়ালার শাম্ভবী ধামে হিন্দু ধর্ম সংসদে উস্কানিমূলক বক্তৃতা দেওয়ার পরে এবং মামলা দায়ের করার পরে প্রথমবার হরিদ্বারে পৌঁছান। যেখানে সাধুদের সভা হয় এবং মৌলানা ও জিহাদীদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ দাখিল করা হয়।

বলা হচ্ছে যে রামেশ্বর দয়াল ত্যাগী, যাঁকে পিতা বলে ঘোষণা করেছেন, তিনি আসলে গাজিয়াবাদের দাসনা কালি মন্দিরের প্রধান নরসিংহানন্দ গিরির পিতা। ধর্মান্তরের সময় নরসিংহানন্দ গিরি ওয়াসিম রিজভিকে তার ভাই বলেছিল। এ কারণে বাবার নাম বদলে রামেশ্বর দয়াল ত্যাগী রেখেছেন ওয়াসিম রিজভি।

চালকের আসনে চান্নি, পঞ্জাবের বহরে ৫৮টি নতুন বাস অন্তর্ভুক্ত

চণ্ডীগড়, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.): বাস চালকের আসনে পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিং চান্নি, বাসও চালালেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার পঞ্জাবের বহরে ৫৮টি নতুন বাস অন্তর্ভুক্ত করার কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে স্বল্প দূরত্বের জন্য একটি নতুন বাস চালান চান্নি। পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী দফতর-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ৪০০ কোটি টাকা ব্যয়ে রাজ্যের বহরে যোগ করা মোট ৮৪২টি আধুনিক যানবাহনের অংশ হিসেবে ৫৮টি নতুন বাস অন্তর্ভুক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী, নিজেই চণ্ডীগড়ে তাঁর সরকারি বাসভবন থেকে বাস চালান। মুখ্যমন্ত্রী চান্নি এদিন ঘোষণা করেছেন, সমস্ত কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা বিনামূল্যে বাস ভ্রমণের সুবিধা পাবেন। এই সিদ্ধান্ত রাজ্যের লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা নিশ্চিত করতে উপকৃত করবে। চান্নির আরও জানান, 'আমরা সামগ্রিক অবকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করতে ১০৫টি বাস টার্মিনাল নির্মাণ ও সংস্কার করছি।'

মাইনাস ১০.৪ ডিগ্রিতে কাঁপছে গুলমার্গ, কাশ্মীরের চারিদিক শুধুই বরফ

শ্রীনগর, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.): কাশ্মীরের চারিদিক এখন শুধু বরফ আর বরফ। শ্রীনগর থেকে গুলমার্গ, কার্গিল থেকে দ্রাস, পহেলগাম থেকে লেহ-সর্বত্রই শ্বেতশুভ্র বরফের চাদরে ঢাকা পড়েছে। মাইনাস ১০.৪ ডিগ্রিতে কাঁপছে কাশ্মীরের গুলমার্গ, শ্রীনগরের তাপমাত্রা কমে মাইনাস ২.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে। শীতকালীন মরশুমের সবথেকে শীতলতম মরশুম ৪০ দিন ব্যাপী "চিল্লাই কালান" এই মুহূর্তে চলছে কাশ্মীরে। কাশ্মীরের পহেলগামে তাপমাত্রা কমে মাইনাস ৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে, লাদাখের লেহতে বুধবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ১৪.৭ ডিগ্রি, কার্গিলে মাইনাস ১৪.৩ ডিগ্রি এবং সাইবেরিয়ার পর বিশ্বের দ্বিতীয় শীতলতম স্থান দ্রাসে তাপমাত্রা পারদ নেমে ১৭.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ৪৮ ঘন্টা শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে কাশ্মীরে।

করিমগঞ্জে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনে রাজ্য সরকার জেলার দুই অঞ্চলবাসীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালিয়েছে : এসইউসিআই (ক)

করিমগঞ্জ (অসম), ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জে প্রস্তাবিত মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন নিয়ে রাজ্য সরকার জেলার দুই অঞ্চলের শান্তিপ্রিয় জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর করিমগঞ্জ জেলা সম্পাদক অরুণাংশু ভট্টাচার্য বুধবার এক প্রেস বিবৃতিতে এই অভিযোগ তুলেছেন। বিবৃতিতে করিমগঞ্জ বলেন, মেডিক্যাল নিয়ে ইতিমধ্যে জেলার ভিতরে রীতিমতো গৃহযুদ্ধ চলছে। রাতাবাড়ি কি জেলার ভিতরে নয়? এখানে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন হলে অসুবিধার কী আছে? অন্য পক্ষ বলছে, ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশনের গাইডলাইন মেনে করিমগঞ্জ শহর সংলগ্ন কোনও স্থানে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হোক। মেডিক্যাল নিয়ে জেলার ভিতরে জনগণের মধ্যে ক্ষোভ, বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। তিনি এ জন্য রাজ্য সরকারের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন।

প্রেস বিবৃতিতে তিনি উল্লেখ করেছেন, জেলার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের মধ্যে এক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা নির্বাচনে জয়লাভ করার স্বার্থে নির্বাচনী অপকৌশল অবলম্বন করে রাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছিলেন। এই প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে তিনি জেলাবাসীর মধ্যে ভবিষ্যতের জন্য এক অনৈক্যের বীজ বপন করেন। আজ তা বাস্তবে প্রতিফলিত হচ্ছে। বিবৃতিতে ক্ষোভ প্রকাশ করে অরুণাংশুবাবু বলেন, বাস্তবে এখন পর্যন্ত করিমগঞ্জে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের জন্য বাজেটে কোনও অর্থই বরাদ্দ করা হয়নি। শুধু তা-ই নয়, এ মর্মে রাজ্য সরকার আজ পর্যন্ত কোনও ধরনের গ্যাজেট নোটিফিকেশনও জারি করেনি।

অরুনাংশু ভটটাচার্য তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করে বলেন, দীর্ঘ ৫৩ বছর হয়ে গেছে, শিলচর মেডিকেল কলেজ স্থাপনের। কিন্তু আজ পর্যন্ত নেফ্রোলজি, নিউরোলজি, হেমাটোলজি সহ বহু গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ খোলা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এমন-কি কার্ডিওলজির মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের কোনও ধরনের উন্নত পরিষেবা শিলচর মেডিক্যাল কলেজে এখন পর্যন্ত নেই। বাস্তব হলেও সত্যি যে, আজ পর্যন্ত শিলচর মেডিকেল কলেজটিকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ উন্নতমানের মেডিক্যাল কলেজ হিসেবেও গড়ে তুলতে পারেনি রাজ্য সরকার। এ ব্যাপারে সরকারের কোনও হেলদোল নেই। অন্যদিকে বরাকের তিন জেলা সদরে অবস্থিত সিভিল হাসপাতালের অবস্থাও খুবই শোচনীয়। হাসপাতালগুলোর গগনচুম্বী ভবনগুলো বরাকের তিন জেলা সদরের শোভাবর্ধন করে চললেও, আধুনিক যুগের উন্নতমানের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের যোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি বলেও তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের করিমগঞ্জ জেলা কমিটির সম্পাদক অরুণাংশু ভট্টাচার্য। তিনি রাজ্য সরকারের দিকে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে নানা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবাকে উন্নত করার পরিবর্তে যে সকল প্রাইমারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল, তার মধ্যে বেশিরভাগ স্বাস্থ্য কেন্দ্র আজ গরু-ছাগলের আস্তানা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ যথার্থ গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নত করার কোনও উদ্যোগই সরকারের পক্ষ থেকে পরিলক্ষিত হচ্ছে না বলে মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন অরুণাংশু ভট্টাচার্য। এ রকম একটি পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের করিমগঞ্জ জেলা কমিটি অভিমত ব্যক্ত করে যে, যদি সরকারের সদিচ্ছা থাকত তা-হলে এতদিনে সরকারের পক্ষ থেকে স্থান নিরূপণের প্রশ্নে মেডিক্যাল অথরিটি এবং সরকারের গাইডলাইন অনুসারে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে সঠিক স্থান নির্ধারণ করে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের কাজ অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু সরকার এ দিকে না গিয়ে গত ছয় বছর ধরে এ ব্যাপারে কাজের কোনও অগ্রগতি না ঘটিয়ে পুনরায় মেডিক্যাল কলেজের স্থান নির্ধারণের প্রশ্ন উস্কে দিয়ে আরেকবার নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার একটা অপকৌশল করেছে বলেও অভিযোগ তুলেন অরুণাংশু। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দল জোরালোভাবে দাবি করছে, শিলচর মেডিক্যাল কলেজকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মেডিক্যাল কলেজ হিসেবে গড়ে তুলতে অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করার সাথে সাথে তিন জেলার সিভিল হাসপাতাল ও গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবার যথোপযুক্ত উন্নতি সাধনে সরকারের পক্ষ থেকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং তার সঙ্গে করিমগঞ্জ জেলায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের প্রশ্নে সরকারের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকল জায়গার চিন্তাশীল এবং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জড়িত করে স্থান নিরূপণের জন্য গাইডলাইন অনুসরণ করে ঐকমত্যের ভিত্তিতে করিমগঞ্জ জেলায় একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করার জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক।

বুধবার আগরতলায় এমবিবি কলেজে বিদ্যার্থী বরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি নিজস্ব।

'নতুন সূর্যোদয় দেখবে গোয়া', মন্দিরে পুজো দিয়ে বার্তা অভিষেকের

পানাজি, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স) : 'এক নতুন সূর্যোদয় দেখবে গোয়া', বুধবার গোয়ার রুদ্রেশ্বর মন্দিরে পুজো দিয়ে এমনই বার্তা দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রাচীন মন্দিরে পুজো দিয়ে গোয়াবাসীর জন্যই সুখ-সমৃদ্ধির প্রার্থনা করলেন বলেও জানিয়েছেন তৃণমূল নেতা। তিনদিনের সফরে মঙ্গলবারই গোয়ায় পৌঁছে গিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন সকাল ১১টা নাগাদ তিনি সাঙ্কেলিমের রুদ্রেশ্বর মন্দিরে পুজো দিতে যান।

সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে, গলায় উত্তরীয় দিয়ে ও কপালে তিলক কেটে মন্দিরের ভিতর পুজো দিতে বসেন তৃণমূল সাংসদ। তারপর পুজো দিয়ে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গোয়ায় নতুন সূর্যোদয়ের বার্তা দেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তিনি বলেন, 'আজ, রুদ্রেশ্বর মন্দির দর্শন করার সৌভাগ্য হল আমার। এই প্রাচীন মন্দিরে ঈশ্বরের শ্রীচরণে পুজো দিয়ে গোয়াবাসীর সুখ-সমৃদ্ধির প্রার্থনা করেছি। আশা করছি, গোয়ার একতা, অখণ্ডতা, সংস্কৃতি বজায় থাকবে। নতুন বছরে পা রাখতে চলেছি। আমরা নিশ্চিত, এক নতুন সূর্যোদয় দেখবে গোয়া।'

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করেই যে এদিন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সম্পাদক গোয়ায় নতুন সূর্যোদয় দেখার বার্তা দিলেন তা বলা বাহুল্য। এদিন বিকালে গোকর্ণ মঠ পরিদর্শনের কথা রয়েছে তাঁর। প্রসঙ্গত, অসম, ত্রিপুরার পাশাপাশি গোয়াতেও সংগঠন মজবুত করতে তৎপর হয়ে উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেস। চলতি বছরই দু-বার গোয়া সফর করেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

৩ জানুয়ারি ওডিশায় খুলছে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ক্লাস, মাত্র ৩ ঘন্টার জন্য

ভুবনেশ্বর, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.): নতুন বছরের শুরুতেই ওডিশার ক্ষুদে পড়ুয়াদের জন্য সুখবর। আগামী ৩ জানুয়ারি ওডিশায় চালু হতে চলছে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ক্লাস। তবে, মাত্র ৩ ঘন্টার জন্য, সকাল ৯টা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত চলবে ক্লাস। বুধবার ওডিশার স্কুল ও গণশিক্ষামন্ত্রী সমীর রঞ্জন দাশ জানিয়েছেন, আগামী ৩ জানুয়ারি থেকে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ক্লাস চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওডিশা সরকার। সকাল ৯টা থেকে দুপুর বারোটা অবধি মোট ২৭,০০০ স্কুল আবার খোলা হবে। ১৫ বছরের বেশি বয়সী পড়ুয়াদের সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী টিকা দেওয়া হবে।

ওমিক্রনের প্রকোপের মধ্যে ক্ষুদে পড়ুয়াদের জন্য স্কুল খোলার সিদ্ধান্তে মোটেও খুশি নন অভিভাবকরা। বহু অভিভাবক সরকারকে পুনরায় ভাবনাচিন্তা করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। স্কুল ও গণশিক্ষামন্ত্রী সমীর রঞ্জন দাশ জানিয়েছেন, 'কেন্দ্র যেহেতু ১৫ বছরের বেশি বয়সী শিশুদের টিকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাই রাজ্য সরকার এই বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নিচ্ছে। যেহেতু শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে, তাই ক্লাসে উপস্থিত হওয়ার আগ্রহ তাঁদের মধ্যে তুঙ্গে।' প্রসঙ্গত, ওডিশায় নতুন করে আরও একজন ওমিক্রনে আক্রান্ত হয়েছেন। ফলে মোট ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৯।

৪.৩ তীব্রতার ভূমিকম্প আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে, কাঁপল পোর্টব্লেয়ারও

পোর্টব্লেয়ার, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.): মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ। বুধবার সকাল ৫.৩১ মিনিট নাগাদ ৪.৩ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে। পোর্টব্লেয়ার থেকে ১৬৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণ পূর্বে এবং ক্যাম্পবেল বে থেকে ৩৬৬ কিলোমিটার উত্তরে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমলোজি জানিয়েছে, বুধবার সকাল ৫.৩১ মিনিট নাগাদ ৪.৩ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ১০০ কিলোমিটার গভীরে, ১০.২৬ অক্ষাংশ বন্ড ৯৩.৩৪ দ্রাঘিমাংশ। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে কম্পন টের পাওয়া যায়। কোথাও ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটেনি।

তিন-দিনের গোয়া সফরে অভিষেক, রুদ্রেশ্বর মন্দিরে পূজার্চনা

পানাজি, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.): তিন দিনের সফরে এই মুহূর্তে গোয়ায় রয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবারই তিনি গোয়ায় পৌঁছে গিয়েছেন। বুধবার বেশ কয়েকটি কর্মসূচি এবং বৈঠকের কথা রয়েছে অভিষেকের। তার আগে এদিন বেলা ১১টা নাগাদ তিনি যান সাঙ্কেলিমের রুদ্রেশ্বর মন্দিরে। সেখানে পূজার্চনা করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রুদ্রেশ্বর মন্দিরে পূজার্চনা করার পর অভিষেক জানিয়েছেন, গোয়ার জনগণের ভালোর জন্য সমৃদ্ধির জন্য তিনি প্রার্থনা করেছেন।

আগামী বছরই গোয়ায় বিধানসভা নির্বাচন। গোয়া বিধানসভা নির্বাচনে লড়াইয়ের জন্য জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। আসন্ন নির্বাচন নিয়েই অভিষেকের এই সফর বলে মনে করা হচ্ছে। এদিন মন্দির এবং মঠ পরিদর্শনের পাশাপাশি কয়েকটি দলীয় বৈঠকও করেন অভিষেক। পরে বেশ কয়েকটি কর্মসূচি এবং বৈঠকের কথা রয়েছে।

২০২২-এর প্রত্যাশা মানবজীবন থেকে কোভিড বিদায় নেবে : তথাগত রায়

কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর (হি. স.) : "২০২১ আমার ভাল কাটেনি। পারিবারিক জীবনের এক আধটা সমস্যা ছিল। অন্য বিষয়টা বহু জনের বহু মন্তব্য"। 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে প্রতিক্রিয়ায় বললেন বর্ষীয়ান রাজনীতিক তথা ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। তিনি বলেন, "এ বছরের সবচেয়ে মারাত্মক ঘটনা বিধানসভা ভোটে বিজেপি-র শোচনীয় পরাজয়। এবং, তা নিয়ে দলের সেরকম প্রতিক্রিয়া না দেওয়া। এ ব্যাপারে আমার মতামতকে ঘিরে আগেপড়ে অনেকে অনেক কিছু বলেছেন। এখন রাজনীতি থেকে আমি প্রায় অবসরপ্রাপ্ত। ৩০ বছর ধরে যে দল করেছি, তার এই অবস্থা দেখে কিঞ্চিৎ শোক হচ্ছে। জাতীয় জীবনে ২০২১-এ সবচেয়ে বড় ঘটনা কোভিড। এর মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর গোষ্ঠী অসাধারণ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছেন। এছাড়া বড় ঘটনা তথাকথিত কৃষক আন্দোলন। দল এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে পিছিয়ে এসেছে। এ নিয়ে আমার কিছু বলার নেই।" ২০২২-এর সবচেয়ে বড় প্রত্যাশা ? তথাগতবাবুর জবাব, "মানবজীবন থেকে কোভিড বিদায় নেবে। এখন এর প্রকোপ অনেক কমে এসেছে। উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনের ফলাফলের অপেক্ষায় অনেকে। আমি নিশ্চিত বিজেপি-র জয় হবে।"

ভারতে ওমিক্রনে আক্রান্ত বেড়ে ৭৮১ সুস্থ হয়েছেন ২৪১ জন ঃ স্বাস্থ্যমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.): উদ্বেগ বাড়াচ্ছে করোনাভাইরাসের নতুন প্রজাতি ওমিক্রন! মঙ্গলবার সকালে ভারতে ওমিক্রনে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৬৫৩, বুধবার সকালে সেই সংখ্যা বেড়ে ৭৮১-তে পৌঁছেছে। ওমিক্রনে সংক্রমিত ৭৮১ জনের মধ্যে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ২৪১ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার সকাল পর্যন্ত ভারতে ওমিক্রনে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৭৮১-তে পৌঁছেছে, মোট ২১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সন্ধান মিলেছে ওমিক্রনের। ওমিক্রনে আক্রান্তের নিরিখে দেশের মধ্যে সর্বাগ্রে দিল্লি, তারপরই মহারাষ্ট্র।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুধবার সকালের বুলেটিনে জানিয়েছে, দিল্লিতে করোনার নতুন প্রজাতিতে আক্রান্ত ২৩৮ জন, মহারাষ্ট্রে মোট আক্রান্ত ১৬৭, কেরলে ৬৫ জন, তেলেঙ্গানায় ৬২ জন, গুজরাটে ৭৩ জন, রাজস্থানে ৪৬ জন, তামিলনাড়ুতে ৩৪ জন, কর্ণাটকে ৩৪ জন, মধ্যপ্রদেশে ৯ জন, ওড়িশায় ৮ জন, অন্ধ্রপ্রদেশে ৬ জন, পশ্চিমবঙ্গে ১১ জন, হরিয়ানায় ১২ জন, উত্তরাখণ্ডে ৪ জন, চন্ডীগড়ে ৩ জন, জম্মু-কাশ্মীরে ৩ জন, উত্তর প্রদেশে দু"জন, গোয়ায় একজন, হিমাচল প্রদেশে একজন, লাদাখে একজন ও মণিপুরে একজন ওমিক্রনে আক্রান্ত।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ওমিক্রনে আক্রান্ত ৭৮১ জনের মধ্যে ইতিমধ্যেই ২৪১ জন সুস্থ হয়েছেন। মহারাষ্ট্রে সুস্থ হয়েছেন ৭২ জন, দিল্লিতে ৫৭ জন, গুজরাটে ১৭ জন, কেরলে একজন, রাজস্থানে ৩০ জন, তেলেঙ্গানায় ১০ জন, কর্ণাটকে ১৮ জন, তামিলনাড়ুতে ১৬ জন, মধ্যপ্রদেশে ৭ জন, অন্ধ্রপ্রদেশে একজন, পশ্চিমবঙ্গে একজন, হরিয়ানায় দু"জন, চন্ডীগড়ে দু"জন, জম্মু-কাশ্মীরে ৩ জন, উত্তর প্রদেশে দু"জনই সুস্থ, হিমাচল প্রদেশে একজন ও লাদাখে একজন সুস্থ হয়েছেন।

অর্ধেক যাত্রী নিয়ে দিল্লিতে চলছে বাস-মেট্রো, ৫০ শতাংশ হাজিরায় অফিস

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.): করোনা ও করোনার নতুন প্রজাতি ওমিক্রনকে ঠেকাতে রাজধানী দিল্লিতে লাগু হয়েছে "হলুদ সতর্কতা"। একাধিক বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। সেই বিধিনিষেধের অধীনেই বুধবার দিল্লিতে ৫০ শতাংশ যাত্রী নিয়ে চলল বাস ও মেট্রো পরিষেবা। দিল্লির সমস্ত বাস এদিন অর্ধেক যাত্রী নিয়েই চলাচল করেছে, ৫০ শতাংশ যাত্রী নিয়ে চলচল করেছে মেট্রোও। সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন যাত্রীরা। একজন যাত্রী জানিয়েছেন, 'সরকারের এই সিদ্ধান্ত সঠিক। সকলের কোভিড আচরণ মেনে চলা উচিত।'

তবে, ৫০ শতাংশ যাত্রী নিয়ে বাস ও মেট্রো চলাচল করায় ভোগান্তিও হয়েছে। এদিন সকালে দিল্লির লক্ষ্মীনগর, অক্ষরধাম প্রভৃতি মেট্রো স্টেশনের বাইরে অসংখ্য যাত্রীদের ভিড় লক্ষ্য করা গিয়েছে, বাস স্টপেজেও ভিড় ছিল মাত্রাতিরিক্ত। অনেকেই ব্যস্ততার সময় বাস অথবা মেট্রোতেও উঠতে পারেননি। বাস ও মেট্রোর পাশাপাশি ৫০ শতাংশ কর্মীদের হাজিরায় এদিন অফিস খুলেছে দিল্লিতে।

দিল্লিতে আরও অনেক নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে, যেমন- স্কুল, কলেজ, জিম, প্রেক্ষাগৃহ সম্পূর্ণ বন্ধ। রাত ১০টার মধ্যে বন্ধ করে দিতে হবে রেস্তরাঁ, পানশালা প্রভৃতি। শপিংমল বা সাধারণ দোকানপাট খোলা যাবে জোড়-বিজোড় হিসেবে। সকাল ১০টায় দোকান খুলে রাত ৮টায় বন্ধ করতে হবে। প্রতিদিন রাত ১০টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত জারি থাকবে নৈশকালীন কার্ফু।

দৈনিক সংক্রমণ ৩.১২-লক্ষাধিক, আমেরিকায় করোনায় মৃত্যু ১,৮১১ জনের

ওয়াশিংটন, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.): কোভিড-সংক্রমণে রেকর্ড গড়ল আমেরিকা। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যুও। বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩ লক্ষ ১২ হাজার ৯৩৯ জন, যা আগের দিনের তুলনায় অনেকটাই বেশি। নতুন করে ৩,১২, ৯৩৯ জন সংক্রমিত হওয়ার পর আমেরিকায় এযাবৎ ৫৪,১৪৮,৫৪৪ জন কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন।

পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় মৃত্যু হয়েছে ১,৮১১ জনের। নতুন করে ১ হাজার ৮১১ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৮ লক্ষ ৪২ হাজার ১৬১ জনের। আমেরিকায় আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা যেমন বেশি, কোভিড থেকে সেরেও উঠছেন অসংখ্য মানুষ। মার্কিন মুলুকে এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪১,৩২৫,১১০ জন। আমেরিকায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে ১১,৯৮১,২৭৩-এ পৌঁছেছে।

কুলতলির সেই বাঘ সম্পূর্ণ সুস্থ, স্বমহিমায় ফিরে গেল নিজের ডেরায়

কুলতলি, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.): সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় নিজের ডেরায় ফিরে গেল কুলতলির "আতঙ্ক" রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। বুধবার সকাল ৬.৫৫ মিনিটে পূর্ণবয়স্ক পুরুষ বাঘটিকে রামগঙ্গা রেঞ্জের ধূলিভাসানির জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ৬-দিনের মাথায় মঙ্গলবার সকালেই ঘুমপাড়ানি গুলিতে কাবু হয় কুলতলির লোকালয়ে ঢুকে পড়া বাঘ। গুলিতে কাবু করার পর শেখপাড়ার জঙ্গলে খাঁচাবন্দি করা হয় সেই বাঘকে। নিয়ে যাওয়া হয় বন দফতরের বনি ক্যাম্পে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর দেখা যায়, পূর্ণবয়স্ক পুরুষ বাঘটি সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছে। এরপরই সেটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় বন দফতর। বুধবার সকালে ওই বাঘটিকে ছেড়ে দেওয়া হয় রামগঙ্গা রেঞ্জের ৪ নম্বর ধূলিভাসানির জঙ্গলে। এরপর নিজ পায়ে হেঁটেই স্বমহিমায় নিজের ডেরায় ফিরে যায় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। গত বুধবার সুন্দরবনের জঙ্গল ছেড়ে মৈপীঠে ঢুকে পড়েছিল এই বাঘটি। বন দফতর সেখানে ধরতে এলে অন্যত্র পালিয়ে যায় বাঘটি। এরপর গত শনিবার বড়দিন উপলক্ষে পর্যটকরা ভিড় করেছিলেন কেল্লা এলাকায়। সেখানে বনভোজন চলাকালীন আচমকা শোনা যায় বাঘের গর্জন। রবিবার কুলতলির মেরিগঞ্জ দুই নম্বর অঞ্চলের ডোঙাজোড়া-মিশ্রচক এলাকার শেখপাড়ায় ফের বাঘের গর্জন শোনা যায়। তার পর থেকে ওই এলাকায় বাঘটি লুকিয়ে ছিল। সেখানেই বাঘকে ধরার সমস্ত চেষ্টা চালানো হয়। অবশেষে মঙ্গলবার সকালে ধরা পড়ে যায় কুলতলির লোকালয়ে ঢুকে পড়া বাঘ। সমস্ত শারীরিক পরীক্ষার পর বুধবার সকালে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বাঘটিকে।

রমরমা চাষ

● প্রথম পাতার পর

অবৈধভাবে গাঁজার চাষ করছে। এই সংবাদ পেয়ে সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা সংবাদ সংগ্রহ করার পর গাঁজা চাষী আশীষ বিশ্বাস তার জমিতে থাকা গাঁজা'কে লুকিয়ে রাখে বলে খবর এলাকা সূত্রে। অন্যদিকে একই গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা সুনীল সরকার উনার জোত জমিতে চুটিয়ে গাঁজা চাষ করছেন তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ও গোয়েন্দা কর্মীদের ঘুমে রেখে।ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের এমন অনেক কৃষক রয়েছে যারা নিজেদের জমিতে পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে অবৈধভাবে গাঁজা চাষ করছেন বলে খবর এলাকা সূত্রে। এই অবৈধ গাঁজা চাষের ব্যাপারটি তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ অফিসার বাবুদের এবং গোয়েন্দা শাখার কর্মীদেরও অজানার কথা নয়। তবে কি পুলিশের জ্ঞাতসারেই অবৈধভাবে গাঁজা চাষের লিপ্ত হয়? এমনটাই প্রশ্ন থেকে গেল। আর এমন অবস্থা হলে নেশা মুক্ত রাজ্য গঠন করা কতটা সম্ভব (!) এদিকে প্রশ্নোত্তর শুরু করে দিয়েছে তবে কি পুলিশ কৃষ্ণপুর এলাকায় যে গাঁজা চাষ করছে তার খবরা খবর নেই। নাকি ওই গাজা চাষীদের সাথে পুলিশের কোনো গোপন সম্পর্ক রয়েছে। এমনটি প্রশ্ন-উত্তর শুরু করে দিয়েছে ওয়াকিবহাল মহলের মধ্য থেকে।

শ্রমিকের

● প্রথম পাতার পর

সে দীর্ঘদিন যাবৎ উক্ত ইটভাট্টায় কাজ করতো। বুধবার ছিল দুর্গা ইট ভাট্টা সাপ্তাহিক বন্ধ বার। এদিন সকাল থেকে ইটভাট্টার মালিক মিহির লাল নাথের নির্দেশে বৈদ্যুতিক মাটি মিক্সার মেশিন পরিষ্কারে হাত লাগায় শীতেশ বীর সহ আরও দুই যুবক। মেশিনটি চালু অবস্থায় পরিষ্কার করতে গিয়ে অসাবধানতাবশত সীতেশ বীর মেশিনের ব্লেডে লেগে ভেতরে ঢুকে পড়ে। মুহুর্তের মধ্যে তার শরীরের সকল অঙ্গ গুড়িয়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। ঘটনার খবর পেয়ে অকুস্থলে ছুটে আসে পানিসাগর থানার পুলিশ। পুলিশ সরেজমিন তদন্ত করে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পানিসাগর হাসপাতালে নিয়ে যায়।সাথে একটি মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে পানিসাগর থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে বৃহস্পতিবার ময়নাতদন্তের পর মৃত দেহটি তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এদিকে গোটা বিষয় নিয়ে স্থানীয় জনগন ও ইটভাট্টার শ্রমিকরা একগুচ্ছ অভিযোগ ছুড়ে দেন উক্ত ইটভাট্টার কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। তাদের অভিযোগ,বৈদ্যুতিক মাটি মিক্সার মেশিনটি চালানোর জন্য দক্ষ চালক ছাড়াই সেটি ব্যবহার করছে ইটভাট্টা কর্তৃপক্ষ। তাছাড়া অদক্ষ শ্রমিকদের কোন লাইফ সিকিউরিটি সরঞ্জাম ছাড়াই এই মেশিনে কাজ করতে দেওয়া হয়। সাথে রয়েছে উক্ত ইট ভাট্টায় শিশুশ্রমেরও অভিযোগ। তাই সানীয়রা দাবি তুলছেন সুষ্ঠ তদন্তের।সাথে মৃত ইটভাট্টার শ্রমিক শীতেশের মৃত্যুতে ইটভাট্টা কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণরূপে দায়ী বলেও মৃতের পরিবারের অভিযোগ।তাই দাবি উঠছে ইটভাট্টা কতৃপক্ষ মৃত শ্রমিকের পরিবার প্রতি পালনের সুনির্দিষ্ট বন্দোবস্ত করুক। এখন দেখার বিষয় ইটভাট্টা কর্তৃপক্ষ মৃত শ্রমিক শীতেশের পরিবারের প্রতি কতটুকু সহানুভূতি দেখায়।

বসতবাড়ি

● প্রথম পাতার পর

আসে। তবে বসতঘর রক্ষা করা যায়নি।। একটি মোটরসাইকেলও অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। বাড়ির মালিক বিপ্লব মজুমদার জানিয়েছেন,অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণতিন লক্ষাধিক টাকা। এদিকে কলম চওড়া থানা এলাকার রহিমপুরের দুই নম্বর ওয়ার্ডে নিজাম মিয়ার বাড়িতে রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়ে বসতঘর পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে।

তাতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দশ লক্ষাধিক টাকা।জানা গেছে সোনামুড়া থেকে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ছুটে আসতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগে। দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছার আগেই অগ্নিকাণ্ডে বসতঘর সম্পূর্ণভাবে বশীভূত হয়ে যায়।এলাকাবাসী দাবি জানিয়েছেন, অবিলম্বে বক্সনগে একটি অগ্নিকান্ড নির্বাপক কেন্দ্র স্থাপনের জন্য।

আত্মঘাতী

● প্রথম পাতার পর

নিয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়,ওই কিশোরীকে তার মা পড়াশুনা করার জন্য গালমন্দ করেন। এই অপমান সহ্য করে নিতে পারেনি অভিমানিনী কিশোরী। সে কারণেই ঘরের ভেতরে মজুদ থাকা ইঁদুরের বিষ পান করে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় ওই অভিমানিনী কিশোরী।

ঘটনাটি তাদের নজরে আসতেই তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে। অবস্থা সঙ্কটজনক হওয়ায় সেখান থেকে মঙ্গলবার রাতে তাকে স্থানান্তরিত করা হয় জিবি হাসপাতালে। জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসা হলেও তাকে শেষ রক্ষা করা যায়নি। চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে ওই কিশোরী। তার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই নয়নপুর এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে।

বৈঠক

● প্রথম পাতার পর

এলাকাজুড়ে বণ্য দাঁতাল হাতির সমস্যা নিয়ে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল সকল লাইন ডিপার্টমেন্টের কর্মীদের নিয়ে। সেই বৈঠক শেষে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে তা নিয়েই আজ এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া প্রায় প্রত্যেক দিন বন্যহাতির তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বহু মানুষজন। সরকার আপনাদের সমস্যাগুলো বুঝছে, কাজেই হাতির সমস্যা নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হবে। আগামী ১০ দিনের মধ্যে হাতি তাড়ানোর জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে তিনি জানান। এছাড়া তিনি আরো বলেন হাতির তাণ্ডব থেকে গ্রামবাসীদের রক্ষা করার জন্য স্থায়ীভাবে একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

চুড়াইবাড়িতে

● প্রথম পাতার পর

সীমান্ত হওয়াতে রাজ্যের ও বহিঃ রাজ্যের মানুষ রেল লাইনের পাশ দিয়ে শর্টকাট উভয় রাজ্যে আসা যাওয়া করে থাকেন। কিন্তু সীমান্তে কুর্তি নদীর উপড়ে রেল দপ্তরের তেষট্টি নং ব্রিজ দিয়ে হেঁটে পারাপারের সময় ট্রেন আসলে নিজেকে সুরক্ষিত রাখার বিকল্প ব্যবস্থা না থাকার ফলেই সংঘটিত হয় দুর্ঘটনা।তাই সানীয়রা দাবি তুলেছেন উক্ত ব্রিজের পাশে হেঁটে পারাপারের বিকল্প রাস্তা তৈরি করুক রেল দপ্তর। অন্যথায় উক্ত এলাকায় রেলে কাটা পড়ে মৃত্যুর ঘটনার লাগাম টানা কোন ভাবেই সম্ভব নয়।

প্রস্তুতি

● প্রথম পাতার পর

হাইকোর্টে মামলা করা হবে। তাঁদের বক্তব্য, ২,২০০ পদে নিয়োগের ঘোষণা করা হয়েছিল। অথচ, মাত্র ১,৪৩৭টি পদে নিয়োগে মেধা তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁদের দাবি, পূর্বের ঘোষণা অনুযায়ী সমস্ত পদে মেধা তালিকা প্রকাশ করতে হবে। সাথে যেখানে অনিয়ম হয়েছে, তা সংশোধনের পর নতুন মেধা তালিকা প্রকাশ করা হোক।

মদ ভেবে

● প্রথম পাতার পর

যায়নি। তবে সব জেনে মনু থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। বর্তমানে এলাকায় শোকের ছায়া বিরাজ করছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

গাছের ঢাল

● প্রথম পাতার পর

জানা গেছে,তার স্ত্রী পুত্র সন্তান সহ অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন রয়েছে।তার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে।

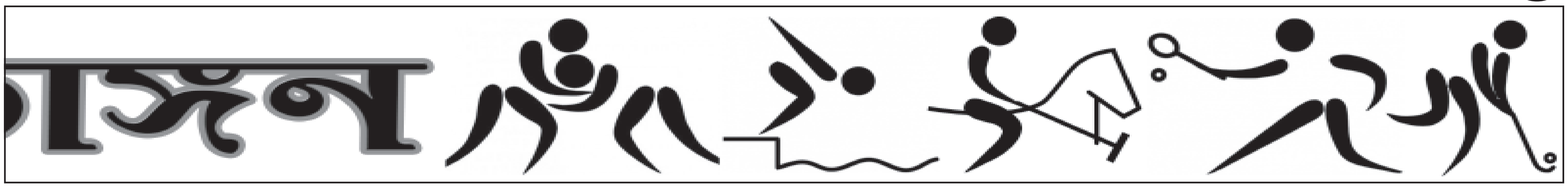

সৌরভ হাসপাতালে স্থিতিশীল, স্বাভাবিক খাবার খাচ্ছেন, পর্যবেক্ষণে রেখেছেন চিকিৎসকরা

করোনা আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরে আপাতত ভাল আছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁকে পর্যবেক্ষণে রেখেছেন চিকিৎসকরা। হাসপাতাল সূত্রে খবর, নতুন করে আর জ্বর আসেনি সৌরভের। কাশিও নেই। তবে সর্দি রয়েছে বিসিসিআই সভাপতির। হাসপাতাল সূত্রে খবর, সর্দি থাকায় মাঝে মধ্যে স্টিম দেওয়া হচ্ছে সৌরভকে। কিন্তু কাশি না থাকায় আপাতত তাঁর সিটি স্ক্যান করা হবে না। তাঁর শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা ৯৯ শতাংশ। রাতে ভাল ঘুম হয়েছে সৌরভের। স্বাভাবিক ভাবে খাবার খাচ্ছেন তিনি। কথাও বলছেন।সৌরভের চিকিৎসার জন্য মঙ্গলবার তিন সদস্যের চিকিৎসক দল গঠন করা হয়েছে। সেই দলে রয়েছেন সরোজ মণ্ডল, সপ্তর্ষি বসু ও সৌপ্তিক পণ্ডা। এ ছাড়াও পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে চিকিৎসক দেবী শেঠি ও আফতাব খানের।কোভিডের জন্য যে চিকিৎসা ব্যবস্থা এখন অনুসরণ করা হয়, সেই মোনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি ককটেল থেরাপি সৌরভের জন্য সোমবার রাতেই শুরু করা হয়েছে। তাঁর নমুনা সংগ্রহ করে পাঠানো হয়েছে জিনের পরীক্ষার জন্য। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পরে সেই রিপোর্ট পাওয়া যেতে পারে। রিপোর্ট পাওয়ার পরে বোঝা যাবে তাঁর ওমিক্রন সংক্রমণ হয়েছে কি না।সোমবার সকালেই প্রাথমিক পরীক্ষায় সৌরভের করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ আসে। তার পরে তাঁর দ্বিতীয় পরীক্ষা করানো হয়। তাতেও রিপোর্ট পজিটিভ আসে বলে হাসপাতাল সূত্রের খবর। তবে সৌরভ অসুস্থ হলেও তাঁর স্ত্রী ডোনা এবং কন্যা সানার করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে।

টেস্টের বর্ষসেরার দৌড়ে অশ্বিন

আইসিসি বর্ষসেরা টেস্ট ক্রিকেটারের দৌড়ে রয়েছেন আর অশ্বিন। ভারতের তারকা অফস্পিনার, যাঁকে টেস্টে না খেলানো নিয়ে প্রবল বিতর্ক তৈরি হয়েছিল, চার জন মনোনীত প্রার্থীর মধ্যে স্থান পেয়েছেন। অশ্বিন ছাড়াও মনোনয়ন পেয়েছেন ইংল্যান্ডের অধিনায়ক জো রুট, নিউজিল্যান্ডের অলরাউন্ডার কাইল জেমিসন এবং শ্রীলঙ্কার ওপেনার দিমুথ করুণারত্নে।৩৫ বছরের অশ্বিন গত এক বছরে আটটি টেস্টে ৫২ উইকেট পেয়েছেন। ব্যাট হাতে ২৮.০৮ গড়ে ৩৩৭ রানও করেছেন। ২৪ জানুয়ারি ঘোষণা করা হবে বিজয়ীর নাম। "ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বসেরা ম্যাচউইনারদের এক জন অশ্বিন বিশ্বমানের স্পিনার হিসেবে তাঁর উৎকর্ষ দেখিয়েছিলেন ২০২১ সালেও। বল হাতে জাদু দেখানোর পাশাপাশি ব্যাট হাতেও সফল হয়েছিলেন তিনি," আইসিসি এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে। বছরটা ব্যাট হাতেই দারুণ ভাবে শুরু করেছিলেন অশ্বিন। সিডনিতে তিনি এবং হনুমা বিহারী মিলে অদম্য মনোভাব দেখিয়ে ড্র করেছিলেন টেস্ট। ১২৮ বলে খেলে ২৯ করেছিলেন তিনি। এর পর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দেশের মাঠে চার টেস্টে ৩২ উইকেট নিয়ে সিরিজের সেরা হয়েছিলেন। ব্যাট হাতেও ১৮৯ রান করেছিলেন। সাদাম্পটনের পেস-সহায়ক পিচে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে কেন উইলিয়ামসনের নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে চার উইকেট নেন তিনি। ইংল্যান্ডে এর পর চারটি টেস্টের একটিতেও খেলানো হয়নি অশ্বিনকে। যা নিয়ে বিতর্কের ঝড় বয়ে যায় ক্রিকেট দুনিয়ায়। দেশে ফিরে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দু'টি টেস্টে ১৪টি উইকেট নিয়ে ফের সিরিজের সেরা নির্বাচিত হন তিনি।যদিও অশ্বিনকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফেলবেন বাকিরা। রুট এই ক্যালেন্ডার বর্ষে ১৭০৮ রান করেছেন। তাঁর চেয়ে এক বছরে বেশি রান রয়েছেন শুধু দু'জনের। পাকিস্তানের মহম্মদ ইউসুফ এবং ভিভ রিচার্ডসের।জেমিসন ফাস্ট বোলিংয়ে অন্যতম সেরা নতুন মুখ হিসেবে উঠে এসেছেন। সঙ্গে ব্যাটের হাতও যে রয়েছে, তা প্রমাণ করেছেন। টেস্টের বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে ভারতের বিরুদ্ধে সাত উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি প্রথম ইনিংসে ২১ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন তিনি। ফাইনালের ম্যাচের সেরাও নির্বাচত হন তিনি। করুণারত্নে দেশ-বিদেশের নানা পরিবেশে রান করে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন। এই মুহূর্তে বিশ্বের অন্যতম সেরা ওপেনার তিনি।

করোনা-হানায় ভেস্তে গেল গ্রুপের খেলা, অনূর্ধ-১৯ এশিয়া কাপের সেমি-তে ভারত-বাংলাদেশ

ম্যাচের দায়িত্বে থাকা দুই আধিকারিক করোনা আক্রান্ত হওয়ায় অনূর্ধ-১৯ এশিয়া কাপে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে গ্রুপের শেষ ম্যাচ ভেস্তে গেল। ফলে সেমিফাইনালে ভারতের সামনে পড়ল বাংলাদেশ। বৃহস্পতিবার শারজায় হবে সেই খেলা।গ্রুপ বি থেকে সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছিল বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা। কিন্তু কারা গ্রুপের সেরা হবে তা নির্ভর করছিল শেষ ম্যাচের উপর। খেলা শুরু হওয়ার পরে ৩২.৪ ওভার ব্যাট করে বাংলাদেশ। তার পরে জানা যায় ম্যাচের দায়িত্বে থাকা দুই আধিকারিকের কোভিড রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দেওয়া হয় খেলা। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের তরফে একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, 'এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল ও আমিরশাহি ক্রিকেট বোর্ড যৌথ ভাবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ম্যাচের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকের করোনা পরীক্ষা হবে। যত ক্ষণ না সেই রিপোর্ট আসছে তত ক্ষণ সবাইকে বিচ্ছিন্নবাসে থাকতে হবে।'পয়েন্ট এক হলেও রান রেট বেশি থাকায় বি গ্রুপের শীর্ষে শেষ করে বাংলাদেশ। ফলে এ গ্রুপের দ্বিতীয় স্থানে থাকা ভারতের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে খেলবে তারা। অন্য দিকে এ গ্রুপের শীর্ষে থাকা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলবে শ্রীলঙ্কা। এখনও পর্যন্ত সব থেকে বেশি চার বার (২০০০, ২০০৮, ২০১২ ও ২০১৮) অনূর্ধ-১৯ এশিয়া কাপ জিতেছে ভারত।

ফের খোঁচা দিয়ে প্যাভিলিয়নে বিরাট লাঞ্চের পরই ব্যাটিং বিপর্যয় ভারতের

সেঞ্চুরিয়ন, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স) : সেঞ্চুরিয়ন টেস্টের চতুর্থ দিনের দ্বিতীয় দিনে ম্যাচে ফিরে এল দক্ষিণ আফ্রিকা। মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে যেখানে তিন উইকেট হারিয়েছিল ভারত। দ্বিতীয় সেশনেই অল আউট হয়ে গেল ভারতীয় ক্রিকেট দল। ১৭৪ রানে গুটিয়ে যায় টিম ইন্ডিয়া। চারটে করে উইকেট নেন মার্কো জ্যানসেন এবং কাগিসো রাবাদা। এছাড়া দুটো উইকেট শিকার করেন লুঙ্গি এনগিডি। ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টেস্ট ম্যাচের দ্বিতীয় ইনিংসে ৩০৪ রানে এগিয়ে রয়েছে কোহলি ব্রিগেড। এই ইনিংসে ৩৪ রান করেন ঋষভ পান্থ। এই টেস্ট ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে জেতার জন্য ৩০৫ রান করতে হবে। তবে এই লক্ষ্য একেবারেই অভেদ্য নয়। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটিং পারফরম্যান্সের উপরে অবশ্যই নজর থাকবে। সেঞ্চুরিয়নে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বিরাট কোহলি। তবে এই উইকেটের চরিত্র যে ফাস্ট বোলারদের এভাবে সাহায্য করবে, সেটা কেউই কল্পনা করতে পারেনি। বুধবার ভারতীয় ব্যাটাররা কেউই সেভাবে দাঁড়াতে পারেননি। একমাত্র ঋষভ পান্থ দ্বিতীয় ইনিংসে সবথেকে বেশি রান করেছেন। আজ এখনও ৫১ ওভারের খেলা বাকি রয়েছে। ভারতীয় ব্যাটারদের প্রোটিয়া পেসাররা যথেষ্ট সমস্যায় ফেলেছিলেন। কাগিসো রাবাদা ৪২ রানে ৪ উইকেট শিকার করেছেন। অন্যদিকে অভিষেক মাচে খেলতে নামা মার্কো জ্যানসেন ৫৫ রানে নেন চার উইকেট এছাড়া জোড়া উইকেট শিকার করেছেন জোড়া উইকেট। প্রথম ইনিংসে তিনি ৬ উইকেট শিকার করেছিলেন। এবার ভারতীয় পেসাররা এই উইকেটে কেমন পারফরম্যান্স করেন, সেইদিকেই আপাতত তাকিয়ে থাকতে হবে।

করোনার প্রকোপে আই লিগে স্থগিত পরবর্তী রাউন্ডের ম্যাচ

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স) : আপাতত স্থগিত হচ্ছে পরবর্তী রাউন্ডের আই লিগ ম্যাচ। বুধবার সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার এই রাউন্ডের ম্যাচ আয়োজন করার কথা ছিল। কিন্তু, বেশ কয়েকজন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার কারণে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

বুধবার সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন জরুরি ভিত্তিতে একটি বৈঠকের আয়োজন করে। সেখানেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে পরবর্তী ৬ ম্যাচ আপাতত স্থগিত রাখা হচ্ছে। ফেডারেশনের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের স্পোর্টস মেডিক্যাল কমিটির সদস্য চিকিৎসক হর্ষ মহাজনের উপদেশের কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। পরের রাউন্ডের ম্যাচগুলি আগামী ৩০ এবং ৩১ ডিসেম্বর আয়োজন হওয়ার কথা ছিল।

সেইসঙ্গে ওই বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, "প্রত্যেক ফুটবলার, স্টাফ এবং রেফারির কোভিড পরীক্ষা করানো হয়েছে। আগামী ১ এবং ৩ জানুয়ারি আরও একবার কোভিড পরীক্ষা হবে। আগামী ৪ জানুয়ারি সেই কোভিড রিপোর্ট হাতে আসার পরেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী ৪ এবং ৫ জানুয়ারি পরের রাউন্ডের ম্যাচ আয়োজন করা হবে।"

বাবার জন্যই সম্ভব হয়েছে, দুশো টেস্ট উইকেট নিয়ে বললেন শামি

ভারতের পঞ্চম পেসার হিসাবে ২০০ উইকেট নিয়ে বাবাকে ধন্যবাদ জানালেন মহম্মদ শামি। সেঞ্চুরিয়নের মাঠে প্রথম টেস্টের তৃতীয় দিনে পাঁচ উইকেট নিলেন শামি। সেই সঙ্গে ঢুকে পড়লেন টেস্টে দুশো উইকেট নেওয়া বোলারদের তালিকায়। মাত্র ৫৫টি টেস্টে খেলে এই মাইলফলক স্পর্শ করলেন তিনি।তৃতীয় দিনের শেষে সাংবাদিক বৈঠকে এসে শামি বলেন, "আমি আজ যা হয়েছি, সেটা আমার বাবার জন্য। যে গ্রাম থেকে আমি উঠে এসেছি, সেখানে খুব বেশি সুযোগসুবিধা ছিল না। এখনও সেখানে সব কিছু পৌঁছয়নি। বাবা আমাকে নিয়ে ৩০ কিলোমিটার দূরে একটি ক্রিকেট ক্যাম্পে যেতেন। সেই সময়, সেই অবস্থায় তিনি আমার জন্য যা করেছেন, আমি তার জন্য ধন্য।"উত্তর প্রদেশের সোহাসপুরের ছেলে শামি। তাঁর বাবা প্রয়াত হয়েছেন ২০১৭ সালে। ছেলের এই কীর্তি দেখে যেতে পারেননি তিনি। কিন্তু তাঁর সেই সময়ের কষ্ট ভোলেননি শামি। কপিল দেবদের সঙ্গে এক আসনে বসে গেলেন তিনি। টেস্টে ২০০ উইকেট নিয়ে শামি বলেন, "কে জীবনে শেষ পর্যন্ত কী করবে তা আগে থেকে বলা যায় না। তবে স্বপ্ন থাকে ভারতের হয়ে ক্রিকেট খেলার। টিভিতে যাঁদের দেখি, তাঁদের সঙ্গে খেলার।"অভিজ্ঞ পেসারের মতে টেস্ট ক্রিকেট কোনও কঠিন বিষয় নয়। শামি বলেন, "টেস্ট ক্রিকেট খুব কঠিন নয়। কেউ যদি টেস্ট ক্রিকেট খেলার মতো বোলার হয়, তবে তোমাকে লাইন, লেংথ সম্পর্কে জানতেই হবে। পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেকে পাল্টে ফেলতেও জানতে হবে।"

The Executive Engineer, Engineering Cell, Samagra Shiksha, Old Shishu Bihar Complex, Ac,iarala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' online percentage/ item rate e- tender from the eligible Central & State Public Sector undertaking/enterprise and eligible Contractors/Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 17/01/2022 for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Construction of CWSN Toilet at 19 different schools under West Tripura district during the year 2019-20 under Samagra Shiksha DNIeT No: 36/SE/ENGG.CELL/DSE/2021-22	47,53,800.00	47538.00	8(Eight) months	Up to 3PM 17/1/2022	18/01/2022 Hrs on 11.00AM	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	Construction of CWSN Toilet at 31 different schools under West Tripura district during the year 2019-20 under Samagra Shiksha DNIeT No: 37/SE/ENGG.CELL/DSE/2021-22	77,56,200.00	77562.00	9(Nine) months	Up to 3PM 17/01/2022	18/01/2022 Hrs on 11.00 AM	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

All details can be seen in Press Notice & Bid Documents for the works on website https://tripuratenders.gov.in as free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder.

(Er.S. Debbarma)
Executive Engineer
Samagra Shiksha, Tripura.

ICA-C-3160/2021-22

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

CORRIGENDUM

Name of Work:- Construction of High-Rise Multi-storeyed Office Building at Gurkhabasti, Agartala, Tripura on Trunkey Basis.
Ref.: PRESS NOTICE INVITING BID NO: 16/EE/Divn-III/PWD (R&B)/2021-22 , dated 04/12/2021,
TENDER ID: 202_CEPWD_24466_I
Due to unavoidable circumstances the Pre-Bid Meeting/ Conference of the above mentioned tender which was circulated vide this office Memo No. 45(04)/EE/Divn-111/ PWD(R&B)/5112-180 dated 04/12/2021, is being rescheduled on 6th January 2022 at 11.00 AM at Conference Hall No.III, 3rd Floor, New Secretariat Complex, Kunjaban, Agartala, Tripura 799006. All other Schedule of time will remain u changed.

(Er. L. Goswami)
Executive Engineer
Agartala Division No.III, PWD(R&B)
Agartala, Tripura.

ICA-C-3173/2021-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-55/EURD/ TLM-DIV/21-22, Dt: 23/12/2021.
The Executive Engineer, R.D. Teliamura Division, Khowai Tripura invites e-tender from eligible bidders up to **5.00 P.M on 05/01/2022** for **02(Two) Nos.** Construction works. For details visit website-https://tripuratenders.gov.in and contact **03825-262095/8731074766/9862139398.** Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sd/Illegible
Executive Engineer
R.D. Teliamura Division
Teliamura, Khowai Tripura

ICA-C-3171/2021-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO-
e-PT-23/EE/RDUD/G/2021-22 DATED-27/12/2021
On behalf of the 'Governor of Tripura' The Executive Engineer. R.D Udaipur Division. I;daipui-.GomAti District invites percentage rate e-tender from the eligible Bidders up to **15.00 Hrs on 12/01/2022** for the following work-
1. Construction of 03 (three) nos. RCC foot bridge at Gomati District under RD Udaipur Division during financial year 2021-22 namely, i) RCC Foot bridge over Rathua Charra at Dewanbari VC under Killa R.D.Block. ii) RCC Foot bridge over Gongrai Charra at Khabari Para at Killa VC under Killa R.D.Block. iii) RCC Foot Bridge at Kharang School at Uttar Brajanagar VC under Killa R.D. Block.
For details visit website https://trinuratenders.gov.in and contact by e-mail to rdud.division@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

(Er. I Sarkar)
Executive Engineer
R.D Udaipur Division
Gomati District,Tripura.

ICA-C-3166/2021-22

ত্রিপুরা সরকার
তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তর

অদ্বৈত মল্লবর্মন ১০৮তম জন্মবার্ষিকী-২০২২

সুধী,
ব্রাত্যজীবনের মহাকাব্য 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর স্রষ্টা কথাসাহিত্যিক অদ্বৈত মল্লবর্মন এর ১০৮তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আগামী ১লা থেকে ৩রা জানুয়ারি, ২০২২ইং সোনামুড়া মহকুমার কেমতলীস্থিত অদ্বৈত মল্লবর্মন স্মৃতি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে অদ্বৈত মল্লবর্মন জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠান-২০২২। আগামী ১লা জানুয়ারি ২০২২ ইং দুপুর ২ ঘটিকায় তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন।
উক্ত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন -

উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি ঃ শ্রীযুক্ত ভগবান চন্দ্র দাস, মাননীয় মন্ত্রী, তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তর।
সম্মানিত অতিথি ঃ **শ্রীমতি সুপ্রিয়া দাস (দত্ত),** মাননীয়া সভাধিপতি, সিপাহীজলা জিলা পরিষদ।
ঃ **শ্রীযুক্ত জীতেন্দ্র সরকার,** মাননীয় প্রাক্তন অধ্যক্ষ, ত্রিপুরা বিধানসভা।
ঃ **শ্রীযুক্ত বাহারুল ইসলাম মজুমদার,** চেয়ারম্যান, ওয়াকফ বোর্ড, ত্রিপুরা সরকার।
ঃ **জেলাশাসক ও সমাহর্তা, সিপাহীজলা জেলা।**
ঃ **শ্রীযুক্ত জহরলাল ঘোষ,** মাননীয় চেয়ারম্যান, নলছড় পঞ্চায়েত সমিতি।
ঃ **শ্রীমতি অনামিকা ঘোষ (পাল রায়),** চেয়ারম্যান, মেলাঘর পুরপরিষদ।
ঃ **শ্রীযুক্ত কিশোর বর্মন,** বিশিষ্ট সমাজসেবক।
ঃ **শ্রীযুক্ত টুটন দাস,** সমাজসেবক।
বিশেষ অতিথি ঃ **সচিব,** তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার
বিশেষ বক্তা ঃ **ড. মণিকা দাস,** বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, রামঠাকুর কলেজ, আগরতলা।
সভাপতি ঃ **শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র দাস,** মাননীয় সদস্য, ত্রিপুরা বিধানসভা।

উক্ত অনুষ্ঠান আপনাদের সানুরাগ উপস্থিতিতে নন্দিত হউক।

বিনীত
অধিকর্তা
তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তর
আগরতলা ঃ ত্রিপুরা

ICA-D-1547/2021-22

বুধবার আগরতলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে রাজ্যভিত্তিক যুব উৎসব। উৎসবের উদ্বোধন করেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। ছবি নিজস্ব।

দৈনিক সংক্রমণ বেড়ে ৯-হাজারের উর্ধে ভারতে ফের চিন্তা বাড়াচ্ছে করোনা !

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.): কিছু দিন আগে পর্যন্ত ভারতে নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই ছিল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, ওমিক্রনের প্রকোপ বাড়তেই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে সংক্রমিতের সংখ্যা। এবার একধাক্কায় ৯-হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। মঙ্গলবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৯ হাজার ১৯৫ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৩০২ জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ৭,৩৪৭ জন, ভারতে এই মুহূর্তে সুস্থতার হার ৯৮.৪০ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৭,৭০, ০২-এ পৌঁছেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ১,৫৪৬ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৯, ১৯৫ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.২২ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার) করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ৬৪ লক্ষ ৬১ হাজার ৩২১ জন প্রাপক, ফলে ভারতে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৪৩,১৫,৩৫,৬৪১ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে। ভারতে বুধবার সকাল পর্যন্ত ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৭৮১-তে পৌঁছেছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৩০২ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৮০,৫৯২ জন (১.৩৮ শতাংশ)। করোনার প্রকোপের মধ্যে সুস্থতাই রোজ স্বস্তি দিচ্ছে, মঙ্গলবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৭,৩৪৭ জন। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩, ৪২,৫১,২৯২ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৪০ শতাংশ। বিগত ৮৬ দিন ধরে ভারতে দৈনিক সংক্রমণের হার ২ শতাংশের নীচে রয়েছে।

কোভিড-টিকাকরণ অভিযানে নতুন মাইলফলকে পৌঁছে গেল ভারত। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৬৪ লক্ষ ৬১ হাজার ৩২১ জন প্রাপক।

ওমিক্রন আতঙ্কের জের ২০২২ সালের প্রথম বিদেশ সফর স্থগিত করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স) : বিশ্বজুড়ে দাপাট বাড়াচ্ছে করোনার নয়া স্ট্রেন ওমিক্রন। যার জেরে এবার ২০২২ সালের প্রথম বিদেশ সফর স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই সংযুক্ত আরব আমিরশাহী যাওয়ার কথা ছিল প্রধানমন্ত্রীর।

সাউথ ব্লক সূত্রের খবর, আগামী ৬ জানুয়ারি সংযুক্ত আরব আমিরশাহী সফরে যাওয়ার কথা প্রধানমন্ত্রীর। কিন্তু যেভাবে বিশ্বজুড়ে করোনার নয়া স্ট্রেনের দাপট বাড়ছে তাতে উদ্বিগ্ন বিশেষজ্ঞরা। সেকারণেই আপাতত স্থগিত রাখা হচ্ছে মোদীর বিদেশ সফর। পরিস্থিতির উন্নতি হলে ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুর দিকে আমিরশাহী সফরে যেতে পারেন মোদী।

প্রসঙ্গত, করোনার প্রথম ও দ্বিতীয় ঢেউয়ের পর প্রায় ২ বছর বিদেশযাত্রা থেকে বিরত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তারপর কয়েকবার বিদেশে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। কিন্তু এই মুহূর্তে গোটা বিশ্বেই ত্রাস সঞ্চার করেছে করোনার নয়া স্ট্রেন ওমিক্রন। আমেরিকা, ব্রিটেনের পর মারাত্মক পরিস্থিতি ফ্রান্সেও। গত ২৪ ঘণ্টায় ফ্রান্সে করোনা আক্রান্ত প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার। সংক্রমণের গ্রাফ ঊর্ধগামী ব্রিটেনেও। মঙ্গলবার সেদেশে আক্রান্ত ১ লক্ষ ২৯ হাজার ৪৭১ জন।

যোগী-ঘনিষ্ঠ আমলাকে ভোটে দায়িত্ব নয়, কমিশনে দাবি কংগ্রেসের

লখনউ, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স) : উত্তরপ্রদেশ সরকারের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব (স্বরাষ্ট্র) অবনীশ অবস্তির বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে নালিশ ঠুকল কংগ্রেস। ভোট প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার তিনদিনের সফরে উত্তরপ্রদেশ গিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুশীল চন্দ্র। সঙ্গে রয়েছেন দুই নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার এবং অনুপচন্দ্র পাণ্ডে। বুধবার তাঁরা লখনউয়ে রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে স্বরাষ্ট্র দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব অবনীশ অবস্তির নামে অভিযোগ জানায় কংগ্রেস।

কমিশনকে কংগ্রেসের প্রতিনিধিদল জানায়, ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন অবস্তি। বিজেপিকে রাজনৈতিক সুবিধা পাইয়ে দিতে পুলিসকে নির্দেশ দিচ্ছেন। পুলিস স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে না। বিজেপির দলদাসে পরিণত হয়েছে। অবস্তিকে নির্বাচনী দায়িত্ব থেকে সরাতে হবে।

বৈঠক থেকে বেরিয়ে কংগ্রেস নেতা ওঙ্কারনাথ সিং সাংবাদিকদের বলেন, 'আমরা কমিশনকে বলেছি, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভীষণই খারাপ। প্রশাসনের চাপে পুলিস কোনও কাজ করতে পারছে না। রাজ্য পুলিস দিয়ে সুষ্ঠু এবং অবাধ নির্বাচন সম্ভব নয়। আমরা সব বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবি জানিয়েছি।' কংগ্রেসের তরফে নির্ধারিত সময়ে ভোট করানোর দাবি জানানো হয়েছে। ওঙ্কারনাথ বলেন, 'সরকার ভোট পিছনোর কথা বললে বুঝতে হবে বিজেপি হারতে চলেছে।'

ওমিক্রন সংক্রমণে শীর্ষে দিল্লি

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স) : ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যায় দেশের মধ্যে শীর্ষে দিল্লি। এখনও পর্যন্ত দেশের রাজধানীতে করোনাভাইরাসের নতুন রূপে সংক্রমিত হয়েছেন ২৩৯ জন। দ্বিতীয় স্থানে থাকা মহারাষ্ট্রে সংক্রমিত ১৬৭ জন। সব মিলিয়ে দেশে ৭৮১ জন ওমিক্রন আক্রান্তের কথা জানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক।

গত ২৪ ঘণ্টায় সেখানে নতুন আক্রান্তের সংখ্যা ৪৯৪। সংক্রমণের হার (পজিটিভিটি রেট) ০.৮৯ শতাংশ। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে ১০ জনের শরীরে জিন বিন্যাস পরীক্ষায় ওমিক্রনের খোঁজ মিলেছে। বুধবার নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৯ হাজার ১৯৫ জন। ২০ দিন পর দেশের দৈনিক কোভিড সংক্রমণ ফের ৯ হাজার ছাড়াল।

সংক্রমণ ঠেকাতে ইতিমধ্যেই দিল্লিতে জারি হয়েছে হলুদ সতর্কতা। নয়া সরকারি নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, অফিস কাছারি ৫০ শতাংশ হাজিরা নিয়ে চলবে।

ধর্মনগরে শিশু সুরক্ষা কমিশনের উদ্যোগে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের বি এম এস হলে রাষ্ট্রীয় শিশু সুরক্ষা কমিশন ও রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের উদ্যোগে এক দিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত।

বুধবার ধর্মনগরের বি এম এস হলে বিদ্যা ভারতীর পক্ষ থেকে রাষ্ট্রীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন ও ত্রিপুরা রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের যৌথ উদ্যোগে একদিনের এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।এই কর্মশালার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুদের মধ্যে মাদক পদার্থের অপব্যবহার এবং অবৈধ পাচারের উপর কর্মপরিকল্পনা। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপারসন নিলিমা ঘোষ ,উত্তর জেলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস ,জেলা শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপারসন উদয় শংকর নাথ ,জেলা পঞ্চায়েত অধীক্ষক গৌতম চৌধুরী, মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর পুনম মুখার্জি এবং বিভিন্ন দপ্তর ও এনজিওদের ১৭ টি দল।

নিলিমা ঘোষ কর্মশালায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন ইতিমধ্যেই দক্ষিণ জেলা, পশ্চিম জেলা এবং ধলাই জেলায় এই কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে। উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলা সদর ধর্মনগরের বি এম এস হলে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি উদ্বেগের সঙ্গে বলেন,লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে শিশুদের মধ্যে ইদানিং ড্রাগসের প্রতি আসক্তি বেড়েই চলেছে।তাদেরকে কিভাবে ড্রাগস থেকে দূরে রাখা যায় তা নিয়ে সর্বত্র সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। তাছাড়া শিশু পাচার একটি বড় সমস্যা হয় দাঁড়িয়েছে। রাজ্যের ক্ষেত্রে নাবালক নাবালিকা টাকা রোজগারের জন্য রাজ্য ছেড়ে বহি রাজ্য বুঝে পাড়ি দিচ্ছে। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রেই অঘটন ঘটে চলেছে। সাম্প্রতিককালে উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুরের শরণার্থী শিবির থেকে পালিয়ে যাওয়া শিশুদেরকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।। শিশু পাচার রোধ ও মাদকদ্রব্য সেবন সম্পর্কে সকলকে সচেতন থাকতে শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন নিলিমা ঘোষ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সহ সকল জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

কৃষকগণ যাতে উৎপাদিত ফসলের সঠিক মূল্য পান সেজন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ঃ কৃষি ও কৃষক কল্যাণমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।। রাজ্যের বড় অংশের মানুষ ক'ষি কাজের সঙ্গে যুক্ত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির লক্ষ্য ভারতের ক'ষি ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করে তোলা। এই লক্ষ্যে ক'ষকদের রোজগার দ্বিগুণ করা সহ নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আজ নলছড় ব্লকের জমেরঢেপা প'ায়েতে ২৬তম ক'ষক বন্ধ কেন্দ্রের উদ্বোধন করে ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় একথা বলেন। তিনি আরও বলেন, সরকারের লক্ষ্য ক'ষিক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং সেই উৎপাদিত ফসলের সঠিক মূল্য পেতে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ক'ষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ সুবিধাগুলি প্রক'ত ক'ষকদের মধ্যে প্রদান করা হচ্ছে। ক'ষিমন্ত্রী বলেন, আজকে রাজ্যের উৎপাদিত ফসল রাজ্যের বাইরে বিক্রি হচ্ছে। তাছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতেও রাজ্যের উৎপাদিত ফসলের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। কোভিড-১৯-এর সময়ে ক'ষকগণ মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছে। দেশের ৮০ কোটির বেশি মানুষকে বিনামূল্যে খাদ্য সরবরাহ করা হয়েছে। ফসলবীমা যোজনায় রাজ্যে ৯ লক্ষ ৯ হাজার ক'ষককে সাহায্য করা হচ্ছে। তিনি বলেন, সব্জি চাষী, ফুল ও ফল চাষীদের ফসলবীমা যোজনায় অন্তর্ভর্ক্ত করা হবে। ২০২২ সালের মধ্যে প্রত্যেক ক'ষকের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস, নলছড় প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান জহরলাল ঘোষ, কাঁঠালিয়া প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান পুপ ভৌমিক দেবনাথ, মোহনভোগ প'ায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান জিতেন্দ্র দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী কিশোর বর্মণ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের অধিকর্তা শরদিন্দ দাস। ক'ষিমন্ত্রী নলছড়ের বৈরাগী বাজারে ন্যূনতম সহায়কমূল্যে আমন ধান সহায়ক কেন্দ্রও পরিদর্শন করেন।

শ্রীমনমহানামব্রত ব্রহ্মচারীজির ১১৮তম আবির্ভাব দিবস উপলক্ষে আগরতলা শ্রীশ্রী মহানাম অঙ্গনের পক্ষ থেকে আজ ব্রহ্মকুন্ড চা বাগানের শ্রমিক দের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহানাম অঙ্গন আশ্রমের মঠাধক্ষ সমাধিবন্ধু ব্রহ্মচারী, ত্রিপুরা টি বোর্ডের চেয়ারম্যান সন্তোষ কুমার সাহা,আশ্রমের সম্পাদক সুদীপ কুমার রায় ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

ভারতের নানা প্রান্তের কৃষ্টি সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে পারলে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা পূর্ণতা পাবে ঃ সমবায়মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।। আজকের ছাত্রছাত্রীরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। ভারতের নানা প্রান্তের ক'ষ্টি, সংস্ক'তি, ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে পারলে তাদের শিক্ষা পূর্ণতা পাবে। আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের অঙ্গ হিসেবে আজ আয়োজিত ভারত কো জানো অনুষ্ঠানে একথা বলেন সমবায়মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল। সদর মহকুমার আনন্দনগরের ড. বি আর আম্বেদকর ইংলিশ মডেল স্কুলের মিলনায়তনে এনইজেডসিসি এবং তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের উদ্যোগে ভারত কো জানো অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সমবায় মন্ত্রী শ্রীপাল বলেন, রাজ্যের উন্নয়নের গতি অব্যাহত রয়েছে। ছাত্রছাত্রী সহ সকল অংশের জনগণকে ভারতের বৈচিত্র্যতা সম্পর্কে জানতে হবে। তিনি বলেন, বিশ্বের মধ্যে ভারত একটি বৈচিত্র্যময় দেশ। এদেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের ভিন্ন ধরনের চালচলন, সংস্ক'তি, খাদ্যাভ্যাস, ক'ষ্টি, পোশাক রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত গঠনের সংকল্প গ্রহণ করেছেন ভারতের বৈচিত্র্যকে এক সুঁতোয় গাঁথার লক্ষ্যে। ভারত কো জানো প্রধানমন্ত্রীর সেই চিন্তাধারারই প্রতিফলন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ডুকলি প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান অজয় কুমার দাস, এনইজেডসিসির সদস্য সুবত চক্রবর্তী, সদর মহকুমার মহকুমা শাসক অসীম সাহা। স্বাগত ভাষণ রাখেন তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের সহঅধিকর্তা অমৃত দেববর্মা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ড. বি আর আম্বেদকর ইংলিশ মডেল স্কুলের সহকারি প্রধান শিক্ষক শীলা চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে মণিপুর, আসাম, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, নাগাল্যাণ্ড এবং স্থানীয় শিল্পীরা সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

বিলোনীয়ায় বামপন্থী ছাত্র যুবদের গণঅবস্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৯ ডিসেম্বর।। শিক্ষা বাঁচাও,গনতন্ত্র বাঁচাও,শিক্ষাকে বেসরকারি করন, নিয়োগে আউটসোর্সিং বন্ধ করা বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে চারটি বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠন এসএফআই, ডিওয়াইএফ আই,টিওয়াই এফ,টি এস ইউ মহকুমা কমিটির ডাকে গন অবস্থান সংগঠিত করে। বুধবার বেলা বারটা নাগাদ গনঅবসান কে সামনে রেখে বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠনের বিলোনীয়া মহকুমা কমিটির যৌথ উদ্যোগে এক মিছিল সংগঠিত করে। সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কার্যালয় থেকে শুরু হয় মিছিল মিছিলটি ব্যাংক রোড ধরে এক নং টিলা হয়ে পুনরায় ফিরে গিয়ে জগন্নাথ বাড়ি সংলগ্ন এলাকায় রাস্তার পাশে প্রদীপ চক্রবর্তীর শহীদ বেদী প্রাঙ্গনে সংগঠিত হয় পথসভা। এদিনের গনঅবসানে আলোচনা রাখতে গিয়ে শিক্ষাকে বেসরকারি করনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে আলোচনা রাখেন। শিক্ষাকে সার্বজনীন করতে হবে।গুনগত মোড়ক লাগিয়ে ছাত্র ছাত্রীদের উপর আর্থিক বোঝা চাপানো ও শিক্ষার বেসরকারি করন করা চলবেনা বলে এদিনের মিছিলে আওয়াজ তুলে বামপন্থী ছাত্র যুবরা। মিছিলে ও পথসভায় উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফ প্রাক্তন নেতৃত্ব তথা সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা সম্পাদক তাপস দত্ত, এসএফআই বিলোনীয়া মহকুমা সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, টিএসউ মহকুমা সম্পাদক গৌতম রিয়াং, ডিওয়াইএফ বিলোনীয়া বিভাগীয় কমিটির সভাপতি রিপু সাহা সম্পাদক মধুসূদন দত্ত, কৃষক নেতা বাবুল দেবনাথ সহ বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠনের কর্মি সমর্থকরা।

ধর্মনগর সিপিআইএম জেলা সম্মেলন এর অংশ হিসেবে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর সিপিআইএম জেলা সম্মেলন এর অংশ হিসেবে বুধবার এক মহতী রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে প্রায় ৫০ জন স্বেচ্ছায় রক্ত দান করেন। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক অমিতাভ দত্ত,মহকুমা সম্পাদক অভিজিত দে,প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা বিজিতা নাথ সহ অন্যান্য বাম নেতাকর্মীরা। রক্তদান সম্পর্কে বলতে গিয়ে জেলা সম্পাদক অমিতাভ কর বলেন, মোট ৫০ জন রক্তদাতার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েই তাদের আজকের এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন। বৃহস্পতিবার সিপিআইএম ধর্মনগর বিভাগীয় অফিস প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে উত্তর জেলা সম্মেলন। সম্মেলনে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সহ সার্বিক বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হবে।আগামীদিনে শ্রেণি ঐক্যকে আরো শক্তিশালী করে একটি সুদৃঢ় পার্টি গড়ে তোলার লক্ষ্যে আগামীকাল জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সিপিআইএম ধর্মনগর মহকুমা কার্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে এই সম্মেলন। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মানিক দে। জেলা সম্মেলনকে কেন্দ্র করে ধর্মনগরে ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। সম্মেলন থেকে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হতে পারে বলেও দলীয় নেতৃবৃন্দ ইঙ্গিত দিয়েছেন।

কৈলাসহর মডেল কেরিয়ার সেন্টারের উদ্যোগে জব ফেয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৯ ডিসেম্বর।। ন্যাশনাল কেরিয়ার সার্ভিস প্রজেক্টের আওতায় এবং কৈলাসহর মডেল কেরিয়ার সেন্টারের উদ্যোগে ঊনত্রিশ ডিসেম্বর সকাল এগারোটায় জব ফেয়ার অর্থাৎ চাকুরী মেলা অনুস্টিত হয়। কৈলাসহর পুর পরিসদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়ের হাত ধরে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে এই জব ফেয়ারের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনী অনুস্টানে চেয়ারপার্সন ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ঙ্গঞ্ঝ্ঞনব কুমার জমাতিয়া এবং কর্ম বিনিয়োগ দপ্তরের আধিকারিক পিংকু দাস। উদ্বোধনী অনুস্টান শেষে পিংকু দাস বলেন যে, মুলত ঊনকোটি জেলার বেকার যুবক যুবতীদের চাকুরী কিংবা কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্যই এই জব ফেয়ার করা হচ্ছে। মোট দুশো পঁচাত্তরটি পোস্ট রয়েছে। পঞ্চম শ্রেণি উত্তীর্ণ থেকে গেজুয়েট পাস করা যেকোনো যুবক যুবতীরা এই জব ফেয়ারে এসে নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী চাকুরী নিতে পারবে বলে পিংকু দাস জানান। দিনভর এই জব ফেয়ারকে কেন্দ্র করে গোটা ঊনকোটি জেলার প্রচুর যুবক যুবতীদের উপস্থিতি জব ফেয়ারে লক্ষ্য করা যায়। আগামী দিনে এমন উদ্যোগ জারী থাকবে বলে জানান পিংকু বাবু। বহু প্রতিক্ষিত রাজ্য সহ ঊনকোটি জেলার বিশেষ আকর্ষণীয় সংহতি মেলার উদ্বোধন হয় ২৮শে ডিসেম্ব্যার রাত ৮টায়। আশ্রয় সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত উক্ত সংহতি মেলা ১০দিন ব্যাপি চলবে,উক্ত মেলাকে ঘিরে ইতি মধ্যেই রাজ্য সহ বহিরাজ্যের বিভিন্ন স্টলে মানুষের মধ্যে এক আনন্দের জোয়ার বইতে শুরু করেছে। আশ্রয় সামাজিক সংস্থার সভাপতি তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী বীরজিৎ সিনহা মহোদয়ের হাত ধরে প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় সংহতি মেলা। আগামী ১০দিনের এই মেলায় থাকবে রাজ্য সহ বহি রাজ্যের শিল্পী দের দিয়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ বিভিন্ন কর্মসূচি বলে জানিয়েছেন আশ্রয় সামাজিক সংস্থার সভাপতি বিরজিত সিনহা। এছাড়াও বাংলাদেশের সাংসদকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বলে জানান মেলার কর্নধার শ্রী বীরজিৎ সিনহা।

ছোট ছেলে মেয়েদের সংস্কৃতি মনস্ক করে গড়ে তুলতে হবে ঃ তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।। আমাদের সমাজ, রাজ্য, দেশ থেকে বড় কিছু নেই। আমরা এই সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমরা যেভাবে চাইব সমাজ সেভাবেই গড়ে উঠবে। আমাদের মধ্যে সুস্থ সংস্ক'তি বিকশিত না হলে এই সমাজ, রাজ্য এবং আমাদের দেশ এগিয়ে যেতে পারবেনা। তাই ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের সংস্ক'তি মনস্ক করে গড়ে তুলতে হবে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের দ্বিতীয় প্রেক্ষাগৃহে নৃত্য সংস্থা রিদম স্টার একাডেমি এবং রঙ্গন নৃত্য একাডেমি আয়োজিত সাংস্ক'তিক সন্ধ্যা তরঙ্গ- এর উদ্বোধন করে তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন।

আজ সন্ধ্যায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের প্রশস্ত বারান্দায় তথ্য ও সংস্ক'তি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী চিত্র শিল্পী সুমন ভ-াচার্যর একক চিত্র প্রদর্শনীরও উদ্বোধন করেন। পাঁচদিন ব্যাপী চিত্র প্রদর্শনীতে শিল্পীর জল রঙ-এ আঁকা ১৫০টি ছবি রয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুরপারিষদ মিঠুন দাস বৈষ্ণব, তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস, ইজেডসিসি'র সদস্য সুবত চক্রবর্তী, রাজ্যের প্রথিতযশা শিল্পী অপরেশ পাল এবং সঞ্ঝমিত্রা নন্দী। এই চিত্র প্রদর্শনী চলবে আগামী ২ জানুয়ারি পর্যন্ত। অতিথিগণ চিত্র প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন।

তরঙ্গ সাংস্ক'তিক সন্ধ্যার উদ্বোধন করে তথ্য ও সংস্ক'তি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের সংস্ক'তি মনস্ক করে তুলতে হবে। পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে নাচ, গান, খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করতে হবে। তাতে তাদের মানসিক ও দৈহিক বিকাশ ঘটবে। নিজেদের মধ্যে বন্ধত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠবে। তথ্য ও সংস্ক'তি মন্ত্রী বলেন, কার কোন বিষয়ে মেধা লুকিয়ে রয়েছে তা আগে থেকে জানা সম্ভব নয়। নাচ, গান, খেলাধূলা বা অন্যান্য সাংস্ক'তিক ক্ষেত্রে অংশ নিলেই তাদের মেধার পূর্ণ বিকাশ ঘটবে। তিনি বলেন, করোনা ভাইরাস এখনো নির্মূল হয়ে যায়নি। বর্তমানে ওমিক্রন ছড়িয়ে পড়ছে। তাই আমাদের আরও সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমেই আমরা করোনা ভাইরাস মোকাবিলা করতে পারব এবং রাজ্যেরও বিকাশ ঘটানো সম্ভব হবে। তিনি দুটি নৃত্য সংস্থার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন আগরতলা পুরনিগমের পারিষদ মিঠুন দাস বৈষ্ণব, জিমনাস্ট পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার, দ্রোনাচার্য বিশ্বেশ্বর নন্দী, নৃত্যশিল্পী পিয়ালী ব্যানার্জী বর্ধন রায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মনিপুরি কস্টিউম ডিজাইনার মাধবী সিনহাকে সম্মানিত করা হয়। তথ্য ও সংস্ক'তি মন্ত্রী শ্রীমতি সিনহাকে উত্তরীয়, মানপত্র প্রদান করে তাঁকে সম্মানিত করেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।